উচ্চতর বাঙলা ব্যাকরণ

দ্বিতীয় খণ্ড

বামণদেব চক্রবর্তী

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বিশেষ্যের শ্রেণীবিভাগ

উপমন্যুর গুরুভক্তি উল্লেখনীয়। **গোরুটি জল** খাইতেছে। **তুমুল হট্টগোলে সভা** পণ্ড হইল। **দুয়ে আর দুয়ে চারই** হয়। **শৈশব** বড়ো মনোরম। **উত্থানপতন' হর্ষ-বিষাদের** মধ্যে দিয়েই তো চলেছে **জীবনের রথ**।—এখানে আয়তাক্ষর প্রত্যেকটি পদই বিশেষ্য। 'উপমন্যু' বলিতে কোনো ছাত্রের নাম, 'গুরুভক্তি'একটি গুণের নাম, 'গোরু' একটি পশুজাতির নাম, 'জল', 'রথ' এক-একটি বস্তুর নাম, 'হট্টগোল', 'জীবন', 'উত্থান-পতন' এক-একটি কাজের নাম, 'সভা' বলিতে মানুষের সমষ্টির নাম, 'দুই' বা 'চার'-এর দ্বারা কোনো সংখ্যার নাম, 'শৈশব' বলিতে জীবনের একটি বিশেষ অবস্থার নাম 'হর্ষ-বিষাদ' বলিতে মনের কোনো বিশেষ ভাবের নাম বুঝাইতেছে। এইজন্য বিশেষ্যকে আমরা নয়টি শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে পারি।—

(ক) **সংজ্ঞাবাচক বিশেষ্য** (**Proper**)—**যে বিশেষ্যপদে কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি, স্থান, দেশ, নদী, পর্বত, সমুদ্র, গ্রন্থ, প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির বিশেষ নাম বুঝায় তাহাকে সংজ্ঞাবাচক বিশেষ্য বলে।** **রামকৃষ্ণদেব** (বিশেষ একজন মানুষের নাম) অবতারবরিষ্ঠ। "**গঙ্গা** (বিশেষ একটি নদীর নাম) আর **রামায়ণ** (বিশেষ একখানি কাব্যের নাম) কোন্ কীর্তি' **বঙ্গে** (বিশেষ একটি অঙ্গরাজ্যের নাম) বরণীয়?" সেইরূপ—বঙ্কিমচন্দ্র, বেদ, বিবেকানন্দ, নিবেদিতা, ভারতবর্ষ, ইরান, মথুরা, তাজমহল, ভাগীরথী, হিমালয়, প্রশান্ত মহাসাগর, পৃথিবী, সূর্য, বাংলা, ইংরেজী, রামকৃষ্ণ মিশন, রোহিণী ইত্যাদি।

(খ) **জাতিবাচক বিশেষ্য** (**Common**)—**যে বিশেষ্যপদে কোনো জাতি বা এক ধর্মবিশিষ্ট সকল ব্যক্তি, বস্তু বা প্রাণীকে বুঝায়, তাহাকে জাতিবাচক বিশেষ্য বলে।** "সবার উপরে **মানুষ** (একশ্রেণীর জীবের নাম) সত্য।" "**পাখিরে** দিয়েছ গান" (একশ্রেণীর প্রাণীর নাম)। **হিন্দু** শ্রীমধুসূদন **খ্রীষ্টান** (এক-একটি ধর্মের নাম) হইয়াছিলেন। সেইরূপ—পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, গোরু, বাঘ, বৃক্ষ, লতা, জৈন, জার্মান, ব্রাহ্মণ আর্য, ভিল, ইংরেজ, ফরাসী ইত্যাদি।

জাতিবাচক ও সংজ্ঞাবাচক বিশেষ্যের পার্থক্যটি মনে রাখিও। 'মানুষ' বলিলে জাতিবাচক বিশেষ্য হইবে; কিন্তু 'অরুণা' বলিলে ওই জাতিবাচক বিশেষ্যেরই 'অরুণা' নাম্নী বিশেষ এক বালিকাকে বুঝাইবে। তাই 'অরুণা' সংজ্ঞাবাচক বিশেষ্য। 'অশ্ব' জাতিবাচক বিশেষ্য, কিন্তু 'চৈতক' সংজ্ঞাবাচক বিশেষ্য।

(গ) **বস্তুবাচক বিশেষ্য** (**Material**)—**যে বিশেষ্যপদে সাধারণভাবে কোনো জিনিসের নাম বুঝায় তাহাকে বস্তুবাচক বিশেষ্য বলে।**—রুগ্‌ণ ছেলেটার জন্য এক ফোঁটা **দুধ** (জিনিসের নাম) চাই। **রূপাসোনায়** (ধাতুর নাম) কিছুই হয় না, চাই উপাসনা। "যিনি খান **চিনি** (পদার্থের নাম) তাঁরে যোগান চিন্তামণি।" সেইরূপ—**জল, ফুল**, আকাশ, বাতাস, সন্দেশ, কালি, টাকা, পয়সা, তৈল, ঘটি, বাটি, খাট, পালঙ্ক, সিমেন্ট, কাগজ, কলম ইত্যাদি।

সাধারণতঃ বস্তুবাচক বিশেষ্যের সংখ্যা-গণনা সম্ভব নয়, মাপিয়া বা ওজন করিয়া

BANGODARSHAN.COM

পরিমাণ স্থির করিতে হয়। কিন্তু বই-খাতা, পেনসিল-কলম, থালা-বাটি, খাট-পালঙ্ক ইত্যাদি সংখ্যাদ্বারা গণনীয় বলিয়া ইহাদের **সংখ্যাত্মক বস্তুবাচক বিশেষ্য** বলে।

(ঘ) **সমষ্টিবাচক বিশেষ্য** (**Collective**)—**যে বিশেষ্যপদে কোনো জাতিবাচক বিশেষ্যের সমষ্টি বুঝায় তাহাকে সমষ্টিবাচক বিশেষ্য বলে।** "পদ্মকোষের বজ্রমণি ওই আমাদের ছেলের **দল** (একাধিক ছেলের সমষ্টি)।" সামনেই তো **সমিতির** (একাধিক সভ্য লইয়া গঠিত প্রতিষ্ঠান) বার্ষিক অধিবেশন। বাসে যা **ভিড়** (একাধিক মানুষের সমাবেশ)! সেইরূপ—সভা, সংঘ, জনতা, সংস্থা, পঞ্চায়ত, শ্রেণী, গোষ্ঠী, নৌবহর, পাঠাগার, ঝাঁক, পাল, গুচ্ছ, স্তবক, বাহিনী, ত্রিফলা, পঞ্চবটী, সংসদ ইত্যাদি।

ধর, নবম শ্রেণীতে তোমরা চল্লিশজন ছাত্র আছ। প্রত্যেকের নিজ নিজ নামে যখন ডাকা হয় তখন **সংজ্ঞাবাচক বিশেষ্য**; সকলকে সাধারণভাবে 'ছাত্র' বলিলে জাতিবাচক **বিশেষ্য**; আর যখন শ্রেণী বলা হয় তখন **ছাত্রদের সমষ্টিজাত পরিচয়টিই বড়ো হইয়া উঠে।** এইজন্য শ্রেণী সমিতি সংঘ প্রভৃতি শব্দ **সমষ্টিবাচক বিশেষ্য**।

(ঙ) **সংখ্যাবাচক বিশেষ্য** (**Cardinals**)—**এক, দুই, তিন প্রভৃতি সংখ্যাবাচক শব্দগুলি বিশেষ্যরূপে ব্যবহৃত হইলে সংখ্যাবাচক বিশেষ্য বলে।** **উনিশে** আর **বিশে** কী এমন তফাত? আমি তোমাদের **সাতেও** নেই **পাঁচেও** নেই। "**দশে** মিলি করি কাজ হারি জিতি নাহি লাজ।"

(চ) **গুণবাচক বিশেষ্য** (**Abstract**)—**যে বিশেষ্যপদে প্রাণীর বা বস্তুর দোষ, গুণ, ধর্ম, প্রকৃতি ইত্যাদি বুঝায় তাহাকে গুণবাচক বিশেষ্য বলে।** **অহংকার** (মনের নিকৃষ্ট অবস্থার নাম) মানুষের পতনের মূল। তাজমহলের **সৌন্দর্য** (গুণের নাম) অতুলন। মৈয়েটির চমৎকার **বুদ্ধি** (গুণের নাম)। সেইরূপ—ক্ষমা, মমতা, স্নেহ, মহত্ত্ব, কুটিলতা, মাধুর্য, তিক্ততা, কামনা, ঔদ্ধত্য, হিংসা, দ্বেষ, দান, করুণা, প্রতিভা, সাহস, পাপ, পুণ্য, হীনতা ইত্যাদি।

(ছ) **অবস্থাবাচক বিশেষ্য** (**Abstract-Concrete**)—**যে বিশেষ্যপদে প্রাণী বা বস্তুর অবস্থা বুঝায় তাহাই অবস্থাবাচক বিশেষ্য।** **শৈশব** সারল্যের ঋতু। "**সুখে** আছে সর্ব চরাচর।" "**দারিদ্র্যে** নাহিক ভয়।" সেইরূপ—যৌবন, বার্ধক্য, মৃত্যু, দৈন্য, দুঃখ, কষ্ট, স্বাচ্ছন্দ্য, স্বাস্থ্য, সম্পদ, দুরবস্থা, স্বাধীনতা, রোগ, জ্বালা, যন্ত্রণা, সন্ধ্যা, রাত্রি, শান্তি ইত্যাদি।

(জ) **ভাববাচক বিশেষ্য** (**Abstract**)—**যে বিশেষ্যপদে প্রাণীর মনের কোনো বিশেষ ভাব বুঝায় তাহাই ভাববাচক বিশেষ্য।** **ক্রোধ** (মনের ভাব) আমাদের চরম শত্রু। **নৈরাশ্যে** মন ভরে গেছে? মনে **আনন্দ** আন, **বেদনা** আপনি হঠে যাবে। সেইরূপ—তৃপ্তি, সুখ, হর্ষ, উল্লাস, সমাধি, উন্মত্ততা, উন্মাদনা ইত্যাদি।

(ঝ) **ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য** (**Verbal**)—**যে বিশেষ্যপদে কোনো কাজের নাম বুঝায়, তাহাই ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য।** **ভজন-ভোজন** শেষ, এখন **শয়নের** যোগাড় চাই। **রোদনেতে** কী ফল ফলিবে? সেইরূপ—গমন, চলন, বলন, আচরণ, আসা, যাওয়া, লেখা, পড়া, লিখন, পঠন, অধ্যাপনা, দর্শন, মরণ, বাঁচন, খাওয়া, ঘুম ইত্যাদি।

আচার্য সুনীতিকুমার গুণবাচক, অবস্থাবাচক ও ভাববাচক বিশেষ্যকে গুণ বা ভাববাচক বিশেষ্য বলিয়াছেন। কিন্তু গুণ, অবস্থা ও ভাব—এই তিনটির মধ্যে পার্থক্য আছে বইকি। 'যৌবন'কে আমরা গুণও বলিতে পারি না, মনের ভাবও বলিতে পারি

না। 'যৌবন' হইতেছে মানুষের জীবনের একটি বিশেষ পর্যায়। 'সুখ' হইতেছে মনের একটা বিশেষ অবস্থা। সুতরাং শৈশব, যৌবন, বার্ধক্য, সুখ ইত্যাদিকে **অবস্থাবাচক বিশেষ্য** বলাই সঙ্গত মনে হয়। আবার 'প্রতিভা' বলিলে মনোভাবও বুঝায় না, অবস্থাও বুঝায় না. দেবদত্ত একটি গুণ বা শক্তিকেই বুঝায়। সুতরাং প্রতিভা, মেধা, বুদ্ধি প্রভৃতিকে **গুণবাচক বিশেষ্যের** পর্যায়ভূত করিয়াছি। আবার সমাধি, আনন্দ নৈরাশ্য, অতৃপ্তি তো মনের এক-একটি বিশেষ ভাব। সুতরাং ইহাদের **ভাববাচক বিশেষ্যের** দলভূত করাই সমীচীন।

কেহ কেহ ক্রিয়াবাচক বা ভাববাচক বিশেষ্যকে একই পর্যায়ভূত করিয়াছেন। কিন্তু উভয়শ্রেণীর মধ্যে কিছুটা যে পার্থক্য রহিয়াছে, একটু অবহিত হইলেই বুঝিতে পারা যায়। আহার-নিদ্রা, ভজন-ভোজন, বাঁচন-মরণ ইত্যাদি শব্দে ক্রিয়ার কাজটিই প্রধান। কিন্তু আনন্দ-বেদনা, উন্মত্ততা, প্রফুল্লতা, শোক হর্ষ ইত্যাদিতে ক্রিয়ার ছোঁয়াচ থাকিলেও ভাবেরই প্রাধান্য প্রকট। সেইজন্য ইহাদের **ভাববাচক বিশেষ্য** বলাই সঙ্গত।

এই নয়প্রকার বিশেষ্যকে আবার রূপের দিক্ দিয়া মোটামুটি তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়ঃ (১) **রূপাত্মক** (Concrete), (২) **অরূপাত্মক** (Abstract) ও (৩) **অর্ধরূপাত্মক** (Abstract-Concrete)।

রূপাত্মক বিশেষ্যের ইন্দ্রিয়গোচর একটি রূপ আছে। সংজ্ঞাবাচক, জাতিবাচক, বস্তুবাচক, সমষ্টিবাচক—এই চারিপ্রকার বিশেষ্য চোখে দেখা যায় বলিয়া রূপাত্মক।

অরূপাত্মক বিশেষ্যের কোনো রূপ নাই—সুতরাং এই শ্রেণীর বিশেষ্যকে চোখে দেখা যায় না। গুণবাচক, ভাববাচক ও ক্রিয়াবাচক বিশেষ্যগুলি এই পর্যায়ে পড়ে।

অর্ধরূপাত্মক বিশেষ্য সম্পূর্ণ রূপাত্মকও নয়, সম্পূর্ণ অরূপাত্মকও নয়। ইহাদের চোখে দেখা যায় না, কিন্তু ইহাদের অস্তিত্ব যে রহিয়াছে, তাহার লক্ষণ পরিস্ফুট। অবস্থাবাচক, সংখ্যাবাচক এবং কিছু কিছু ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য এই শ্রেণীতে পড়ে।—গ্রীষ্ম-বসন্ত, কৃষি-শিল্প-বাণিজ্য, দিবস-রাত্রি, সকাল-সন্ধ্যা, আলো-অন্ধকার, জীবন-মৃত্যু, পতন-অভ্যুদয়, রচনা-বিচারণা, নাচন-কোঁদন ইত্যাদি অর্ধরূপাত্মক বিশেষ্য।

বিভিন্ন শ্রেণীর **বিশেষ্যপদের কয়েকটি প্রয়োগঃ** "**ভজন পূজন সাধন আরাধনা সমস্ত থাক্ পড়ে।**" "**শিউলির মুখে ঝরে মা'র সুধা হাসিটি।**" "সাহসে যে **দুঃখদৈন্য** চায়, মৃত্যুরে যে বাঁধে **বাহুপাশে, কালনৃত্য** করে উপভোগ, **মাতৃরূপা** তারই কাছে আসে।" "**অন্ধকারে লুকিয়ে আপন-মনে** কাহারে তুই পূজিস সঙ্গোপনে?" "**মুখে হাসি, বুকে বল, তেজে ভরা মন।**" দরকারী **কাজে** দরবারী **কুম্ভকর্ণদের** ঘুম বড়ো-একটা ভাঙে না ["কুম্ভকর্ণ" পদটি এখানে **সংজ্ঞাবাচক নয়, জাতিবাচক**] । **মানবীর** মধ্যে **দানবী** আছে, **দেবীও** আছে [এখানে "দানবী" ও "দেবী" **জাতিবাচক নয়, ভাববাচক**]। "**কুকথায় পঞ্চমুখ** কণ্ঠভরা **বিষ**" ["বিষ" এখানে **বস্তুবাচক নয়, ভাববাচক**]। "**জীবন-উদ্যানে** তোর **যৌবনকুসুমভাতি** কত দিন রবে?" **সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য শান্তি সন্তোষ**—সবই নিজের মনে [এখানে "সুখ" **ভাববাচক**]। আকাশছোঁয়া **অহঙ্কার** আজ **মাটিতে** লুটিয়ে পড়েছে ["অহঙ্কার" **গুণবাচক না হইয়া সংজ্ঞাবাচক হইয়াছে**]। প্রাচীন **শিল্পসাহিত্য-সংস্কৃতিকে** নূতনভাবে **উপলব্ধির** মধ্যেই **রেনেসাঁসের জন্ম**। "**অহিংসা ও কাপুরুষতা** এক নয়।" **গৌরীর** কাছে অন্য সকল হইতে **শাঁখা ও সিঁদুরের** দাম ছিল বেশী। **ভ্রাতৃপ্রেমই ভরতকে সন্ন্যাসী** সাজিয়েছিল। পশ্চিমের

BANGODARSHAN.COM

মৈত্রেয়ীকেও একদিন বলতে হবে "যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্যাম্।" ["মৈত্রেয়ী" **সংজ্ঞাবাচক নয়, জাতিবাচক**]।

অনুশীলনী

১। বিশেষ্যপদ কাহাকে বলে? এই পদ কয় প্রকার? তোমাদের পাঠ-সংকলনের অদ্যকার পাঠ হইতে যত প্রকারের যতগুলি বিশেষ্যপদ পার, সংগ্রহ কর।

২। উদাহরণ দাওঃ সংজ্ঞাবাচক বিশেষ্য, ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য, ভাববাচক বিশেষ্য, গুণবাচক বিশেষ্য।

৩। হিন্দু, অলঙ্কার, যৌবন, মাতৃনাম, জরা, মরণ, বাঁচন, পুলিস, ভারতবাসী, গোলাপ, রূপা, সংস্থা, জবাব, সিংহল, মধু, ফরাসী, শ্যামলিমা, বার্ধক্য, চমচম, শান্তি, হাসি-কান্না, কৈশোর, পঞ্জাবী, মৌন, পাঞ্জাবি, পাঠন, শূদ্র—কোন্ প্রকারের বিশেষ্য তাহা উল্লেখ করিয়া প্রত্যেকটি দিয়া এক-একটি বাক্যরচনা কর।

৪। উদাহরণগুলি হইতে বিশেষ্যপদ আহরণ কর এবং কোন্ প্রকারের বিশেষ্য, উল্লেখ করঃ "তেজে বজ্র তুমি রাজা, স্নেহে তুমি জলদ সজল।" "জাতীয়তাবোধের অর্থ ইংরেজ-বিদ্বেষও নয়, জাতির অতীত গৌরবের স্বপ্ন দেখাও নয়।" "গুরুজনের শাসন থেকে বঞ্চিত হওয়ার মতো দুর্ভাগ্য আর নেই।" যে জাতির একতা নাই, তাহার দুর্গতিরও সীমা নাই। আচার্য মনীষাকে অলঙ্কার পড়াইতেছেন। রসপূর্ণ বাক্যই কাব্য। "মৃত্যুমাঝে হবে তবে চিতাভস্মে সবার সমান।" এ জগতের সব কালো, সবরকমের আলো, সেই আলোর আলো পরম কালোয় এক হয়ে গেছে। আমাদের দেশে নারীত্বের আদর্শ সীতাসাবিত্রীর ছাঁচে চিরকালের জন্য ঢালা হয়ে গিয়েছে। "বঙ্কিমমানস-আকাশে আয়েষা নারীমহিমার উষাজ্যোতি।" অর্থ প্রতিপত্তি সামাজিক আভিজাত্য—সবকিছুরই ঊর্ধ্বে মানবতার প্রতিষ্ঠা। দুঃখের সূতিকাগারেই দুঃখত্রাতার জন্ম। শিল্পীর পরকাল নেই, তিনি ইহকাল থেকে চলে যান চিরকালে। "প্রতিদিন অশ্রুর রামায়ণ আর বেদনার মহাভারত রচিত হয়।" অনুভূতির আবার বিশ্লেষণ কি? "যথার্থ হাস্যরসের মধ্যে একটা গভীরতা আছে।" "মায়ের রূপ দেখে দেয় বুক পেতে শিব, যার হাতে মরণ-বাঁচন।" "অরূপ-সায়রে লীলালহরী উঠিল মুদুল করুণা-বায়।" "ভারতের ধনসম্পদ নেই, কিন্তু সাধনসম্পদ আছে।" "সাদা পাথরেগড়া একটি তপস্বিনীমূর্তি লোকমাতা নিবেদিতা।" "অমৃত জিনিসটা রসের মধ্যে নাই, রসবোধের মধ্যেই আছে।" "সত্য কাহারও একার সম্পত্তি নয়।" "যার হৃদয়ে ভক্তি আছে, তার ত্রুটি আমি ধরি না।" "যথার্থ ঐশ্বর্যের পরিচয় ত্যাগের স্বাভাবিকতায়।" মানবমহিমার জাগরণ রেনেসাঁসের মূল সুর। "পথে চলার নিত্যরসে জীবন ওঠে মাতি।" "স্বার্থই স্বার্থত্যাগের প্রধান-শিক্ষক।" গানে সংগীতময়তাও চাই, কাব্যময়তাও চাই। নাম আর নত একই ধাতুগত, তাই তো নামের কাছে প্রণত হওয়ার এত গৌরব। "নিন্দনেরে রূপায়িত কর গো চন্দনে।" চিন্তা কথা ও কার্যকে একসুরে বাঁধতে হবে। "বাদল হাওয়ায় আজকে আমার পাগলী মেতেছে।" "মহৎ প্রতিভার ধর্মই হল বৃহৎ ব্যাপ্তি।" "ব্যক্তিত্বের বড়ো স্তম্ভ আদর্শনিষ্ঠা।" মন হচ্ছে অভ্যাসের দাস। একেবারে মূল ধরে নাড়া দেওয়ার নামই হচ্ছে বিপ্লব। যেখানেই ব্রহ্মজ্ঞান সেখানেই মৌন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সর্বনামের শ্রেণীবিভাগ

সর্বনামপদকে নিম্নলিখিত কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়।—

(১) **ব্যক্তিবাচক (Personal)—যে সর্বনামে কোনো ব্যক্তিকে বুঝায়, তাহা ব্যক্তিবাচক (বা পুরুষবাচক) সর্বনাম।** আমি, আমরা, আমাকে, আমাদের, তুমি, তোমরা, তোমাকে, তাঁকে, তাঁহার, তুই, তোকে, আপনি, আপনাকে, সে, তাহারা, তাহাকে, তিনি, তাহাদের, তার ইত্যাদি। তিনি, আপনি ইত্যাদি **সম্মানীয় ব্যক্তির পরিবর্তে বসে।** তোর, তুই, তোকে ইত্যাদি **অবজ্ঞাসূচক বা খুব অন্তরঙ্গ ব্যক্তির পরিবর্তে বসে।** তব, মম, মোর, তোমা, মোদের, মোরা—**শুধু কবিতায় ব্যবহৃত হয়।**

(২) **নির্দেশক (Demonstrative)—যে সর্বনাম কোনো ব্যক্তি বা বস্তুকে নির্দেশ করে, তাহাকে নির্দেশক সর্বনাম বলে।** এ, এরা, ইহা, ইহারা, এই, ইনি, ইঁহারা, এঁরা, এঁকে, এটা, এগুলি প্রভৃতি **নিকটের ব্যক্তি বা বস্তুকে নির্দেশ করে বলিয়া সামীপ্যবাচক নির্দেশক।** ও, ওরা, উহা, উহার, ওই, উনি, উহারা, ওঁরা, ওঁকে, ওটা, ওগুলি প্রভৃতি **দূরের ব্যক্তি বা বস্তুকে নির্দেশ করে বলিয়া দূরত্ববাচক নির্দেশক।**

ইনি, উনি, এঁরা, ওঁরা **মাননীয় ব্যক্তিকে ;** এরা, ওরা, এদের, ওদের **সাধারণ ব্যক্তিকে ;** ইহা, উহা, এটা, এইটা, ওইটা, ওটা **তুচ্ছ ব্যক্তি বা বস্তুকে নির্দেশ করে।**

সংস্কৃত **'এতদ্'** শব্দ হইতে বাংলা **এ, ইহা** আসিয়াছে ; এইজন্য সমাসে বা সন্ধিতে পূর্বপদ হিসাবে এতদ্-এর ব্যবহার চলিয়া আসিতেছে—এতদ্‌বিষয়ে, এতদ্দ্বারা, এতৎসত্ত্বেও, এতৎসম্পর্কে, এতৎসন্নিধানে, এতদঞ্চলে, এতদবস্থায় ইত্যাদি।

(৩) **অনির্দেশক (Indefinite)—যে সর্বনাম কোনো অনির্দিষ্ট ব্যক্তি বা বস্তু বা ভাবের পরিবর্তে বসে তাহাকে অনির্দেশক সর্বনাম বলে।** কেহ, কেউ, কিছু, যে-কেহ, কিছু-কিছু, আর-কেউ, যা-কিছু, কেউ-কেউ, অমুক, কোনোকিছু ইত্যাদি।

একাধিক সর্বনামপদের সংযোগে গঠিত কোনো যৌগিক পদ যখন অনির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তি, বস্তু বা ভাবের পরিবর্তে বসে, তখন তাহাকে **যৌগিক সর্বনাম** বলে। যেমন,—যে-কেহ, যাহা-কিছু, কোনোকিছু ইত্যাদি।

(৪) **প্রশ্নবাচক (Interrogative)—যে সর্বনামপদে কোনোকিছু জানিবার ইচ্ছা থাকে তাহাকে প্রশ্নবাচক সর্বনাম বলে।** কে, কী, কোন্‌টা, কাহারা, কারা, কাঁহারা, কিসে, কে কে, কী কী, কোন্‌গুলা, কোন্‌গুলি, কোন্‌গুলো ইত্যাদি।

আপনারা **কী** খেলেন ? "**কী** হবে, মা, এমনতরো রাজার মতো সাজে।" এখন দেখা যাক **কী** হয়। [প্রতিটি "**কী**" এখানে সর্বনাম।] কিন্তু, আপনারা কিছু খেয়েছেন কি ? [এখানে "কি" প্রশ্নবাচক অব্যয়—বানানের পার্থক্য লক্ষ্য কর।]

কী সর্বনামটি মাঝে মাঝে বিশেষণ ও বিশেষণের বিশেষণ হিসাবেও ব্যবহৃত হয়। **কী** রঙ চান বলুন। ["রঙ" পদটির বিশেষণ]। **কী** প্রচণ্ড বেগ। ["প্রচণ্ড" বিশেষণটির বিশেষণ]। রাজধানী একসপ্রেস **কী** প্রচণ্ড বেগেই না চলে। ["প্রচণ্ড" বিশেষণের বিশেষণপদটির বিশেষণ]। "সেদিন তুমি **কী** ধন দিবে উহারে ?" ["ধন" বিশেষ্যপদটির বিশেষণ]।

BANGODARSHAN.COM

(৫) **সংযোগবাচক (Relative)—যে সর্বনামপদে দুই বা তাহার বেশী ব্যক্তি বা বস্তুর মধ্যে সংযোগ বুঝায়, তাহাকে সংযোগবাচক বা সম্বন্ধবাচক সর্বনাম বলে।** যে, যাহারা, যাহা, যে যে, যা যা প্রভৃতি **সাধারণ ব্যক্তির সম্বন্ধে ;** যিনি, যাঁহারা, যাঁহাকে, যাঁর প্রভৃতি **সম্মানীয় ব্যক্তির সম্বন্ধে ;** আর যাহা, যা, যেটা, যেটি, যেগুলো, যে-সমস্ত **—অপ্রাণী বা ইতর প্রাণীর সম্বন্ধে ব্যবহৃত হয়।**

অনেক সময় একটি সংযোগবাচক সর্বনাম ভাবের পূর্ণতার জন্য আরেকটি সংযোগবাচক সর্বনামের অপেক্ষায় থাকে। পরস্পরের উপর নির্ভরশীল এইপ্রকার সংযোগবাচক সর্বনামকে **সাপেক্ষ সর্বনাম (Correlative) বলে।**—যে···সে, যা··· তা, যিনি···তিনি, যাহা···তাহা ইত্যাদি এই শ্রেণীর সর্বনাম। **যে** পরিশ্রম করবে, **সে**-ই সুফল পাবে। **যা** মনে করেছিলাম তা তো হল না। "ত্রেতায় **যিনি** রাম, দ্বাপরে **যিনি** কৃষ্ণ, কলিতে **তিনিই** তো শ্রীরামকৃষ্ণ।" "**যাহা** নাই ভারতে, **তাহা** নাই ভারতে।" "কেহ নাই **যার** তুমি আছ **তার**।"—রজনীকান্ত।

(৬) **আত্মবাচক (Reflexive)—যে সর্বনামে কাহারও সাহায্য না লওয়ার ভাবটি বিশেষ জোরের সঙ্গে বুঝানো হয়, তাহাকে আত্মবাচক বা স্বকর্তৃকত্বজ্ঞাপক সর্বনাম বলে।** নিজ, নিজে, আপনি, আপনারা, নিজেদের, আপন ইত্যাদি।

(৭) **সাকল্যবাচক (Inclusive)—যে সর্বনামপদ সমষ্টিবাচক ব্যক্তি, বস্তু বা ভাবের পরিবর্তে প্রয়োগ করা হয়, তাহাকে সাকল্যবাচক সর্বনাম বলে।** সর্ব, সব, সকল, উভয়, সবাই, সব্বাই, সবকিছু প্রভৃতি।

সব সর্বনামটির বিচিত্র প্রয়োগ : (ক) "বল বল বল **সবে** (সর্বনাম) শতবীণা-বেণুরবে।" (খ) "পাখী **সব** (বিণ) করে রব।" (গ) দ্রৌপদী **সবে** (ক্রি-বিণ) আহারাদি শেষ করেছেন এমন সময় দুর্বাসা সশিষ্য এসে হাজির। (ঘ) সভায় **সবে** (মাত্র অর্থে অব্যয়) একশো লোক হাজির হয়েছে।

(৮) **অন্যাদিবাচক (Denoting Others)—অন্য, অপর, অমুক প্রভৃতি কয়েকটিকে অন্যাদিবাচক সর্বনাম বলে।**

কেহ কেহ "**স্বয়ং**", "**আপনা-আপনি**", "**খোদ**" প্রভৃতিকে সর্বনাম বলিয়াছেন। কিন্তু এইসমস্ত **শব্দের বিভক্তিযুক্ত অন্য কোনো রূপ আমরা পাই না ; সেইজন্য শব্দ-গুলিকে আমরা অব্যয়পদের অন্তর্ভুক্ত করিবার পক্ষপাতী।**

পূর্ববর্তী বিশেষ্যপদের বিরক্তিকর পুনরুল্লেখ পরিহার করিবার জন্যই সর্বনামের ব্যবহার। কিন্তু আমি, আমরা, তুমি, তুই, আপনি, প্রত্যেকে—এই কয়েকটি সর্বনামের উল্লেখ করিতে হইলে পূর্বে কোনো বিশেষ্যের আবশ্যক হয় না।

আবার সে, তিনি, যাহা, ইহা, উহা, তাহা প্রভৃতি সর্বনামের ব্যবহার করিতে হইলে পূর্বে কোনো বিশেষ্যপদ প্রয়োগ করিতেই হয়।

সর্বনামপদ শুধু যে বিশেষ্যপদের পরিবর্তে বসে তাহা নয়, বাক্যাংশ বা একটি সমগ্র বাক্যের পরিবর্তেও প্রযুক্ত হয়। "মহারাজ পরাজিত হয়ে ফিরে এসেছেন ? **এ** আমি কিছুতেই বিশ্বাস করি না।" এখানে **এ** সর্বনামটি পূর্ববর্তী সমগ্র বাক্যটির পরিবর্তে প্রযুক্ত হইয়াছে।

কয়েকটি সর্বনামের প্রয়োগ দেখ : "এ দুখবহন করো মোর মন।" "তব চরণনিম্নে উৎসবময়ী শ্যামধরণী সরসা।" "গান গেয়ে তরী বেয়ে কে আসে পারে?" "সকলই দিলাম তুলে থরে বিথরে।" "মাঠের মাঝে আর ছিল না কেউ।" "ঐটি আমার গ্রাম, আমার স্বর্গপুরী।" "নাবালক ছেলেটির কী করিবে তবে?" যে রাঁধে সে চুলও বাঁধে। গুরুজনকে যা-তা বলতে নেই। যে যে আসতে চাও, আসতে পার। ঠাকুরের প্রসাদ সবাইকে দিয়েছ তো? "এ জগতে মানুষ আপনার ঘর আপনি রচনা করে।" যে-কেউ একজন এলেই চলবে। ছুরিটুরি কিছু আছে কাছে? না হলে পেনসিলটা কাটবে কিসে? "কেন গো মা তোর ধুলায় আসন?" "কে গায় কে গায় গো বৃন্দাবনের পথে পথে।" "যিনি দেহাতীত তিনি দেহেই স্থিত।" "স্বর্গ আমার জন্ম নিল মাটি-মায়ের কোলে।" "দিনেরাত্রে সুখেদুঃখে আলোয়-আঁধারে তুমি সাধো মৃত্যুহীন প্রাণের ঝঙ্কার।" "আমি যত ভার জমিয়ে তুলেছি সকলই হয়েছে বোঝা।" "যার মন ভালো তার সব কাজই শুভান্বিত।" যার-তার কাছে ঘরের কথা বল কেন? "সেই সত্য যা রচিবে তুমি।"

অনুশীলনী

১। সর্বনামপদ কাহাকে বলে? সর্বনামপদ কয় প্রকার? প্রত্যেক প্রকারের নাম বল ও দুইটি করিয়া উদাহরণ দাও।

২। পাঠ-সংকলনের অদ্যকার পাঠ হইতে বিভিন্ন প্রকার সর্বনামের যতগুলি সম্ভব উদাহরণ চয়ন কর।

৩। (ক) এমন চারিটি সর্বনামের উল্লেখ কর যেগুলির পূর্বে বিশেষ্যের উল্লেখ করিতে হয় না।

(খ) বাক্যাংশ এবং পূর্ণ বাক্যের পরিবর্তে বসিয়াছে, এমন দুইটি সর্বনামের উল্লেখ কর।

(গ) কেবল কবিতায় প্রযুক্ত হয় এমন চারিটি সর্বনামের উল্লেখ কর।

৪। (ক) সাপেক্ষ সর্বনাম কাহাকে বলে? উদাহরণ দিয়া বুঝাইয়া দাও। এরূপ নামকরণের কারণ কী?

(খ) ব্যক্তিবাচক, সাকল্যবাচক, আত্মবাচক, সংযোগবাচক সর্বনাম কাহাকে বলে? প্রত্যেকটির দুইটি করিয়া উদাহরণ দাও।

৫। কিসের, উনি, যার···সেই, কেহ, যে, কাহারা, ইনিই, উভয়, যে-সে, যে···সে, যাহারা, মোরা, সকলকে, যা-তা, যাহা···তাহা, যা···তাই, অমুক, অন্য, আর-কেউ, সক্কলে—কোন্ শ্রেণীর সর্বনাম উল্লেখ করিয়া প্রত্যেকটিকে নিজস্ব বাক্যে প্রয়োগ কর।

৬। সর্বনামপদগুলি বাছিয়া লইয়া কোন্ শ্রেণীর সর্বনাম বল : "তোরে হেথায় করবে সবাই মানা।" "ভেদি মরুপথ, গিরিপর্বত যারা এসেছিল সবে তারা মোর মাঝে সবাই বিরাজে, কেহ নহে নহে দূর।" "বাহিরপানে তাকায় না যে কেউ।" "অনল পুষিতে চাহি আপনার হিয়া-মাঝে, আপনারে অপরেরে নিয়োজিতে তব কাজে।" "কেহ হাসে, কেহ গান গায়।" "কাহারও বড় সুখ, এজন্য আসিতে পারিলেন না।" "ওটির মাতৃদায়, একটু রস দাও,—এটি একখানি পুস্তক লিখিয়াছে, একটু রস দাও,—

BANGODARSHAN.COM

সেটি পেটের দায়ে একখানি সংবাদপত্র করিয়াছে উহাকেও একটু রস দাও।" রাজনীতি ছাড়িয়া তিনি যে এখন যোগসাধনায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন তাহা অনেকেই জানেন না। গৌরীর কাছে অন্য সব থেকে শাঁখা আর সিঁদুরের দাম ছিল বেশী। "এর বেশী চাইতে কে কবে শেখালে তাকে?" "তুমি যত ভার দিয়েছ সে ভার করিয়া দিয়েছ সোজা।" "পৃথিবীর সব রাত্রিকে ওরা কিনেছে অল্প দামে।" "যা সত্য তার জিওগ্রাফি নাই।" মুখে যাদের চ্যাটাংচ্যাটাং বুলি, কাজে তাদের ত্রুটি হয় কেন? "আমরা সকলেই সীতার সন্তান।" "যাহার বিদ্যা প্রকাশ পায় না, সে-ই যথার্থ পণ্ডিত।" "কারে দয়াল কখন কী দেয় কে জানে তা কে জানে।" সুখকে উপভোগ্য কর সবার সাথে ভাগ করে। জীবনের সবকিছু না ছাড়লে কি সুরসঙ্গমে পৌঁছনো যায়? "যিনি আঘাত দিয়েছেন, তিনিই প্রলেপ দিচ্ছেন।" অন্যের অনুগ্রহের দানগ্রহণে নিজের ব্যক্তিত্ব ক্ষুণ্ণ হয়ই। "যাঁর মৃত্তিকা ও কাঞ্চনে সমজ্ঞান তিনিই কৃতকার্য।" "দেহপট সঙ্গে নট সকলই হারায়।" "চলতে ওরা চায় না মাটির ছেলে।" "যারে খুশি তারে দাও।" "যার কথা হাজার হাজার মানুষ শোনে, তার মধ্যে ঈশ্বরের বিভূতি কিছু আছেই।" "বসন্তেরে পরাস আকুল-করা আপন গলার বকুলমাল্যগাছা।" "সবাই যারে সব দিতেছে তার কাছে সব দিয়ে ফেলি।" "আমার অভিমানের বদলে আজ নেবো তোমার মালা।"

৭। বামদিকে সর্বনামের সংজ্ঞার্থানুসারে ডানদিকের যে পঙ্‌ক্তির প্রতিটি উদাহরণ নির্ভুল সেই পঙ্‌ক্তির শেষে টিকচিহ্ন (√) দাও; এবং যে পঙ্‌ক্তির যেটি সংজ্ঞার্থের সঙ্গে মিলিল না, সেগুলির প্রত্যেকটির শ্রেণীনির্দেশ করিয়া পৃথক্ একটি অনুচ্ছেদে লিখিয়া রাখ :

(ক) ব্যক্তিবাচক	তারা তোমাদের আপনাকে তুই কোনোকিছু এগুলি
(খ) নির্দেশক	এঁকে ঐগুলি উনি এইটা ওঁরা উহারা
(গ) অনির্দেশক	কেউ কিছু যে-কেউ যে-কেহ আর-কেহ অমুক
(ঘ) প্রশ্নবাচক	কী কারা কোন্‌টা কাহাকে কিসে কাহারা
(ঙ) সংযোগবাচক	যে যিনি যাঁর যাহাকে যে-সমস্ত যা···তা
(চ) সাপেক্ষ	যাহা···তাহা যে···সে যিনি···তিনি যেটি···সেটি যার···তার
(ছ) আত্মবাচক	নিজে আপনি আপনারা স্বয়ং
(জ) সাকল্যবাচক	সর্ব উভয় সব্বাই সকল সবে
(ঝ) অন্যাদিবাচক	অমুক অন্য অপর সকলে

৮। (ক) "কী" পদটিকে প্রশ্নবাচক সর্বনাম, বিশেষণ ও বিশেষণের বিশেষণ-রূপে স্বরচিত বাক্যে প্রয়োগ কর।

(খ) "সবে" পদটিকে সর্বনাম, অব্যয় ও ক্রিয়াবিশেষণ-রূপে স্বরচিত বাক্যে প্রয়োগ কর।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

লিঙ্গ

লিঙ্গ কথাটির অর্থ লক্ষণ বা নিদর্শন ; এই লক্ষণ দেখিয়া যাবতীয় বিশেষ্য-শব্দকে আমরা মোটামুটি তিনটি ভাগে ভাগ করিতে পারি। (১) **পুরুষ**, (২) **স্ত্রী** ও (৩) **ক্লীব** অর্থাৎ যাহা পুরুষও নয়, স্ত্রীও নয়। সুতরাং **লিঙ্গ তিনপ্রকার— পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গ।**

৬৬। **পুংলিঙ্গ : যে শব্দে পুরুষজাতীয় জীব বুঝায় তাহা পুংলিঙ্গ।** যেমন—পিতা, শিক্ষক, জ্ঞানবান্, মহাশয়, ছেলে, বাবা, রাজা, ব্যাঘ্র, মোরগ ইত্যাদি।

৬৭। **স্ত্রীলিঙ্গ : যে শব্দে স্ত্রীজাতীয় জীব বুঝায় তাহা স্ত্রীলিঙ্গ।** যেমন—মাতা, শিক্ষিকা, জ্ঞানবতী, মহাশয়া, মেয়ে, মা, রানী, ব্যাঘ্রী, মুরগী ইত্যাদি।

৬৮। **ক্লীবলিঙ্গ : যে শব্দে পুরুষও বুঝায় না, স্ত্রীও বুঝায় না, তাহা ক্লীবলিঙ্গ।** যেমন—গাছ, ফুল, ফল, দোয়াত, কলম, বই, কালি, জামা, জুতা, বাড়ি, ঘর, হাসি, কান্না, যাওয়া, আসা ইত্যাদি।

৬৯। **উভয়লিঙ্গ : যে-সমস্ত শব্দে পুরুষও বুঝায়, স্ত্রীও বুঝায়, তাহাদিগকে উভয়লিঙ্গ বলে।** কবি, কেরানী, শিশু, সন্তান, সন্ততি, অপত্য, শত্রু, বন্ধু, অন্ধ, খঞ্জ, পয়মন্ত, উত্তরপুরুষ, পূর্বপুরুষ, কীর্তিনিয়া, ক্ষণজন্মা, শাস্ত্রবিদ্, ঔপন্যাসিক, উদারচেতা, বাস্তুহারা, মাতৃহারা, আত্মহারা, চিত্তারকা, অধরা, ভাস্কর, নীচমনা, আত্মভোলা, মালিক, সবজান্তা, রোগা, রাঁধুনী, রাগী, চালাক ইত্যাদি। "আমার **সন্তান** যেন থাকে দুধে-ভাতে।" "চণ্ডীদাস আর রজকিনী এরাই প্রেমের শিরোমণি।"

লক্ষ্য কর, **প্রাণিবাচক শব্দেরই পুংলিঙ্গ বা স্ত্রীলিঙ্গ হয়** ; আর **অপ্রাণিবাচক জড় পদার্থ বা ভাব বুঝাইলে ক্লীবলিঙ্গ হয়।**

সংস্কৃতেও **পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ এবং ক্লীবলিঙ্গ—এই তিনটি লিঙ্গ আছে।** কিন্তু লিঙ্গবিচারে সংস্কৃত বাংলা ভাষার মতো বাস্তববাদী নয়, বহুলাংশে কল্পনাবিলাসী। **বাংলায় লিঙ্গনির্ণয় করা হয় শব্দটির অর্থবিচার করিয়া, কিন্তু সংস্কৃতে অর্থবিচার না করিয়া শব্দের গঠন-প্রকৃতির উপরই বিশেষ নির্ভর করা হয়।** কোন্ কৃৎ-প্রত্যয় বা তদ্ধিত-প্রত্যয়ের যোগে শব্দটি গঠিত, কিংবা কোন্ সমাসের আওতায় শব্দটির সৃষ্টি—এইসমস্ত প্রশ্নই সেখানে মুখ্য হইয়া উঠে। ফলে, পুরুষ বুঝাইলেই কোনো শব্দ যে পুংলিঙ্গ হইবে, কিংবা স্ত্রী বুঝাইলেই শব্দটি যে স্ত্রীলিঙ্গ হইবে, অথবা স্ত্রীপুরুষ কোনোকিছু না বুঝাইলেই শব্দটি যে ক্লীবলিঙ্গ হইবে, এরূপ কোনো সহজ নিয়ম আমরা সেখানে পাই না। ভোগ ত্যাগ যোগ স্তব প্রভৃতি অপ্রাণিবাচক শব্দও সংস্কৃতে পুংলিঙ্গ। স্ত্রীবাচক দার, স্ত্রীলোক শব্দগুলিও পুংলিঙ্গ। আবার স্ত্রীবাচক কলত্র শব্দটি ক্লীবলিঙ্গ। অথচ নদী, লতা, গতি প্রভৃতি শব্দ সত্যকার স্ত্রীকে না বুঝাইলেও স্ত্রীলিঙ্গ। তাই সংস্কৃতে লিঙ্গবিচার নিঃসন্দেহে জটিল ব্যাপার।

॥ **সর্বনামের লিঙ্গ** ॥

সর্বনামপদ বিশেষ্যের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়। সুতরাং **বিশেষ্যের যে লিঙ্গ,**

BANGODARSHAN.COM

সর্বনামটিরও সেই লিঙ্গ হয়। আমি, তুমি, তুই, আপনি, সে, তিনি, ইনি, উনি প্রভৃতি সর্বনাম স্ত্রীপুরুষ-নির্বিশেষে ব্যবহৃত হয় ; সুতরাং এগুলি স্থান-হিসাবে কখনও পুংলিঙ্গ কখনও-বা স্ত্রীলিঙ্গ হয়। তবে, লিঙ্গভেদে সর্বনামের রূপভেদ হয় না। এটা, ওটা, এগুলো, সেগুলো, ইহা, উহা, যাহা, তাহা, যা, তা, কী, কোন্‌টা প্রভৃতি সর্বনাম অপ্রাণিবাচক বস্তুর পরিবর্তে বসে বলিয়া ক্লীবলিঙ্গ। অবশ্য এ, এটা, এটি, ও, ওটা, ওটি মাঝে মাঝে পুংলিঙ্গ বা স্ত্রীলিঙ্গও হয়। (ক) **এটি** আমাদের রঞ্জিতের বড়ো মেয়ে **রমা** [স্ত্রীলিঙ্গ] (খ) **ওকে** আপনি-আপনি বলছেন কেন, বাবা? ও তো আপনারই ছাত্র **অভিজিৎ**। [পুংলিঙ্গ]

॥ **বিশেষণের লিঙ্গ** ॥

সংস্কৃতে বিশেষ্যের যে লিঙ্গ তাহার বিশেষণটিরও সেই লিঙ্গ হয়। সেই হিসাবে তৎসম বিশেষণপদের লিঙ্গ বিশেষ্যের অনুগামী হওয়াই সাধারণ রীতি। ইহাতে ভাষার গুরুত্ব ও লালিত্য বৃদ্ধিই পায়। "অয়ি **সুখময়ী** উষে। কে তোমারে নিরমিল?" —কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার। "আজি উতরোল উত্তর বায়ে **উতলা** হয়েছে তটিনী।"—রবীন্দ্রনাথ। "নগরীর নটী চলে অভিসারে যৌবনমদে **মত্তা**।"—ঐ। "**বিপুলা** এ পৃথিবীর কতটুকু জানি।"—ঐ। "**চিত্রময়ী** বর্ণনার বাণী কুড়াইয়া আনি।"—ঐ। "হে বরষা, হে **সুধাপরশা**।"—দেবেন্দ্রনাথ সেন। "বাণী **শুভ্র-কমলাসীনা**।"—রজনীকান্ত সেন। "আজ অবধি আমি **দূরবর্তিনী** হইলাম।"—বিদ্যাসাগর। "তিনি (কৈকেয়ী) **পতিঘাতিনী**··· **বৃথাপ্রজ্ঞামানিনী** ও **রাজ্যকামুকা**।"—দীনেশচন্দ্র সেন। "**বঙ্কিমের চিত্রাঙ্কনী** শক্তির মূলে ছিল প্রকৃতিপ্রেম।" সেইরূপ "**কুহকিনী** আশা", "**তিমিরা** রজনী", "**ধূলিলুণ্ঠিতা** শৈব্যা", "**বেগবতী** ইচ্ছা", "**ঈদৃশী** কিংবদন্তী", "**রঙ্গময়ী** কল্পনা", "**গরীয়সী** রমণী", "**মাতৃরূপিণী** ধরিত্রী", **সমর্থা** নায়িকা, **বিদ্যোৎসাহিনী** সভা ইত্যাদি।

কিন্তু এই রীতির ব্যতিক্রমও যথেষ্ট দৃষ্ট হয়। কবি-সাহিত্যিকগণ স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের তৎসম বিশেষণটিকে পুংলিঙ্গ রাখিয়াও ভাষার লাবণ্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। "**কলঙ্কী** বলিয়া ডাকে সব লোকে।"—চণ্ডীদাস (রাধার বিশেষণ, তবুও কলঙ্কিনী হয় নাই)। "সাতকোটি সন্তানেরে হে মুগ্ধ জননী!"—রবীন্দ্রনাথ। "**দয়াহীন** সভ্যতা-নাগিনী তুলেছে কুটিল ফণা।"—ঐ। "**দুঃসহ** ব্যথা হয়ে অবসান।"—ঐ। "**সমুদ্রস্তনিত** পৃথ্বী, হে বিরাট, তোমারে ভরিতে নাহি পারে।"—ঐ। "নিশীথনীরব **ঘনঘোর** ছায়া।" —মোহিতলাল। "**যুগযুগান্ত-সঞ্চিত** ব্যথা ঘোষিয়াছে অভিযান।"—কাজী নজরুল ইসলাম। "**সুন্দরী** নবমল্লিকা সন্ধ্যাশিশিরে সিক্ত হইয়া···।"—বঙ্কিমচন্দ্র। "রাত্রিশেষে **ঘোরতর** কুজ্‌ঝটিকা দিগন্ত ব্যাপ্ত করিয়াছিল।"—ঐ। "স্পর্শে যার সঞ্জীবিত **অভিশপ্ত** অহল্যার প্রাণ।"—যতীন্দ্রমোহন বাগচী। "**গাঢ়** প্রীতি, **গূঢ়** অনুভূতি···**ক্ষিপ্র** গতি, **গভীর** আকূতি।"—কবিশেখর কালিদাস রায়। সেইরূপ **অকথিত** বাণী, **অতৃপ্ত** কামনা, "**উদাসীন** পৃথিবী", **চিরস্থায়ী** কীর্তি ইত্যাদি।

তৎসম বিশেষণ-সম্বন্ধেই বাংলা ভাষা যখন এতখানি শিথিল, তখন অতৎসম বিশেষণের তো কথাই নাই। **বড়ো** ভাই, **বড়ো** দিদি, **বড়ো** কাজ—স্ত্রীপুরুষ-নির্বিশেষে সবই সেই এক **বড়ো**। স্ত্রীবাচক অতৎসম শব্দের পূর্বে কোনো তৎসম বিশেষণ বসিলেও তাহাকে স্ত্রীলিঙ্গে রূপান্তরিত করিবার প্রয়োজন বড়ো-একটা হয় না। **শিক্ষিত** মেয়ে, **চমৎকার** বউ। আবার, অনেক সময় অতৎসম স্ত্রীবাচক শব্দের পূর্বে তৎসম বিশেষণকে

স্ত্রীলিঙ্গে রূপান্তরিত করিয়াও প্রয়োগ করা হয়।—**স্নেহময়ী** মা, **বিদুষী** বউ, **বুদ্ধিমতী** মেয়ে। **লক্ষ্মী** এই স্ত্রীবাচক তৎসম বিশেষ্যটির চমৎকার প্রয়োগ পাওয়া যায় আমাদের আটপৌরে জীবনে। **লক্ষ্মী** ভাই, **লক্ষ্মী** দিদি, **লক্ষ্মী** বাবা—বিভিন্ন লিঙ্গে অপরিবর্তিতই রহিয়াছে। **সর্বেসর্বা, দয়ালু** শব্দ দুইটিও উভয়লিঙ্গ।

রাজাপাল, মন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রী, শিল্পী, বিচারক, সুরকার—শব্দগুলি স্ত্রীপুরুষ-নির্বিশেষে বাংলায় বেশ চলিতেছে। **রাষ্ট্রপতি** শব্দটি এই শ্রেণীতে পড়িতে পারে। সভাপতি শব্দটি স্ত্রীপুরুষ-নির্বিশেষে প্রযুক্ত হয়; "সভানেত্রী"-ও বাংলায় চলে।

ভাই কথাটি পুংলিঙ্গ বাচক হওয়া সত্ত্বেও অন্তরঙ্গ মেয়েদের পারস্পরিক সম্বোধনে বেশ সহায়ক হইয়া উঠিয়াছে।—ভাই অজিতা, ভাই ছোটো বউদি। এরূপ স্থলে কেহ কেহ ইংরেজী 'dear' কথাটির প্রতিশব্দ হিসাবে 'প্রিয়' ব্যবহার করিবার পক্ষপাতী। কিন্তু ভাই-এর অন্তরঙ্গতা 'প্রিয়'-তে পরিস্ফুট হয় না। মোট কথা **বিশেষণের লিঙ্গব্যাপারে বাংলা ভাষার স্বাধীনতা সঙ্গতভাবেই নিরঙ্কুশ।**

লিঙ্গ-পরিবর্তন

সংস্কৃতে লিঙ্গভেদে একই শব্দের রূপভেদ হয়। কিন্তু **বাংলায় পুংলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গের রূপে আদৌ পার্থক্য নাই। পুংলিঙ্গ-স্ত্রীলিঙ্গভেদে অবশ্য রূপগত** পার্থক্য দৃষ্ট হয়। পুংলিঙ্গ শব্দকে স্ত্রীলিঙ্গে পরিণত করার প্রধান উপায় হইতেছে পুংলিঙ্গ শব্দটির উত্তর স্ত্রী-প্রত্যয় যোগ করা। কোকিল শব্দে আ-প্রত্যয় যোগ করিয়া **কোকিলা,** নদ শব্দে ঈ যোগ করিয়া **নদী** এবং রুদ্র শব্দে **আনী** যোগ করিয়া **রুদ্রাণী** হয়। এই **আ, ঈ, আনী** প্রভৃতি **স্ত্রী-প্রত্যয় যুক্ত হইলে পুংলিঙ্গ শব্দটির শেষস্থ অ লোপ পায়।**

৭০। **স্ত্রী-প্রত্যয়ঃ যে বর্ণ বা বর্ণসমষ্টিযোগে পুংলিঙ্গ শব্দকে স্ত্রীলিঙ্গে পরিণত করা যায়, সেই বর্ণ বা বর্ণসমষ্টিকে স্ত্রী-প্রত্যয় বলে।**

যে-সমস্ত সংস্কৃত শব্দ অবিকৃত অবস্থায় বাংলা ভাষায় চলিতেছে, তাদের মধ্যে আভা, বিভা, লতা, নিশা, বিদ্যা, প্রজ্ঞা, ক্ষমা, দয়া, মেধা, ঊষা, উল্কা, পিপাসা, জিজ্ঞাসা, চিকীর্ষা, ভিক্ষা, তারা. তারকা (নক্ষত্র), জ্যোৎস্না, বনিতা, ক্ষণপ্রভা, প্রভা, ললনা, মহিলা, অঙ্গনা, মতি, গতি, রাত্রি, বিংশতি হইতে নবনবতি পর্যন্ত সংখ্যাবাচক শব্দ, মুক্তি, ভক্তি, শক্তি, বুদ্ধি, ঋদ্ধি, লক্ষ্মী, শ্রী, কাশী, কাঞ্চী, তরী, তরণী, বেণী, ধী, রজনী, যামিনী, দামিনী, ভূ, মেদিনী, অবনী, পৃথ্বী, পৃথিবী, ভ্রূ, বধূ, দুহিতৃ, মাতৃ, স্বসৃ, ধাত্রী (পৃথিবী ও ধাই অর্থে), দেবতা, প্রতিমা, ভার্যা, অসূর্যম্পশ্যা, অবীরা, পুরন্ধ্রী, সপত্নী, অরক্ষণীয়া, উপত্যকা, অধিত্যকা, করকা, মনোলোভা, অবলা, দুগ্ধবতী, গর্ভবতী, অন্তর্বত্নী, সধবা, বিধবা, তড়িৎ, শম্পা, বিদ্যুৎ, অন্তঃসত্ত্বা, কন্যকা প্রভৃতি শব্দ নিত্য স্ত্রীলিঙ্গ। ইহাদের পুংলিঙ্গ হয় না।

কৃতদার, মৃতদার, বিপত্নীক, স্ত্রৈণ, কবিরাজ, কাপুরুষ— নিত্য পুংলিঙ্গ। ইহাদের স্ত্রীলিঙ্গ হয় না।

তৎসম শব্দের লিঙ্গ-পরিবর্তন

তৎসম পুংলিঙ্গ শব্দের উত্তর আ, ঈ ও আনী—এই তিনটি স্ত্রী-প্রত্যয়ের যেকোনো একটি যোগ করিয়া শব্দটিকে স্ত্রীলিঙ্গে পরিবর্তিত করা হয়।—

(ক) **আ-প্রত্যয়যোগেঃ** আর্য—আর্যা, আদ্য—আদ্যা, শিষ্য—শিষ্যা, ভৃত্য—

ভৃত্যা, কোকিল—কোকিলা, বৎস—বৎসা, প্রবীণ—প্রবীণা, কুটিল—কুটিলা, সরল—সরলা, নিপুণ—নিপুণা, নন্দন—নন্দনা, অশ্ব—অশ্বা, নবীন - নবীনা, শ্রেষ্ঠ—শ্রেষ্ঠা, জ্যেষ্ঠ—জ্যেষ্ঠা, সভ্য—সভ্যা, বৃদ্ধ—বৃদ্ধা. পূজনীয়—পূজনীয়া. ম্রিয়মাণ—ম্রিয়মাণা, প্রিয়তম—প্রিয়তমা, তনয়—তনয়া, ক্ষত্রিয়—ক্ষত্রিয়া, বিম্বাধর—বিম্বাধরা, আদর্শ—আদর্শা, প্রথম—প্রথমা, তৃতীয়—তৃতীয়া [প্রথমা, দ্বিতীয়া ও তৃতীয়া—ক্রম ও তিথি বুঝাইতে প্রযুক্ত হয়], মক্ষিক—মক্ষিকা, মুগ্ধ—মুগ্ধা, ঊর্মিল—ঊর্মিলা, ফেনিল—ফেনিলা, শোভন—শোভনা, আনন্দিত—আনন্দিতা, পণ্ডিত—পণ্ডিতা, উদার—উদারা, নীরোগ—নীরোগা, পলাতক—পলাতকা, অধীন—অধীনা (অধীনী অশুদ্ধ প্রয়োগ), পারঙ্গম—পারঙ্গমা, সেবক—সেবকা [কিন্তু সেবিকা বহুল প্রচলিত]; সেইরূপ হীনপ্রাণা. ক্ষুদ্রতরা, শারদীয়া, একনিষ্ঠা, কৃতবিদ্যা, গৌরবান্বিতা, মনোহরা, ত্রিনয়না, দিগম্বরা, নীলাম্বরা [দিগম্বরী, নীলাম্বরী অধিক প্রচলিত,], অন্যমনস্কা, শয়ানা, প্রতিপালিতা, অনুগৃহীতা, মর্মপীড়িতা, প্রতীক্ষমাণা, নির্ধনা, নিরহংকারা, নির্মলা, শায়িতা, শয়িতা, শোভমানা, দুর্ভগা, নির্দোষা, নিরভিমানা, সাপরাধা, নিরপরাধা, দশভুজা, মহোদয়া, শ্রোত্রিয়া, লুব্ধা, খগা, নির্ভীকা, সূর্যা (ছায়া অর্থে), শুচিস্মিতা, প্রেমিকা, স্বাধীনা, গরিষ্ঠা, দয়িতা।

(খ) **অক-ভাগান্ত পুংলিঙ্গ শব্দের 'অক' স্থানে 'ইক' করিয়া শেষে আ-প্রত্যয়যোগে স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ পাওয়া যায়** (জাতি বা সমপর্যায়ের স্ত্রী বুঝাইতে)ঃ জনক—জনিকা, অধ্যাপক—অধ্যাপিকা, সম্পাদক—সম্পাদিকা, অভিভাবক—অভিভাবিকা, অপুত্রক—অপুত্রিকা, নায়ক—নায়িকা, গায়ক—গায়িকা, প্রতিপালক—প্রতিপালিকা, শিক্ষক—শিক্ষিকা, লেখক—লেখিকা, পাঠক—পাঠিকা, বাহক—বাহিকা, পাচক—পাচিকা, বালক—বালিকা, সকর্মক—সকর্মিকা, কারক—কারিকা, গ্রাহক—গ্রাহিকা, সহায়ক—সহায়িকা, প্রচারক—প্রচারিকা, নিন্দক—নিন্দিকা, রঞ্জক—রঞ্জিকা, শ্যালক—শ্যালিকা, প্রাপক—প্রাপিকা; সেইরূপ যাচিকা, যাজিকা, গবেষিকা, পরিব্রাজিকা, সমাজসংস্কারিকা, প্রকাশিকা। **গায়িকাকে গানের গায়কী** (গীতিরীতি) বিশেষজ্ঞের কাছেই শিখতে হয়েছে।

কিন্তু চটক—চটকা, তারক (উদ্ধারকারী অর্থে)—তারকা [উদ্ধারকারিণী অর্থে, অথচ চিত্রতারকা অর্থে 'তারকা' শব্দটি **উভয়লিঙ্গ**], আবার নর্তক—নর্তকী, গণক—গণকী, খনক—খনকী, রজক—রজকী প্রভৃতি শব্দে **শিল্পী** অর্থে ঈ-প্রত্যয় হইয়াছে।

ক্লীবলিঙ্গ শব্দের অক স্থানে **ইকা** হইলে স্ত্রীলিঙ্গ হয়। নাটক—নাটিকা (ক্ষুদ্র নাটক), পুস্তক—পুস্তিকা (ক্ষুদ্র পুস্তক), চয়ন—চয়নিকা, শকট—শকটিকা।

(গ) **জাতিবাচক অ-কারান্ত শব্দের শেষে ঈ-প্রত্যয়যোগে স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ পাওয়া যায়** (জাতি বা সমপর্যায়ের স্ত্রী অর্থে)ঃ পরমেশ্বর—পরমেশ্বরী, ঈদৃশ—ঈদৃশী, যাদৃশ—যাদৃশী, এণাক্ষ—এণাক্ষী, কিশোর—কিশোরী, গৌর—গৌরী, ছাত্র—ছাত্রী [সংস্কৃতে ছাত্রের পত্নী অর্থে **ছাত্রী**, আর শিক্ষার্থিনীকে **ছাত্রা** বলা হয়; কিন্তু বাংলায় শিক্ষার্থিনী বলিতে ছাত্রী শব্দই প্রচলিত হইয়া আসিতেছে], নিশাচর—নিশাচরী, তাপস—তাপসী, মহিমময়—মহিমময়ী, তরুণ—তরুণী, কাক—কাকী, বাসন্ত—বাসন্তী, দ্রৌপদ—দ্রৌপদী, আত্রেয়—আত্রেয়ী, দাক্ষায়ণ—দাক্ষায়ণী, প্রাক্—প্রাচী, ভাগবত—ভাগবতী, অষ্টাদশ—অষ্টাদশী চতুর্থী হইতে চতুর্দশী পর্যন্ত পূরণবাচক শব্দে ক্রম ও তিথি দুইই বুঝায়; আবার চতুর্দশী হইতে অষ্টাদশী পর্যন্ত শব্দে ক্রম ও সেই-সেই বয়সের বালিকা বুঝায়],

BANGODARSHAN.COM

সুখকর—সুখকরী, কামুক—কামুকী, সাপ্তাহিক—সাপ্তাহিকী, চিরন্তন—চিরন্তনী, মৃন্ময়—মৃন্ময়ী, পিতামহ—পিতামহী, শার্দূল—শার্দূলী, ব্রাহ্মণ—ব্রাহ্মণী, ত্রিলোক—ত্রিলোকী, পঞ্চবট—পঞ্চবটী, যবন—যবনী, শাশ্বত—শাশ্বতী, বিহঙ্গ—বিহঙ্গী, কপোত—কপোতী, পুত্র—পুত্রী, দৌহিত্র—দৌহিত্রী [পুত্রী ও দৌহিত্রী পত্নী অর্থে নহে], কল্যাণ—কল্যাণী, গ্রন্থকার—গ্রন্থকারী, আধুনিক—আধুনিকী, সুর—সুরী, রৌদ্র—রৌদ্রী, তুরঙ্গ—তুরঙ্গী, ভুজঙ্গম—ভুজঙ্গমী, উরগ—উরগী ; সেইরূপ মানবী, প্রীতিময়ী, সিংহী, মণ্ডূকী, ভুজঙ্গী, মাতামহী, নিষাদী, বিড়ালী, মার্জারী, কুরঙ্গী, চণ্ডালী, হংসী, পিকী, চকোরী, অন্ধকী, ব্যাঘ্রী, উষ্ট্রী, মাতঙ্গী, শ্বেতাঙ্গী, হরিণী, সুন্দরী, সদৃশী, দার্শনিকী, সাহসিকী, কাল্পনিকী, পৌরাণিকী, নারায়ণী, বৈষ্ণবী, পথিকী। "আমাদের দেশে প্রবাসিনী আধুনিকী বিদ্যা তেমন নয়।" —রবীন্দ্রনাথ।

ঈ-প্রত্যয়যোগে কতকগুলি পুংলিঙ্গ শব্দের শেষের য লোপ পায় : সূর্য—সূরী (মানবী-পত্নী কুন্তী), গার্গ্য—গার্গী, মৎস্য—মৎসী, মনুষ্য—মনুষী, মাধ্বর্য—মাধ্বরী। কিন্তু শেষে য থাকিলে তাহা লোপ পায় না : ত্রয়—ত্রয়ী, চতুষ্টয়—চতুষ্টয়ী, করুণাময়—করুণাময়ী।

(ঘ) **ঋ-কারান্ত, অৎ, বৎ, মৎ, ঈয়স্, ইন্, বিন্, শালিন্, অন্, বস্ ভাগান্ত শব্দে ঈ-প্রত্যয়যোগে স্ত্রীলিঙ্গ হয় :** কর্তা (কর্তৃ)—কর্ত্রী, নেতা (নেতৃ)—নেত্রী, শিক্ষয়িতা (শিক্ষয়িতৃ)—শিক্ষয়িত্রী, ধাতা (ধাতৃ)—ধাত্রী, দাতা (দাতৃ)—দাত্রী, ভর্তা—ভর্ত্রী, রচয়িতা (রচয়িতৃ)—রচয়িত্রী, প্রণেতা (প্রণেতৃ)—প্রণেত্রী, গ্রহীতা (গ্রহীতৃ)—গ্রহীত্রী, উদ্‌গাতা (উদ্‌গাতৃ)—উদ্‌গাত্রী, বিঘ্নহন্তা (বিঘ্নহন্তৃ)—বিঘ্নহন্ত্রী, শাস্তা—শাস্ত্রী (শাস্তিদাত্রী), পালয়িতা (পালয়িতৃ)—পালয়িত্রী, শাসয়িতা (শাসয়িতৃ)—শাসয়িত্রী, সবিতা (সবিতৃ)—সবিত্রী, প্রসবিতা (প্রসবিতৃ)—প্রসবিত্রী, স্রষ্টা (স্রষ্টৃ)—স্রষ্ট্রী, জনয়িতা (জনয়িতৃ)—জনয়িত্রী, পাতা (পাতৃ)—পাত্রী (পালনকারিণী অর্থে), শ্রোতা—শ্রোত্রী ; সেইরূপ বরয়িত্রী, সংগ্রহীত্রী, ক্রেত্রী, বিক্রেত্রী ; সৎ—সতী, জাগ্রৎ—জাগ্রতী, বৃহৎ—বৃহতী, মহান্ (মহৎ)—মহতী, ভবিষ্যৎ—ভবিষ্যতী, গুণবান্ (গুণবৎ)—গুণবতী, বিদ্যাবান্ (বিদ্যাবৎ)—বিদ্যাবতী, ধনবান্ (ধনবৎ)—ধনবতী, রূপবান্ (রূপবৎ)—রূপবতী, ভগবান্ (ভগবৎ)—ভগবতী, ভাগ্যবান্ (ভাগ্যবৎ)—ভাগ্যবতী, লক্ষ্মীবান্ (লক্ষ্মীবৎ)—লক্ষ্মীবতী, সরস্বান্ (সরস্বৎ)—সরস্বতী, তেজস্বান্—তেজস্বতী, কলাবান্ (কলাবৎ)—কলাবতী (নৃত্যগীতাদিনিপুণা) ; শ্রীমান্ (শ্রীমৎ)—শ্রীমতী, বুদ্ধিমান্ (বুদ্ধিমৎ)—বুদ্ধিমতী, শক্তিমান্ (শক্তিমৎ)—শক্তিমতী, ধীমান্ (ধীমৎ)—ধীমতী, আয়ুষ্মান্ (আয়ুষ্মৎ)—আয়ুষ্মতী ; তদ্রূপ কীর্তিমতী, খ্যাতিমতী, ভানুমতী, সংস্কৃতিমতী, রুচিমতী, ভক্তিমতী ; ভূয়ান্ (ভূয়স্)—ভূয়সী, শ্রেয়ান্ (শ্রেয়স্)—শ্রেয়সী, প্রেয়ান্ (প্রেয়স্)—প্রেয়সী, গরীয়ান্ (গরীয়স্)—গরীয়সী, বলীয়ান্ (বলীয়স্)—বলীয়সী ; সেইরূপ মহীয়সী, বর্ষীয়সী, পাপীয়সী, লঘীয়সী ইত্যাদি ; গুণী (গুণিন্)—গুণিনী, সৌধ-কিরীটী (সৌধ-কিরীটিন্)—সৌধ-কিরীটিনী, স্বামী (স্বামিন্)—স্বামিনী, রোগী (রোগিন্)—রোগিণী, অভিমানী (অভিমানিন্)—অভিমানিনী [কিন্তু নিরভিমান—নিরভিমানা], অপরাধী (অপরাধিন্)—অপরাধিনী [কিন্তু নিরপরাধ—নিরপরাধা], গৃহী (গৃহিন্)—গৃহিণী, ভোগী—ভোগিনী,

BANGODARSHAN.COM

পক্ষী (পক্ষিন্)—পক্ষিণী, হস্তী (হস্তিন্)—হস্তিনী, বিদেশী (বিদেশিন্)—বিদেশিনী, বিলাসী (বিলাসিন্)—বিলাসিনী, সন্ন্যাসী (সন্ন্যাসিন্)—সন্ন্যাসিনী, তুরঙ্গী (তুরঙ্গিন্—অশ্বারোহী অর্থে)—তুরঙ্গিণী, উৎসাহী—উৎসাহিনী, বিনোদী (বিনোদিন্)—বিনোদিনী, শরীরী (শরীরিন্)—শরীরিণী, মালী (মালিন্—মাল্যধারী)—মালিনী (মাল্যধারিণী), ধনী—ধনিনী, মনীষী—মনীষিণী, অভিলাষী—অভিলাষিণী ; তপস্বী—তপস্বিনী, মায়াবী—মায়াবিনী, স্রোতস্বী (স্রোতস্বিন্)—স্রোতস্বিনী, ওজস্বী (ওজস্বিন্)—ওজস্বিনী, যশস্বী (যশস্বিন্)—যশস্বিনী ; সেইরূপ তেজস্বিনী, মনস্বিনী, মেধাবিনী ; পরাক্রমশালী (পরাক্রমশালিন্)—পরাক্রমশালিনী ; সেইরূপ ধনশালিনী, জ্ঞানশালিনী, শক্তিশালিনী, চরিত্রশালিনী, সমৃদ্ধিশালিনী, বিত্তশালিনী ; রাজা (রাজন্)—রাজ্ঞী, খ্যাতনামা (খ্যাতনামন্)—খ্যাতনাম্নী ; বিদ্বান্ (বিদ্বস্)—বিদুষী [বস্ স্থানে উষী]।

পিতৃ, ভ্রাতৃ ও জামাতৃ শব্দের উত্তর স্ত্রী-প্রত্যয় যুক্ত হয় না ; অন্য শব্দ-প্রয়োগে ইহাদের স্ত্রীলিঙ্গ পাওয়া যায়। পিতা (পিতৃ)—মাতা ; ভ্রাতা (ভ্রাতৃ)—ভগিনী, ভ্রাতৃজায়া, ভ্রাতৃবধূ ; জামাতা (জামাতৃ)—কন্যা।

গুণবাচক উ-কারান্ত শব্দের রূপ স্ত্রীলিঙ্গে একই থাকে, তবে ঈ-প্রত্যয়যোগে একটি অতিরিক্ত রূপও পাওয়া যায়। গুরু—গুরু, গুরী ; সাধু—সাধু, সাধ্বী, তনু—তনু, তন্বী, মৃদু—মৃদু, মৃদ্বী ; লঘু—লঘু, লঘ্বী ; বহু—বহু, বহ্বী।

সম্রাট্ (সম্রাজ্) শব্দটি দুইটি লিঙ্গে একই রূপে থাকে। তবে সম্রাটের পত্নী অর্থে সম্রাজী শব্দটিও চলে ; আবার "সাম্রাজ্যের অধিকারিণী" বা "সম্রাট্-পত্নী"—এই দুই অর্থেই "সম্রাজ্ঞী" বহু-প্রচলিত। অবশ্য সম্রাজন্ (বিরাজমান অর্থে) শব্দটির স্ত্রীলিঙ্গে সম্রাজ্ঞীও হয়।

(ঙ) **বহুব্রীহি সমাস-নিষ্পন্ন অ-কারান্ত পদের শেষাংশ অঙ্গবাচক হইলে আ, ঈ—দুইটি প্রত্যয়ই হয়** (অর্থ একই) : কৃষ্ণাঙ্গ—কৃষ্ণাঙ্গা, কৃষ্ণাঙ্গী ; কোকিলকণ্ঠ—কোকিলকণ্ঠা, কোকিলকণ্ঠী ; চন্দ্রমুখ—চন্দ্রমুখা, চন্দ্রমুখী ; মৃগনয়ন—মৃগনয়না, মৃগনয়নী ; সুকেশ—সুকেশা, সুকেশী ; কৃশোদর—কৃশোদরা, কৃশোদরী ; কুন্দদন্ত—কুন্দদন্তা, কুন্দদন্তী ; চারুকর্ণ—চারুকর্ণা, চারুকর্ণী ; বিম্বোষ্ঠ—বিম্বোষ্ঠা, বিম্বোষ্ঠী ; সুনয়ন—সুনয়না, সুনয়নী। [নাম বুঝাইলে শুধু আ : শূর্পণখ—শূর্পণখা।]

(চ) **পত্নী অর্থে আনী-প্রত্যয়যোগে স্ত্রীলিঙ্গ :** ইন্দ্র—ইন্দ্রাণী (নানাবিধ লক্ষ্য কর), বরুণ—বরুণানী, ভব—ভবানী, রুদ্র—রুদ্রাণী, শিব—শিবানী (শিবাও হয়), শর্ব—শর্বাণী, ব্রহ্মা—ব্রহ্মাণী, মহেন্দ্র—মহেন্দ্রানী, আচার্য—আচার্যানী, মাতুল—মাতুলানী (মাতুলা, মাতুলী—দুইটিও হয়), শূদ্র—শূদ্রাণী (শূদ্রীও হয়), উপাধ্যায়—উপাধ্যায়ানী (উপাধ্যায়ীও হয়)।

পত্নী অর্থ ছাড়াও আনী প্রত্যয় : অরণ্য—অরণ্যানী (বৃহৎ অরণ্য), যবন—যবনানী (যবনের লিপি), হিম—হিমানী (তুষারসমূহ), যব—যবানী (দুষ্ট যব)।

(ছ) **একাধিক অর্থে একাধিক স্ত্রী-প্রত্যয়যোগে গঠিত শব্দগুলি লক্ষ্য কর :** আচার্য—আচার্যানী (আচার্যের পত্নী), আচার্যা (অধ্যাপিকা) ; উপাধ্যায়—উপাধ্যায়ানী বা উপাধ্যায়ী (উপাধ্যায়ের পত্নী), উপাধ্যায়া বা উপাধ্যায়ী (স্ত্রী উপাধ্যায়) ; ক্ষত্রিয়—ক্ষত্রিয়ী (ক্ষত্রিয়ের পত্নী), ক্ষত্রিয়া বা ক্ষত্রিয়াণী (ক্ষত্রিয়জাতীয়া

নারী); শূদ্র—শূদ্রী বা শূদ্রাণী (পত্নী), শূদ্রা (শূদ্রজাতীয়া নারী), বৈশ্য—বৈশ্যানী (পত্নী), বৈশ্যা (বৈশ্যজাতীয়া নারী), চণ্ড—চণ্ডী (দুর্গা), চণ্ডা (কোপনস্বভাবা নারী); যবন—যবনী (যবনপত্নী), যবনানী (যবনের লিপি); সূর্য—সূরী (মানবী স্ত্রী কুন্তী), সূর্যা (দেবী স্ত্রী ছায়া); প্রাজ্ঞ—প্রাজ্ঞী (প্রজ্ঞাবানের স্ত্রী), প্রাজ্ঞা (প্রজ্ঞাবতী নারী)।

(জ) স্ত্রীবাচক অন্য শব্দ-প্রয়োগে স্ত্রীলিঙ্গ : জনক—জননী, পিতা—মাতা, স্বামী—স্ত্রী, পতি—পত্নী (পতি + ঈ : ন আগম), বর—বধূ, পুরুষ—স্ত্রী, প্রকৃতি, মহিলা ; পুত্র—পুত্রবধূ (পত্নী-অর্থে), কন্যা (পত্নী অর্থে নহে) ; শুক—শারী, বৃষ, ষণ্ড—গাভী।

নিপাতন-সিদ্ধ স্ত্রীলিঙ্গ : শ্বশুর—শ্বশ্রূ, নর—নারী, সখা—সখী, যুবা বা যুবক—যুনী, যুবতী, যুবতি।

॥ সমাসবদ্ধ পদের লিঙ্গ-সম্বন্ধে একটি বিশেষ কথা ॥

সংস্কৃত স্ত্রীবাচক শব্দের সঙ্গে লোক বৃন্দ গণ-প্রভৃতি পুংলিঙ্গবাচক শব্দের সমাস হইলে সমস্ত-পদটি পুংলিঙ্গ হইয়া যায়। সমস্ত-পদটির কোনো বিশেষণ থাকিলে সেটিকেও পুংলিঙ্গ হইতে হইবে। ইহাই সংস্কৃত ব্যাকরণসম্মত রীতি। কল্যাণময়ী মাতা, কিন্তু কল্যাণময় মাতৃগণ ; কীর্তিমতী স্ত্রী, কিন্তু কীর্তিমান্ স্ত্রীলোক ; রমণীয়া রমণী, কিন্তু রমণীয় রমণীবৃন্দ ; সম্পৎশালিনী মহিলা, কিন্তু সম্পৎশালী মহিলাগণ।

আস্পদ শব্দটির সম্বন্ধে শিক্ষার্থীদের বিশেষ সাবধান থাকা দরকার। শব্দটি ক্লীবলিঙ্গ বলিয়া **স্নেহাস্পদেষু, শ্রদ্ধাস্পদেষু, পূজাস্পদেষু** প্রভৃতি রূপই শুদ্ধ। স্ত্রীলিঙ্গের বিশেষণ হইলেও কদাপি স্নেহাস্পদাসু, শ্রদ্ধাস্পদাসু ইত্যাদি হইবে না।

বাংলা শব্দের লিঙ্গ-পরিবর্তন

খাঁটী বাংলা শব্দের লিঙ্গ-পরিবর্তনের পূর্বে আমরা একটু ভূমিকা সারিয়া রাখিতে চাই। লিঙ্গ-বিচারে বাংলা ভাষা সংস্কৃতের মতো পুরাপুরি অভিধানঘেঁষা না হইলেও বিশেষ ক্ষেত্রে সে সঙ্গতভাবেই সংস্কৃত ব্যাকরণের অনুশাসন মানিয়া আসিতেছে। সূর্য, হিমালয়, সমুদ্র প্রভৃতি শব্দ অপ্রাণিবাচক ক্লীব হইলেও গুরুত্ব গাম্ভীর্য আর মহত্ত্বের দিক্ দিয়া এগুলি পৌরুষের প্রকৃষ্ট প্রকাশ। সেইজন্য সংস্কৃত ব্যাকরণের অনুসরণে বাংলাও ইহাদের পুংলিঙ্গ বলিয়া মানিয়া লইয়াছে। অন্যদিকে ভাষা, সভা, বুদ্ধি, ক্ষমা প্রভৃতি শব্দ অপ্রাণিবাচক হওয়া সত্ত্বেও নারীসুলভ একটি কমনীয় ভাবের আধার বলিয়া সংস্কৃতে স্ত্রীলিঙ্গের মর্যাদা পাইয়া আসিতেছে ; **ওজস্বিনী** ভাষা, মহতী সভা, **প্রলয়ঙ্করী** বুদ্ধি, **নিরুপমা** ক্ষমা প্রভৃতি স্ত্রীবাচক বিশেষণ-দ্বারা বাংলা ভাষাও শব্দগুলির কমনীয়তা অক্ষুণ্ণ রাখিবার পক্ষপাতী।

আবার, দেশকে মাতৃরূপে কল্পনা করিলে একদিকে যেমন একটি কোমল ভাবের প্রকাশ হয়, অন্যদিকে তেমনি মনের মধ্যে গৌরববোধও জাগ্রৎ হয়। কবি-সাহিত্যিকগণ সেইজন্যই জন্মভূমিকে মাতৃরূপে কল্পনা করিয়া আসিয়াছেন।—

(ক) "অয়ি নির্মলসূর্যকরোজ্জ্বল ধরণী জনকজননী-জননী।"
(খ) "দুখিনী জনমভূমি—মা আমার, মা আমার।"
(গ) "বঙ্গ আমার! জননি আমার! ধাত্রি আমার! আমার দেশ!"

BANGODARSHAN.COM

(ঘ) "ভারত আমার! ভারত আমার! যেখানে মানব মেলিল নেত্র!
মহিমার তুমি জন্মভূমি মা! এশিয়ার তুমি তীর্থক্ষেত্র।"

সুতরাং জড় পদার্থে ব্যক্তিত্ব আরোপ করিলে প্রয়োগ অনুসারে উহা পুংলিঙ্গ বা স্ত্রীলিঙ্গ বলিয়া বিবেচিত হয়।

এইবার **খাঁটী বাংলা শব্দের লিঙ্গান্তরসাধন-সম্বন্ধে** আলোচনা করিব।

বাংলা পুংলিঙ্গকে স্ত্রীলিঙ্গে রূপান্তরিত করিবার চারিটি পথ আছে।—(১) প্রত্যয়যোগে, (২) ভিন্ন শব্দদ্বারা, (৩) উভয়লিঙ্গ শব্দের পূর্বে বা পরে স্ত্রীবাচক শব্দ বসাইয়া, (৪) যৌগিক শব্দের পুরুষবাচক অংশটিকে স্ত্রীবাচক শব্দে পরিবর্তিত করিয়া।—

(১) **প্রত্যয়যোগে :** বাংলায় খাঁটী স্ত্রী-প্রত্যয় মাত্র দুইটি—ঈ ও আনী [নী, ইনী, উনী, উন ন প্রভৃতি পৃথক্ প্রত্যয় নয়, আনী প্রত্যয় যুক্ত হওয়ায় কোথাও বর্ণ লোপ পায়, কোথাও-বা স্বরসঙ্গতির ফলে রূপান্তর সাধিত হয়]।

(ক) **পুংলিঙ্গ শব্দের শেষস্বরের স্থানে ঈ-প্রত্যয়যোগে [পত্নী অর্থে] :** কাক—কাকী, চাচা—চাচী, খুড়া—খুড়ী, জেঠা—জেঠী, মামা—মামী, পিসা (পিসে)—পিসী, মেসো—মাসী, দাদু দাদী (পিতামহী বা মাতামহী অর্থে)। সাধারণতঃ কাকী খুড়ী ইত্যাদি না বলিয়া 'মা'-যোগে শব্দগুলিকে সম্ভ্রমপূর্ণ করিয়া কাকীমা মাসীমা জেঠীমা (জেঠাইমা) ইত্যাদি বলাই শিষ্টরীতি।

[অপত্নী অর্থে] : দাদা—দিদি, ভাগিনা বা ভাগনে—ভাগিনী বা ভাগনী, বুড়ো—বুড়ী, খোঁড়া—খুঁড়ী, খোকা—খুকী (আদরে খুকু) বোষ্টম—বোষ্টমী, খ্রীষ্টান—খ্রীষ্টানী, মুসলমান—মুসলমানী, বাড়িওয়ালা—বাড়িওয়ালী, বামুন—বামুনী (তুচ্ছার্থে), শাহ্‌জাদা—শাহ্‌জাদী, বাঁদর—বাঁদরী, অভাগা—অভাগী, ধেড়ে—ধাড়ী, আদুরে—আদুরী ছিঁচকাঁদুনে—ছিঁচকাঁদুনী, হাড়জ্বালানে—হাড়জ্বালানী, মন-মাতানে—মনমাতানী, ঘরভাঙানে—ঘরভাঙানী, খাঁদানেকো—খাঁদানাকী, পাগল, পাগলা—পাগলী, নিন্দুক—নিন্দুকী, হিংসুটে—হিংসুটী, ভেড়া—ভেড়ী, চকা—চকী ইত্যাদি। [খুকী, খুঁড়ী প্রভৃতি শব্দে স্বরসঙ্গতিটি লক্ষ্য কর।]

ক্ষুদ্র সূক্ষ্ম অর্থেও ই-প্রত্যয় হয় : কোষা—কুষি রশা—রশি, পোঁটলা—পুঁটলি, ছোরা—ছুরি ইত্যাদি। [এখানেও স্বরসঙ্গতিটি লক্ষণীয়।]

(খ) **পত্নী ও অপত্নী দুই অর্থেই পুংলিঙ্গ শব্দের উত্তর আনী-প্রত্যয়যোগে** (বৃত্তিবাচক জাতিবাচক শব্দে স্থলবিশেষে প্রত্যয়টি রূপান্তরিত হইয়া নী ইনী উনী উন ন ইত্যাদি হয়) : নাপিত—নাপিতানী, নাপিতনী ; গয়লা—গয়লানী, গোয়ালা—গোয়ালিনী, কামার—কামারনী, চামার—চামারনী, তেলী—তেলিনী, কলু—কলুনী ভিখারী—ভিখারিনী, পূজারী—পূজারিনী চৌধুরী—চৌধুরানী, জেলে—জেলেনী, ঠাকুর—ঠাকুরানী বা ঠাকরুন, মোগল—মোগলানী, পুরুত—পুরুতনী, ঘাসুড়িয়া—ঘাসুড়িয়ানী, জমাদার—জমাদারনী, চাকর—চাকরানী, ডাক (জ্ঞানী অর্থে—তিব্বতী শব্দ)—ডাকিনী, মজুর—মজুরনী, বাঘ—বাঘিনী, দুলে—দুলেনী, ডোম—ডোমনী, চাঁড়াল—চাঁড়ালনী, খোট্টা—খোট্টানী, রাজপুত—রাজপুতানী, সাঁওতাল—সাঁওতালনী, দুর্ভাগা—দুর্ভাগিনী, কাঙাল—কাঙালিনী, চোর—চোরনী, বেহাই—বেহান, বেয়াই—বেয়ান, মালী—মালিনী।

(২) **ঃ সম্পূর্ণ অন্য শব্দদ্বারা ঃ** বাবা, বাপ—মা ; ঠাকুরদা—ঠানদি ; **দাদামশায়**—দিদিমা ; কর্তা—গিন্নী ; পো—বউ (পত্নী অর্থে), মেয়ে ; ভাই—ভাজ (পত্নী অর্থে—বোনের সম্পর্কে), ভাদুরবউ বা বউ-মা (পত্নী অর্থে—দাদার সম্পর্কে), বোন ; ভাশুর, দেওর—জা (পত্নী অর্থে) , ননদ ; শ্যালক—শালাজ (পত্নী অর্থে), শ্যালী ; রাজা—রানী ; বর—কনে, বউ ; চাকর—ঝি ; ভূত—পেতনী ; তালুই, তাউই—মাউই-মা ; মর্দা, মদ্দা—মাদী ; হুলো—মেনী ; ষাঁড় বা বলদ—গাভী, গাই ; এঁড়ে—বকনা ; খানসামা—আয়া ; সাহেব—মেম, মেমসাহেবা, বিবি ; বাদশাহ, নবাব—বেগম, বেগমসাহেবা ; বান্দা গোলাম, নফর—বান্দী, বাঁদী।

(৩) **উভয়লিঙ্গ শব্দের পূর্বে বা পরে স্ত্রীবাচক শব্দ বসাইয়া ঃ** কবি—কবিপত্নী বা কবিজায়া (পত্নী অর্থে), মহিলাকবি বা স্ত্রীকবি (অপত্নী অর্থে) ; কেরানী—মেয়েকেরানী ; শিল্পী—নারীশিল্পী ; সভ্য—মহিলাসভ্য ; গোয়েন্দা—মেয়েগোয়েন্দা, পুলিস—নারীপুলিস ; সৈন্য—নারীসৈন্য ; প্রতিনিধি—মহিলাপ্রতিনিধি ; মুচি—মুচিনবউ ; বেনে—বেনেবউ ; তদ্রূপ গয়লাবউ, জেলেবউ, ময়রাবউ ; বামুন—বামুন-মা, বামুনবউ ; গোসাঁই—মা গোসাঁই ; চিকিৎসক—মহিলা-চিকিৎসক (অপত্নী অর্থে), চিকিৎসক-পত্নী ; ডাক্তার—ডাক্তার-গিন্নী ; মুনসেফ—মুনসেফ-গিন্নী ; বসু—বসুজায়া (পত্নী অর্থে), বসুজা (সন্তান অর্থে) ঃ গোরু—গাই-গোরু ; সেইরূপ মাদী-হাতী, গাই-মোষ, মেয়ে-কনডাকটার, মেয়ে-পকেটমার, মেয়ে-খেলোয়াড়, মেয়ে-দোকানী।

(৪) **যৌগিক শব্দের পুরুষবাচক অংশটির পরিবর্তে স্ত্রীবাচক শব্দ বসাইয়া ঃ** বেটা-ছেলে—মেয়ে-ছেলে ; পুরুষ-মানুষ - মেয়ে-মানুষ ; পুরুষ-যাত্রী—মহিলা-যাত্রী ; মদ্দা-ঘোড়া—মাদী ঘোড়া ; গোসাঁই-ঠাকুর—মা-গোসাঁই ; ঠাকুরপো—ঠাকুরঝি ; ভদ্রলোক—ভদ্রমহিলা ; হুলো বিড়াল—মেনী বিড়াল ; এঁড়ে গোরু—গাই-গোরু ; এঁড়ে বাছুর—নই (বকনা বা কমলা) বাছুর।

কয়েকটি তৎসম শব্দের **সংস্কৃত স্ত্রীলিঙ্গ ও বাংলা স্ত্রীলিঙ্গ সম্পূর্ণ পৃথক্ ঃ**

সং পুং	সং স্ত্রী	বাংলা স্ত্রী	সং পুং	সং স্ত্রী	বাংলা স্ত্রী
ধবল	ধবলা	ধবলী	নট	নটী	নটিনী
শ্যামল	শ্যামলা	শ্যামলী	জনক	জনিকা	জননী
রাজা	রাজ্ঞী	রানী	পুত্র	পুত্রী	পুত্রবধূ
কর্তা	কর্ত্রী	গিন্নী	শ্বশুর	শ্বশ্রূ	শাশুড়ী
স্বামী	স্বামিনী	স্ত্রী	সিংহ	সিংহী	সিংহিনী
কুরঙ্গ	কুরঙ্গী	কুরঙ্গিনী	নন্দন	নন্দনা	নন্দিনী
রজক	রজকী	রজকিনী	অনাথ	অনাথা	অনাথিনী

॥ **স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ হইতে পুংলিঙ্গ** ॥

কতকগুলি শব্দের **স্ত্রীলিঙ্গ আগে, বিবাহের পরে আসে পুংলিঙ্গ।** যেমন—মেয়ে, ঝি—জামাই ; বোন—বোনাই ; ভগ্নী—ভগ্নীপতি ; ঠাকুরঝি—ঠাকুরজামাই ; ননদ—নন্দাই ; দিদিমণি—দাদাবাবু ; নাতনী—নাতজামাই ; ভাগনী—ভাগিনজামাই ; মাসীমা—মেসোমশায় ; পিসিমা—পিসেমশায় ; শ্যালী—শ্যালীপতিভাই ; সই—সয়া।

নিত্য স্ত্রীলিঙ্গ—বাঁজা, ধনি (সুন্দরী), সতিন, রূপসী, সজনী, ধাই, এয়ো, শাঁখচুন্নী—পুংলিঙ্গ না থাকায় শব্দগুলি **নিত্য স্ত্রীলিঙ্গ।**

নিত্য পুংলিঙ্গ—কবিরাজ, কুস্তিগির, বাজনদার, বাজিয়ে, ঢাকী, ঢুলী—স্ত্রীলিঙ্গ না থাকায় শব্দগুলি **নিত্য পুংলিঙ্গ।**

উভয়লিঙ্গ—উতলা, সাকী, সোমত্ত, মাতোয়ারা। "বাতাস হয়েছে **উতলা** আকুল।" "আজি উতরোল উত্তর বায়ে **উতলা** হয়েছে তটিনী।"

লিঙ্গ-সম্বন্ধে কয়েকটি বিশেষ কথা

বাংলা ভাষার প্রবণতা মাধুর্যবৃদ্ধির দিকে বলিয়া একই পুংলিঙ্গ শব্দের একাধিক **স্ত্রীলিঙ্গ** রূপ যেমন এই ভাষায় পাওয়া যায়, তেমনি একই স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের একাধিক **পুংলিঙ্গ** রূপও আমরা দেখিতে পাই। আবার, কয়েকটি তৎসম পুংলিঙ্গ শব্দের লিঙ্গ-পরিবর্তনে কেবল আ বা ঈ-প্রত্যয় যোগ করিয়া আমরা তৃপ্তি পাই না, তাই মাঝে মাঝে ইনী প্রত্যয়ও যোগ করি। চাতকিনী, গোপিনী, সিংহিনী, কুরঙ্গিনী, রজকিনী, অনাথিনী, নটিনী, চণ্ডালিনী, শ্যামাঙ্গিনী প্রভৃতি শব্দ সংস্কৃত ব্যাকরণমতে না হউক বাংলা ব্যাকরণমতে শিষ্টপ্রয়োগ। একই কারণে বাংলা অভাগী, সোহাগী, আদুরী, আহ্লাদী, পাগলী, কাঙালী, ননদী (ননদ স্বয়ং স্ত্রীলিঙ্গ, তবুও আমরা তাহার সঙ্গে আর একটি স্ত্রী-প্রত্যয় যোগ করিয়া ননদী করিয়াছি) প্রভৃতি স্ত্রীলিঙ্গ হওয়া সত্ত্বেও যথাক্রমে অভাগিনী, সোহাগিনী, আদরিণী, আহ্লাদিনী, পাগলিনী, কাঙালিনী, ননদিনী হইয়াছে। কয়েকটি প্রয়োগ লক্ষ্য কর ঃ "শুন **রজকিনী** রামী।"—চণ্ডীদাস। "কোন্ অন্ধকারামাঝে **অনাথিনী** মাগিছে সহায়।"—রবীন্দ্রনাথ। "**কুরঙ্গিনী** সঙ্গে রঙ্গে নাচিতাম বনে।"—মধুকবি। "অয়ি **শ্যামাঙ্গিনী** ধনি! হউক বসন্তরানী **গৌরাঙ্গিনী**।" "হেরো ওই ধনীর দুয়ারে দাঁড়াইয়া **কাঙালিনী** মেয়ে।"—রবীন্দ্রনাথ। "সুপ্ত **নটিনীর** মতো নিস্তব্ধ তটিনী।"—ঐ। পাঠকের চোখের জলে প্রভাতবাবুর "**আদরিণী**" চিরসঞ্জীবিত। **মাতঙ্গিনী** হাজরা বাংলার ইতিহাসে একটি অবিস্মরণীয় নাম।

অথচ সংস্কৃত ব্যাকরণসিদ্ধ রূপগুলিও বাংলা সাহিত্যে পাশাপাশি চলিতেছে। "নগরীর **নটী** চলে অভিসারে যৌবনমদে মত্তা।"—রবীন্দ্রনাথ। "নূপুর হার হারানো ছলে **গোপীরা** সাঁঝে যমুনাজলে করে না দেরি।"—কবিশেখর কালিদাস রায়। "নিজগুণে দয়া কর হে **মাতঙ্গী**!"—আন্টুনী ফিরিঙ্গী।

বাংলায় লিঙ্গনির্ণয় করিতে হইলে রূপ অপেক্ষা শব্দটির অর্থের উপর নির্ভর করাই অধিকতর নিরাপদ্। কারণ (ক) অনেক সময় পুংলিঙ্গের প্রয়োগে উভয়লিঙ্গের প্রকাশ হয়। (১) মানুষের মাঝেই দেব আছে, দানবও আছে। (২) শিক্ষকদের নির্দেশ ছাত্রদের দ্বিধাহীনভাবে মানা উচিত। এখানে আমতাক্ষর পদগুলিতে স্ত্রীপুরুষ-নির্বিশেষে যথাক্রমে মানুষ-মানুষী, দেব-দেবী, দানব-দানবী, শিক্ষক-শিক্ষিকা, ছাত্র-ছাত্রী বুঝাইতেছে। (খ) কখনও বা উভয়লিঙ্গের প্রয়োগে পুংলিঙ্গের প্রকাশ হয়। (১) আমাদের দেশে গোরুতে লাঙ্গল টানে, মোষে টানে গাড়ি। আমতাক্ষর পদ দুইটিতে নিঃসন্দেহে যথাক্রমে ষাঁড় বা বলদ এবং মর্দামোষ বুঝাইতেছে, অথচ (২) কালো গোরুর দুধ বেশ মিষ্টি। এখানে (গ) উভয়লিঙ্গের প্রয়োগে স্ত্রীলিঙ্গের প্রকাশ হইতেছে। কয়েকটি ক্ষেত্রে (ঘ) পুংলিঙ্গের প্রয়োগে স্ত্রীলিঙ্গের প্রকাশ হয়। (১) টাকা দিলে টুকুরাম আপনাকে বাঘের দুধও এনে দিতে পারে। (২) গাধার দুধ বসন্তরোগে পরম উপকারী। (৩) হাঁসের ডিম খুব পুষ্টিকর খাদ্য। এখানে

BANGODARSHAN.COM

আয়তাক্ষর পদগুলির লিঙ্গনির্ণয়ে পরবর্তী পদ বধূ ও ডিম-এর সাহায্য প্রয়োজন। আবার (ঙ) **স্ত্রীলিঙ্গের দ্বারা উভয়লিঙ্গের প্রকাশও হয়।**—অখিলবাবু মাতৃশ্রাদ্ধে দশহাজার **কাঙালী** বিদায় করিয়াছেন।—এখানে স্ত্রীলিঙ্গ 'কাঙালী'র দ্বারা স্ত্রী-পুরুষ-নির্বিশেষে উভয়লিঙ্গকেই বুঝাইতেছে। (চ) **নিত্য স্ত্রীলিঙ্গের দ্বারা উভয়লিঙ্গের প্রকাশ:** **দেবতার** আশীর্বাদ কে না চায়?

ননদ যেমন ননদী ও ননদিনী হয়, নিত্য স্ত্রীলিঙ্গ 'সতিন' শব্দটিও তেমনি সতা, সতিনী প্রভৃতি রূপেও প্রযুক্ত হয়। (১) "শাশুড়ী **ননদী** নাহি নাহি তোর **সতা**।" (২) ঘরে **ননদিনী** কালভুজঙ্গিনী। (৩) "একে **সতিনের** জ্বালা, না সহে অবলা।" (৪) "**সতিনী** সরলা নহে, স্বামী সে শ্মশানে রহে।"

নিভাননী শব্দটির প্রয়োগ বাংলায় বেশ দেখা যায়। কিন্তু শব্দটি ব্যাকরণ-সঙ্গত নয়। ইন্দুনিভাননা—ইন্দুনিভ (চন্দ্রের মতো) আনন যে নারীর—এই অর্থে ব্যবহার্য শব্দটির প্রথমাংশ বর্জিত হইয়া **নিভাননা** অবশেষে নিভাননী হইয়া গিয়াছে।

মোট কথা, লিঙ্গ-ব্যাপারে **বাংলা ভাষার দৃষ্টিভঙ্গি বেশ উদার বলা চলে।**

অনুশীলনী

১। (ক) লিঙ্গ কথাটির অর্থ কী? বাংলা ভাষায় কয়টি লিঙ্গ আছে? তাহাদের নাম বল এবং প্রত্যেকটির দুইটি করিয়া উদাহরণ দাও।

(খ) উভয়লিঙ্গ শব্দ কাহাকে বলে? দুইটি উদাহরণ দাও।

(গ) লিঙ্গনির্ণয়-বিষয়ে সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে বাংলা ভাষার পার্থক্যটুকু সংক্ষেপে বুঝাইয়া দাও।

২। বাংলায় সর্বনাম ও বিশেষণের লিঙ্গ-সম্বন্ধে তোমার মন্তব্য প্রকাশ কর।

৩। স্ত্রী-প্রত্যয় কাহাকে বলে? তিনটি সংস্কৃত স্ত্রী-প্রত্যয় ও দুইটি বাংলা স্ত্রী-প্রত্যয়ের উল্লেখ করিয়া প্রতিটি প্রত্যয়যোগে দুইটি করিয়া স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ গঠন কর।

৪। প্রত্যয় ছাড়া বাংলা শব্দের লিঙ্গান্তর করিবার আর কী কী উপায় আছে? প্রত্যেকটি উপায়ের তিনটি করিয়া উদাহরণ দাও।

৫। উদাহরণ দাও: 'আনী' প্রত্যয়যোগে স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ; নিত্য পুংলিঙ্গ; স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ হইতে পুংলিঙ্গের উৎপত্তি হইয়াছে এমন পাঁচটি শব্দ; সংস্কৃত নিত্য স্ত্রীলিঙ্গ দশটি; এমন ছয়টি উদাহরণ যাহাদের সংস্কৃত ও বাংলা স্ত্রীলিঙ্গ সম্পূর্ণ পৃথক্; পুংলিঙ্গের প্রয়োগে স্ত্রীলিঙ্গের প্রকাশ; স্ত্রীলিঙ্গের প্রয়োগে উভয়লিঙ্গের প্রকাশ; পুংলিঙ্গের প্রয়োগে উভয়লিঙ্গের প্রকাশ; উভয়লিঙ্গের প্রয়োগে পুংলিঙ্গের প্রকাশ; নিত্য স্ত্রীলিঙ্গের প্রয়োগে উভয়লিঙ্গের প্রকাশ।

৬। উপযুক্ত স্ত্রীবাচক শব্দের দ্বারা শূন্যস্থান পূর্ণ কর: সূর্যের দেবী স্ত্রী =……। ক্ষত্রিয়ের পত্নী =……। বৈশ্যজাতীয়া নারী =……। যবনের লিপি =……। আচার্যের বৃত্তি-গ্রহণকারিণী =……। কোপনস্বভাবা নারী =……। হিমসংহতি =……। সংগ্রহ করেন এমন নারী =……। রাজন্ + ঈ =……। উপাধ্যায়ের পত্নী =……। মাধুর্য + ঈ =……। যে নারীর রোগ নাই =……।

BANGODARSHAN.COM

প্রজ্ঞাবতী নারী =……। মনীষা আছে এমন নারী =……। রুদ্রের পত্নী =……। মনীষীর পত্নী =……। রোগিন্ + ঈ =……। মনীষীর ভাব =……। গমন করিবার রীতি =……। যে মেয়ে গান গায় =……।

৭। (ক) শব্দযুগলের অর্থপার্থক্য দেখাও: আচার্যা আচার্যানী; উপাধ্যায়া উপাধ্যায়ানী; বৈশ্যা বৈশ্যানী; যবনী যবনানী; চণ্ডা চণ্ডী; ছাত্রা ছাত্রী; শূদ্রা শূদ্রী; সূর্যা সূরী; গায়িকা গায়কী; প্রাজ্ঞা প্রাজ্ঞী।

(খ) মনুষী, মাধুরী, গার্গী, মৎসী—কোন্ লিঙ্গ? প্রত্যেকটির বিপরীত লিঙ্গের রূপ লিখ।

৮। শব্দগুলির উপর ব্যাকরণগত টীকা লিখ: ননদিনী, ভুজঙ্গিনী, কাঙালিনী, নটিনী, সম্রাজ্ঞী, গৌরাঙ্গিনী, সজনী, সুকেশী, গোপিনী, যুবতী, বিদুষী, পাত্রী, ছাত্রী, মাধুরী, নাটিকা, কমলিনী, রজকিনী, সেবিকা, পুঁটলি, মালিনী, তারকা, পুস্তিকা, অরণ্যানী, নিভাননী, সভাপতি, মাতৃহারা।

৯। নিম্নোক্ত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দগুলির উপর তোমার মন্তব্য লিপিবদ্ধ কর:

(ক) "সেদিন সজনি এমনি রজনী আঁধিয়ার।" (খ) "ধূলিরাঙা পথের বাঁকে বৈরাগিণী বীন বাজায়।" (গ) "মুরলীগান পঞ্চম তান কুলবতী-চিত-চোরণী।" (ঘ) "দুতর পন্থ-গমন ধনি সাধয়ে মন্দিরে যামিনী জাগি।" (ঙ) তোর মতো লক্ষ্মী ছেলে এ তল্লাটে মিলবে না। (চ) "ক্রোধ নিজ কান্তা হিংসাকে সঙ্গে লইয়া ধাবমান হইতেছে।" (ছ) "স্ত্রীর নাম শ্রদ্ধা আর পুরুষের নাম যত্ন।" (জ) "চরে তব শ্যাম গোঠে বেণুরবে ধবলী শ্যামলী।" (ঝ) "অভাগী বিহগী আজিকে আহত মরণশ্যেনের পক্ষে।"

১০। প্রদত্ত শব্দগুলির বিপরীত লিঙ্গে একাধিক রূপ হইলে প্রত্যেকটি রূপের উল্লেখ করিয়া তাহাদের প্রয়োগ-তাৎপর্য দেখাও: ভাই, ছাত্র, নন্দাই, ঘোষ, কাকী, কাঙাল, তুরঙ্গী, শ্যামল, মহিষী, ভাশুর-পো, শাস্ত্রী, পাত্রী, সুরী।

১১। বিপরীত লিঙ্গ উল্লেখ কর: ধনবান্, তাউই, বাঁদী, রাজন্, বরুণ, ধাত্রী, আয়ুষ্মতী, মহৎ, অনাথ, দীপ্যমান, নাপিত, সহচর, নাগ, বর্ষীয়ান্, নেতা, চাতক, সেবক, শোভমানা, গায়ক, নর্তক, শিক্ষক, ছাত্র, বিদ্বান্, বিদ্যমান, বুদ্ধিমান, অভিনেতা, বাঁদর, শুক, বেহাই, জেঠা, অধীন, মাস্টার, সভাপতি, হতভাগ্য, মুচি, গাই, ধোপা, মহীয়সী, বেয়াই, বন্ধু, মা-গোসাঁই, শিষ্য, নিরপরাধ, প্রেয়সী, মেথর, প্রাচী, বিদ্যাবান্, ভাগ্যবান্, সেব্যমান, চতুর্থ, অশ্ব, কর্তা, সম্রাট্, বাদশাহ্, গোয়ালা, ছোটো, যুবা, গুরু, সখী, শ্বশ্রূ, কামিনী, রাজ্ঞী, অভাগা, সোহাগে, জ্যেষ্ঠ, বাঘ, মহারাজ, অনুগামিনী, নিরহংকার, চাকর, ঘোড়া, সাধু, প্রণেতা, মহীয়ান্, পণ্ডিত, গোসাঁই, আচার্য, বিদুষী, নন্দন, অন্তরব্যাপিনী, রোরুদ্যমান, কর্ত্রী, ষোড়শী, ব্রহ্ম, প্রসবিতা, পাতা, গরীয়সী, নিরভিমান, মায়াবী, অরণ্য, সরস্বতী, তন্বী, দাক্ষায়ণ, অনিন্দিতা, ভুবনমোহিনী, কুঁদুলী, বধির, গৌরবময়, দেওর-পো, চতুর্দশ, গোপ, ভাগনেবউ, ঘাতক, যশস্বী, গণক, কুমার, দত্ত, পঞ্চবট, সেকরা, বেদে, ধবল, স্বামিনী, তিপসী নিন্দুক, মহিষী, ফণিনী, বলাকা, জনয়িতা, কীর্তনিয়া, মাতা, অধরা, নির্দোষ, অভিমানী, নীরোগ, শিক্ষয়িতা, ভানুমতী, খ্যাতিমান্, বর্ধমান, সরোজ, অবন্ধনা, সাপরাধ, গার্গী, তেজস্বিনী, তেজস্বান্, দুঃখহন্তা, জনিকা, বিনোদিনী, পুষ্করী,

সাহসিকী, মালাকার, গৃহীতা, কলাপী, অণীয়সী, স্বয়ংভার্য, মাতঙ্গ, লঘীয়ান্, রুচিমান্, শুভৈষিণী, সেবমানা, মধুমতী, দুর্ভাগিনী, নিয়ন্তা।

১২। (ক) মালিনী, পাত্রী, উপাধ্যায়ী, মাতা, তুরঙ্গী, মহিষী, নিষাদী, কাকী, ছাত্রী—প্রতিটি শব্দের লিঙ্গগত দুইটি করিয়া অর্থ প্রকাশ কর।

(খ) সবিতা, নীলিমা, পূর্ণশশী, পুষ্প, দীপ্তি, স্নেহাস্পদ, শিক্ষয়িতা, বেদবিদ্, দয়িতা, মহৎ—শব্দগুলির লিঙ্গ উল্লেখ কর।

১৩। (ক) তৎসম শব্দের লিঙ্গান্তর করিবার নিয়মগুলি উদাহরণসহ বুঝাইয়া দাও।

(খ) বাংলা শব্দের লিঙ্গ-পরিবর্তনের নিয়মগুলি উদাহরণসহ উল্লেখ কর।

১৪। পার্শ্বস্থ বন্ধনীমধ্য হইতে উপযুক্ত স্ত্রীবাচক শব্দটি নির্বাচন করিয়া প্রদত্ত পুংলিঙ্গবাচক শব্দটির ডানদিকে রেখাচিহ্ন দিয়া বসাও ঃ

(i) শ্রীমান্……[শ্রীমানী/ শ্রীমতি/ শ্রীমতী]
(ii) বিদ্যাবান্…… [বিদ্যাবতী/ বিদ্যাবানী/ বিদুষী]
(iii) বিদ্বান্……[বিদ্বানী/ বিদুষী/ বিদুষী]
(iv) গায়ক……[গায়কী/ গায়িকা/ গায়কা]
(v) গরীয়ান্……[গরীয়সী/ গরীয়ানা/ গরীয়ানী]
(vi) শিক্ষয়িতা……[শিক্ষয়িত্/শিক্ষয়িত্রী/ শিক্ষিকা]
(vii) কিরীটী……[কিরীটীনি/ কিরিটীনী/ কিরীটিনী]
(viii) শিক্ষক……[শিক্ষকনী/ শিক্ষিকা/ শিক্ষকী]
(ix) ম্রিয়মাণ…[ম্রিয়মানা/ ম্রিয়মাণা/ ম্রিয়মানী]
(x) মাধুর্য……[মাধুর্যী/ মাধুর্যা/ মাধুরী]

১৫। ভাশুর, শ্যালক, ছেলে, বসু, ভাই, দাদা, ভাগনে, মামা, ঠাকুর-পো—পুংলিঙ্গবাচক এই শব্দগুলির দুইটি করিয়া স্ত্রীলিঙ্গবাচক শব্দ নীচে বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে ; ওই শব্দগুলিকে পুংলিঙ্গবাচক শব্দটির ডানদিকে পত্নী-অর্থে ও অপত্নী-অর্থে যথাযথ বসাও ঃ ভাগনী, বড়ো জা, বউ, ঠাকুর-ঝি, মাসী, মেয়ে, ভাজ, ননদ, জা, ভাগনেবউ, বউদি, বোন, বসুজা, শ্যালিকা, মামী, দিদি, বসুজায়া, শালাজ।

১৬। নী বা ণী বসাইয়া নিম্নলিখিত স্ত্রীবাচক শব্দগুলি পূর্ণ কর ঃ রুদ্রা— ; কুরঙ্গ—; শিবা— ; মনীষি— ; ভিখারি— ; শর্বা— ; ভবা— ; ইন্দ্রা— ; বৈরাগি— ; অধিকারি— ; আচার্যা— ; মাতুলা— ; চাকরা— ; মাস্টার— ; শুভাকাঙ্ক্ষি—।

১৭। সংশোধন কর ঃ নীরোগী, মৎস্যা, স্বরস্বতী, বিদুষী, সুন্দরী রমণীবৃন্দ, শ্রদ্ধাস্পদাসু, সুকৃতিশালিনী মাতৃবৃন্দ, মুখরা স্ত্রীলোক, গায়কা, সেবিকা, ননদিনী, রাজ্যকামুকা, নিরভিমানী, নির্দোষী, নির্ধনী, অধিনী, পঞ্চমা কন্যা।

১৮। তরুণ রাজকুমার শাস্ত্রপাঠে অনুরাগী, শস্ত্রচালনায় পারঙ্গম, কাব্যালোচনায় ওজস্বী, গুরুজনে শ্রদ্ধাবান্, কনিষ্ঠদের প্রতি আচরণে স্নেহশীল, অপরিচিতদের প্রতিও সর্বাংশে শোভমান—বাক্যটির 'রাজকুমার' পদটিকে 'রাজকুমারী' করিলে বাক্যটির অন্যান্য অংশের কীরূপ পরিবর্তন হইবে, দেখাও।

BANGODARSHAN.COM

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বচন

৭১। বচন ঃ যাহার দ্বারা ব্যক্তি, বস্তু, গুণ ইত্যাদির সংখ্যা বুঝায় তাহাকে বচন বলে।

ইংরেজীর মতো **বাংলায় বচন দুইটি**—**একবচন** ও **বহুবচন**। সংস্কৃতের দ্বিবচন বাংলায় নাই।

৭২। একবচন ঃ একটি বস্তু বা একজনকে বুঝাইলে একবচন হয়। **মেয়েটি** কাঁদিতেছে। বইখানা খাসা লিখেছে। চোরটাকে আচ্ছা ধোলাই দিল।

৭৩। বহুবচন ঃ একটির বেশী বস্তু বা ব্যক্তিকে বুঝাইলে বহুবচন হয়। **মেয়েদের** ডাকো। **বইগুলো** তুলতে পার না? "আমার **সুরগুলি** পায় **চরণ**, আমি পাই নে তোমারে।"

বচন-সম্বন্ধে আলোচনার পূর্বে **পদাশ্রিত নির্দেশক**-সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন।

৭৪। পদাশ্রিত নির্দেশক ঃ যে কয়েকটি শব্দ বা শব্দাংশ বিশেষ্যের উত্তর বা বিশেষ্যের পূর্বে ব্যবহৃত সংখ্যাবাচক বা পরিমাণবাচক বিশেষণের উত্তর প্রযুক্ত হইয়া সেই বিশেষ্য বা বিশেষণ শব্দগুলির আকার প্রকার সংখ্যা পরিমাণ ইত্যাদি বিশেষভাবে নির্দেশ করে, তাহাদিগকে পদাশ্রিত নির্দেশক বলা হয়। টি, টা, টু, টুক, টুকু, টুকুন, টুকুনি, খান, খানা, খানি, গাছ, গাছা, গাছি, গুলি, গুলা, গুলো ইত্যাদি বাংলা নির্দেশক। এই নির্দেশকগুলি প্রত্যয়ের মতোই শব্দের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে মিশিয়া যায়। এই নির্দেশকগুলি বাংলা ভাষার বিশেষ সম্পদ্। সংস্কৃত, ইংরেজী বা হিন্দীতে অনুরূপ প্রয়োগ একেবারে অনুপস্থিত।

অপ্রাণিবাচক ও প্রাণিবাচক দুইপ্রকার শব্দেই **টি, টা** যুক্ত হয়। টি আদর ও ক্ষুদ্রার্থে, টা অনাদর ও ব্যাপকার্থে ব্যবহৃত হয়। আমাদের **ছেলেটি** খায় যেন **এতটি**, ওদের ছেলেটা খায় যেন এতটা। "তরুশাখা হতে লতাগুলি বাড়ায়ে পেলব বাহু শুধাইত পথটি আগুলি পুষ্পিত কুশলবাণী।" "**প্রতিটি** কুটির ছিল মোর পরিচিত।" "মিঠার লোভে তিত মুখে **সারাদিনটা** গেল।"

বিশেষণ শব্দে **টি টা** যুক্ত হইলে বিশেষণটি বিশেষ্য হইয়া যায়। আমরা কেবল **ভালোটি** চাই, **মন্দটা** এড়িয়ে যেতে চাই। **এতটা** না হলেও চলত। সামনের বইটার হাত দিও না, **পাশেরটা** সাবধানে তুলে নাও। বই দুটো গেল কোথায়? বাতাবি **তিনটে** কেটে ফেল। **চারটে** বেজে গেল যে।—শেষ তিনটি উদাহরণে **টা** "টো" বা "টে" হইয়াছে ; "টি" এর এরূপ ধ্বনিপরিবর্তন হয় না।

সম্বন্ধপদের পরবর্তী বিশেষ্যপদটি যখন লুপ্ত হয় তখন সম্বন্ধপদটিতেই **টি টা** প্রভৃতি নির্দেশক যুক্ত হয়। তোমাদের ছেলেরা তো সবাই রয়েছে দেখছি, **আমাদেরটা** গেল কোথা?

আজকাল সমাপিকা ক্রিয়াতেও টা যোগ হইতেছে। এতসব করে **হবেটা** কী? এখানে ফালতু বসে না থেকে **যাবটা** কোথায়?

টুক টুকু টুকুন টুকুনি—নির্দিষ্ট আকার নাই এমন ক্ষুদ্র বা অল্পপরিমাণ জিনিস

বুঝাইতে এই নির্দেশকগুলি প্রযুক্ত হয়। লক্ষ্মী সোনা, **দুধটুকু** খেয়ে নাও। "**বাঁধনটুকু** কেটে দেবার তরে।" মরণোন্মুখ রোগীর প্রতি কি আপনাদের **এতটুকুন** মায়াও জাগে না? **এইটুকুনি** ছেলে বটে বুকের পাটা কত!

খান খানা সাধারণতঃ ভারী ও চওড়া জিনিস বুঝাইতে বা অবজ্ঞার্থে, আর **খানি** ক্ষুদ্র জিনিস বুঝাইতে বা আদরার্থে ব্যবহৃত হয়। "তিনখানা দিলে **একখানা** রাখে।" "আমার এই **দেহখানি** তুলে ধরো তোমার ওই দেবালয়ের প্রদীপ করো।" "**খাঁচাখানা** দুলছে মৃদু হাওয়ায়।" **মুখখানি** ভার করে সে চলে গেল। "চলেছে **পথখানি** কোথায় নাহি জানি।" "চুমাটি খাইতে **মু'খানি** গেল যে নড়ে।"

গাছ গাছা লম্বা সরু জিনিস বুঝাইতে আর **গাছি** আদরার্থে ব্যবহৃত হয়। **আখগাছা** ছেলেমেয়েদের ভাগ করে দাও। "সপ্তদশ বসন্তের **একগাছি** মালা।" "চিনিল না মোরে, নিয়ে গেল ধরে কাঁধে তুলি **লাঠিগাছ**।"

নির্দেশকযুক্ত সংখ্যাবাচক বিশেষণ যখন বিশেষ্যের পূর্বে বসে তখন তাহাতে বিশেষ্যের সংখ্যা নির্দেশ করে বটে, কিন্তু বিশেষ্যটিকে নির্দেশ করে না। কিন্তু ওই বিশেষণটি যখন বিশেষ্যের পরে বসে, তখন সংখ্যাও বুঝায় আবার পূর্বনির্দিষ্টতাও বুঝায়। **তিনখানা** থালা আন (যেকোনো তিনখানা, কম নয়, বেশীও নয়)। থালা **তিনখানা** ধুয়ে আন (পূর্বনির্দিষ্ট তিনখানা থালা)। **দুটো** ছেলে সঙ্গে নিলেই চলবে (অনির্দিষ্ট)। **ছেলেদুটো** গেল কোথা (পূর্বনির্দিষ্ট দুইটি ছেলে)?

নির্দেশক প্রত্যয়ের মতো অনির্দেশক প্রত্যয়ও রহিয়াছে। "**এক**" হইল সেই একমাত্র অনির্দেশক প্রত্যয়। সাধারণতঃ সংখ্যাবাচক বা পরিমাণবাচক শব্দের উত্তর ইহা যুক্ত হয়। গরম গরম লুচি **খানআষ্টেক** (আষ্টেক = ঠিক আটখানা নয়, কিছু কমবেশী) আনতে বলুন। জনাদুয়েক মজুর হলেই চলবে। **পোয়াটাক** দুধের ছানা কাটাও। **ঘণ্টাখানেক** অপেক্ষা করিস। আমায় **দিনপাঁচেকের** ছুটি দিন।

এইবার বচনভেদে রূপভেদের আলোচনা: **বাংলায় বচনভেদে বিশেষ্য ও সর্বনামের** রূপভেদ হয়, বিশেষণ ও ক্রিয়াপদের সাধারণতঃ হয় না। অব্যয়ের রূপভেদের তো প্রশ্নই উঠে না। তবে বিশেষণপদ যখন বিশেষ্যপদের মতো ব্যবহৃত হয় তখন উহার রূপ হয়।

বয়োজ্যেষ্ঠকে (একবচন) সম্মান দেখাবে। **ছোটোদের** (বহুবচন) জায়গা সামনে, **বড়োদের** (বহুবচন) পিছনে। "**কচিকাচাগুলি** (বহুবচন) ডাঁটো করে তুলি।"

এত ছেলে ফেল করেছে? কত টাকা তুমি চাও? অনেক লোক একসঙ্গে দেখলে বক্তার উদ্দীপন হয়। এত দিন অপেক্ষা করা চলবে না।—এখানে আয়তাকার বিশেষণ-পদগুলি স্বভাবতঃই বহুবচন প্রকাশ করিতেছে।

আবার, ছেলেকে মানুষ করতে গিয়ে অনেকগুলো টাকা জলে দিয়েছি। সবগুলো মাছই কুটে ফেলেছ?—এখানে **বহুবচনাত্মক বিশেষণপদে পদাশ্রিত নির্দেশক 'গুলো'** যুক্ত হইয়াছে।

সমাপিকা ক্রিয়া একবচনেও যেমন বহুবচনেও তেমন। কামনার জালে নিজেকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধেছি (একবচন)। "আমরা বেঁধেছি কাশের গুচ্ছ" (বহুবচন)। কিন্তু অসমাপিকা ক্রিয়া? পৌনঃপুন্য বুঝাইতে অসমাপিকা ক্রিয়ার দ্বিত্ব হয়।—সোনা-মণি কাঁদিয়া কাঁদিয়া ঘুমাইয়া পড়িল। মরিতে মরিতে বাঁচিয়া গিয়াছি। তাকে বলে বলে যে হয়রান হয়ে গেলে!

BANGODARSHAN.COM

একবচন

বাংলায় একবচনের জন্য বিশেষ কোনো প্রত্যয় বা বিভক্তি নাই; মূল শব্দের রূপটিতেই একবচন বুঝায়। শব্দটিকে অবিকৃত রাখিয়া, শব্দটির পূর্বে এক, একটি, একটা, একখানি, একখানা ইত্যাদি বিশেষণ বসাইয়া, অথবা শব্দটির সঙ্গে একবচনের শব্দবিভক্তি বা টি, টা, খানি, খানা, গাছি, গাছা প্রভৃতি নির্দেশক বসাইয়া একবচন বুঝানো হয়। টি, খানি, গাছি আদরার্থে, আর টা, খানা, গাছা অনাদরে যুক্ত হয়।

মৌমাছি সারাদিন পরিশ্রম করে। "**এক পয়সায়** কিনেছে সে তালপাতার **এক বাঁশি**।" **হারছড়াটির** গড়ন বড়ো চমৎকার। **মেয়েটি** বেশ লজ্জাশীলা। "সারাদিন **একখানি** জলভরা কালো মেঘ রহিয়াছে ঢাকিয়া আকাশ।" "ফুলের **মালাগাছি** বিকাতে আসিয়াছি, পরখ করে সবে, করে না স্নেহ।" "বিভেদ ভুলিল, জাগায়ে তুলিল **একটি** বিরাট **হিয়া**।" "**একজাতি একপ্রাণ একতা**।" "**ধরণীরে** আনো গোহালে।" "এখনি আঁধার হবে **বেলাটুকু** পোহালে।" "বসন্তেরে পরাস আকুলকরা আপন গলার **বকুলমাল্যগাছা**।"

বহুবচন

শব্দকে বহুবচনের রূপ দিবার জন্য কয়েকটি উপায় অবলম্বন করা হয়।—

(১) প্রাণিবাচক শব্দে রা এরা দিগ প্রভৃতি বহুবচনের বিভক্তিচিহ্ন যোগ করিয়া: "ভেদি মরুপথ গিরিপর্বত **যারা** এসেছিল সবে **তারা** মোর মাঝে সবাই বিরাজে।" **ভালো কথা তোমরা** আসছ কখন? **ছেলেমেয়েদের** খাওয়া হয়েছে? "**বন্দীরা** ধরে সন্ধ্যার তান।" "**মেঘেরা** দল বেঁধে যায় কোন্ দেশে?" [অপ্রাণিবাচক 'মেঘ'-এ প্রাণসত্তা আরোপিত হইয়াছে।]

(২) বিশেষ্য বা সর্বনামের পূর্বে বহু বিস্তর অজস্র অসংখ্য কত যত এত প্রভৃতি বহুবচনাত্মক বিশেষণ, দুই তিন পাঁচ প্রভৃতি সংখ্যাবাচক বিশেষণ, সব সকল অনেক প্রভৃতি সর্বনামীয় বিশেষণ বসাইয়া: এ বৎসর **অজস্র** আম ফলেছে। "**এত** কথা আছে, **এত** গান আছে, **এত** প্রাণ আছে মোর!" এমন কত আমি সেই পরম 'আমি'-তে বিলীন হয়ে গেছে। **তিন দিনে পাঁচ-শ টাকা** খরচ! "কর্মধারা ধায় **অজস্র** সহস্রবিধ **চরিতার্থতায়**।" "আজ আসিয়াছে **অনেক** যন্ত্রী শুনাতে গান **অনেক** যন্ত্র আনি।" "এবার **সকল** অঙ্গ ছেয়ে পরাও রণসজ্জা।" **সব** বেটাকেই চিনি। "দূরে দূরে গ্রাম **দশবারোখানি**, মাঝে একখানি হাট।" "শারদ নিশির স্বচ্ছ তিমিরে **তারা অগণ্য** জ্বলে।" "**ক'বিঘা** চোতেলি করেছিস এই সন?"

(৩) প্রাণিবাচক ও অপ্রাণিবাচক শব্দে "গুলি" "গুলো" "গুলো"—এই বহুবচনাত্মক নির্দেশকযোগে: "নন্দী স্বয়ং আসিয়া কামানের **গোলাগুলি** লুফিয়া লইয়া গিয়াছে। কৈলাসে গণপতি ও কার্তিকেয় ভাটা খেলিবেন।" "নোটন নোটন **পায়রাগুলি** ঝোঁটন বেঁধেছে।" ফেলে-আসা দিনগুলি মোর সোনার হরিণ, দেয় না ধরা কভু। **বাছুরগুলোর** দিকে একটু নজর রেখো। তোমাকে কাল যে কয়েক-শ **টাকা** দিলাম, সেগুলো রেখেছ কোথা?—লক্ষ্য কর, **বহুবচনাত্মক নির্দেশকগুলি সংশ্লিষ্ট পদের পূর্বে বসে না। প্রয়োজন হইলে ইহাদের উত্তরও আবার শব্দবিভক্তি যুক্ত হয়।** বইগুলোর কী অবস্থা করেছ! (সম্বন্ধপদের র বিভক্তি যুক্ত হইয়াছে)।

(৪) প্রাণিবাচক তৎসম শব্দে গণ, কুল, জন, দল, বর্গ, বৃন্দ, মহল, মণ্ডলী প্রভৃতি যোগ করিয়া : সরকারী সিদ্ধান্তে মহিলামহল উৎফুল্ল। "কোকিলগণ আম্রমুকুলের রসাস্বাদে বিমুখ হইয়া নীরব হইয়া আছে।" "বাষ্পাকুল শিষ্যবৃন্দ।" শ্রোতৃবর্গ তখন আনন্দে করতালি দিয়া উঠিলেন। শিক্ষকমণ্ডলী প্রস্তাবে সম্মতি দিলেন। ছাত্রদলের সম্মুখে কঠোর কর্তব্য। "বৈতালিকদল সুপ্তিতে শয়ান।"

(৫) অপ্রাণিবাচক তৎসম শব্দে রাশি, সমূহ, মণ্ডল, পুঞ্জ, মালা, গুচ্ছ, শ্রেণী, রাজি (রাজী), আবলী (আবলি), চয়, জাল, নিকর, কলাপ, দাম, সমুদয়, কুল, ব্রজ, গ্রাম প্রভৃতি যোগ করিয়া : "তরুশ্রেণী চাহে পাখা মেলি····· চকিতে হইতে দিশাহারা।" লক্ষগুচ্ছ তুচ্ছ হয়ে আসে। "পুষ্পরাশি পড়িয়াছে খসি।" তারকার দীপাবলী নীরব আকাশে জ্বলে। "শরজালে আচ্ছন্ন গগন।" "কুঞ্জ দেয় ফুলপুঞ্জে পাদপদ্মে পরান অঞ্জলি।" (অতৎসম 'ফুল'-এ পুঞ্জ যুক্ত হইয়াছে)। "পড়িয়াছে বীরবাহু·····চাপি রিপুচয় বলী।" তদ্রূপ পত্রসমূহ, বিপণীকুল, গ্রন্থসমুদয়, গুপ্তগ্রাম, তরঙ্গনিকর, ক্রিয়াকলাপ, গগনমণ্ডল, তারাদল, দ্বীপপুঞ্জ, বিদ্যুদ্দাম, গিরিব্রজ, কেশদাম।

(৬) সমার্থক বা প্রায়-সমার্থক শব্দযোগে : ছেলেপিলেকে মানুষ করতে হবে তো। জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়েছ মিতা? মাঝে মাঝে চিঠিপত্র দিস বাবা, নইলে ভাবনাচিন্তার আর শেষ থাকে না।

(৭) একই পদ পাশাপাশি দুইবার বসাইয়া :

(ক) বিশেষ্যের দ্বিত্ব-প্রয়োগে—(১) "বৃক্ষে বৃক্ষে ফল ধরে না, ফুলে ফুলে গন্ধ নাই, মেঘে মেঘে বৃষ্টি নাই, বনে বনে চন্দন নাই, গজে গজে মৌক্তিক নাই।"—বঙ্কিমচন্দ্র। (২) "মাঠে মাঠে ধান ধরে নাকো আর।" "গ্রামে গ্রামে সেই বার্তা রটি গেল ক্রমে।"

(খ) বিশেষণপদের দ্বিত্ব-প্রয়োগে বিশেষ্যের বহুবচন হয়। (১) "শিলা রাশি রাশি পড়িছে খসে।" [বিশেষণের দ্বিত্ব-প্রয়োগে 'শিলা'র বহুবচন] (২) এমন কচি কচি আম! ওরে নুন-লঙ্কা আন্। [অনেক আম—সবই কচি] (৩) বাছা বাছা খেলোয়াড় এনেছে রে মাড়োয়ার। [একাধিক খেলোয়াড়—সবই বাছাইকরা] (৪) এক-একদিন মনটা বেজায় কুঁড়ে বনে যায়। (৫) "যাঁহারা বড় বড় সাধু চোরের নামে শিহরিয়া উঠেন, তাঁহারা অনেকে চোর অপেক্ষাও অধার্মিক।"—বঙ্কিমচন্দ্র।

(গ) সর্বনামের দ্বিত্ব-প্রয়োগে—(১) শনিবার যে যে অনুপস্থিত ছিলে, দাঁড়াও। (২) আমার সঙ্গে কে কে যেতে চাও? (৩) কেউ কেউ একথা বলেন। (৪) কেহ কেহ এখনো গ্রাম্য জীবনই পছন্দ করেন।

(ঘ) ক্রিয়া-বিশেষণের দ্বিত্ব-প্রয়োগে—"আসে দলে দলে তব দ্বারতলে দিশি দিশি হতে তরণী।" [তরণী নিঃসন্দেহে একাধিক]

(ঙ) অসমাপিকা ক্রিয়ার দ্বিত্ব-প্রয়োগে—(১) ছবি দেখিয়া দেখিয়া সময়টা কোথা দিয়া কাটিয়া গেল। [অনেক ছবি] (২) রত্নাকর বলল, "মানুষ মেরে মেরে বুকখানা আমার পাষাণ হয়ে গেছে।" [মানুষ—একাধিক মানুষ]

॥ একবচনের দ্বারা বহুবচনের প্রকাশ ॥

চেহারায় একবচনের লক্ষণ, কিন্তু অর্থে বহুবচন প্রকাশ পায়, এরূপ প্রয়োগ আমরা প্রায়ই করিয়া থাকি। স্বর্গের নন্দনে কি কেবল দেবতারই অধিকার, মানুষের নয়?

BANGODARSHAN.COM

বাঙালী আজ কাঙালী বনতে চলেছে। বাসরঘরে সারারাত গান চলল (একটা গান নয় নিশ্চয়ই)। চাকরি না পেয়ে ছেলে (একাধিক ছেলে) পড়াচ্ছি। "নেমেছে ধুলার তলে হীন পতিতের ভগবান্।" (পতিতের=পতিতদিগের)। "ফুলের মালাগাছি বিকাতে আসিয়াছি।" (ফুল=অনেক ফুল)। "তার পাখির ডাকে ঘুমিয়ে উঠি পাখির ডাকে জেগে।" (পাখি নিশ্চয়ই একটা নয়—একাধিক)। পিউ তোমার কী কথাই না বলতে শিখেছে, ন'দি।

॥ বহুবচনের দ্বারা একবচনের প্রকাশ ॥

সাধারণতঃ সমালোচক, পত্রিকা-সম্পাদক, সভাপতি বা প্রতিনিধি-স্থানীয় ব্যক্তি 'আমি' প্রয়োগ না করিয়া গৌরবে বা বিনয়প্রকাশের জন্য 'আমরা' বলিয়া থাকেন। (ক) "এবিষয়ে আমরা বহুবার সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছি।" (পত্রিকা-সম্পাদকের উক্তি—গৌরবে বহুবচন)। (খ) আমাদের কুঁড়েতে পায়ের ধুলো দিন না একদিন। (বিনয়প্রকাশ)।

॥ বহুবচন নিষেধ ॥

(ক) সাধারণতঃ সংজ্ঞাবাচক, বস্তুবাচক, গুণবাচক ও ক্রিয়াবাচক বিশেষ্যের বহুবচন হয় না। চিনিরা, দিল্লিগুলি, ব্রহ্মপুত্রদের, করুণাগণ, গমনসমূহ—এইপ্রকার প্রয়োগ বাংলায় চলে না। কিন্তু ক্ষেত্রবিশেষে ইহাদেরও বহুবচন হয়। (১) পাশের গ্রামের ঘোষেরা (ঘোষ উপাধিধারী ব্যক্তিগণ) বেশ সঙ্গতিপন্ন। (২) দেশের বুকে কখনই বিভীষণদের (বিভীষণের মতো দেশদ্রোহীদের) ঠাঁই হওয়া উচিত নয়। (৩) সকলেই এসেছেন, শুধু টগাইবাবুরা (টগাইবাবু ও তাঁহার বাড়ির লোকজন অথবা তাঁহার সঙ্গীরা) এখনও আসেননি। (৪) চালগুলো (বিভিন্ন প্রকারের চাউল) পর পর সাজিয়ে রাখ। (৫) ফেরার পথে গাঙ্গুরাম থেকে তিনটে দই আনবে। (৬) মনের ভাবগুলোকে (বিচিত্র ভাব) রসরূপ দেওয়াতেই শিল্পীর আনন্দ। (৭) "চিরকালের রাধারা সেই অভিসারের পথেই চলে।"—আশাপূর্ণা দেবী।

(খ) বহুবচনের আর বহুবচন হয় না—সংস্কৃত ও ইংরেজীতে বহুবচনাত্মক বিশেষণের পর বিশেষ্যটিরও বহুবচন করিতে হয়; বাংলায় কিন্তু বহুবচনাত্মক বিশেষণের পর বিশেষ্যটিকে একবচনে রাখাই শিষ্টরীতি। (i) সকল বালকগণকে ডাক—বাক্যটি ভুল। বলিতে হইবে—(১) সকল বালককে ডাক বা (২) বালকগণকে ডাক। (ii) সমস্ত চিঠিগুলো ডাকে দিয়েছ তো?—অশুদ্ধ। বলিতে হইবে—সমস্ত চিঠিই ডাকে দিয়েছ তো? (iii) "বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষসকল" না বলিয়া বলা উচিত—(১) বৃহৎ বৃক্ষসকল, অথবা (২) বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ। (iv) যত সব উজবুকের দল পৃথিবীটাকে জাহান্নামে পাঠাচ্ছে। (v) অধিবর্ষে ফেব্রুআরি মাস উনত্রিশ দিনে (দিনগুলিতে নয়) হয়। (vi) "খণ্ড খণ্ড এমনি কতই চিত্র নিয়ে বনপথ মনে মোর জাগিছে সতই।"

Apposition হিসাবে সকলে, সবাই ইত্যাদি সর্বনামপদ বহুবচনাত্মক বিশেষ্যের পরে বসিতে পারে, কদাপি পূর্বে নয়। ইচ্ছা করলে তোমরা সবাই আমার সঙ্গে আসতে পার। "যাত্রীরা সকলেই নৌকার বাহিরে আসিয়া দেখিতে লাগিলেন।" ছেলেরা সব গেল কোথা? [লক্ষ্য রাখ—সবাই তোমরা নয়, সকল যাত্রীরা নয়, সব ছেলেরা নয়। এখানে সবাই সকলে সব—সর্বনামপদ, কদাপি সমষ্টিবাচক বিশেষণ নয়।]

অনুশীলনী

১। বচন কথাটির অর্থ কী? বাংলা ভাষায় কয়টি বচন আছে? প্রত্যেকটির দুইটি করিয়া উদাহরণ দাও।

২। বাংলায় কোন্ কোন্ পদের বচন হয়? ক্রিয়াপদের বচন হয় কি না?

৩। পদাশ্রিত নির্দেশক কাহাকে বলে? উদাহরণ দিয়া বুঝাইয়া দাও। টি, টা, খানি, খানা—অর্থগত পার্থক্য উদাহরণ দিয়া বুঝাইয়া দাও।

৪। বাংলায় একবচন কী করিয়া প্রকাশ করা হয়? একবচনকে বহুবচনে রূপায়িত করার নিয়মগুলি বল। কোথায় কোথায় বহুবচন হয় না? প্রত্যেকটির উদাহরণ দাও।

৫। উদাহরণ দাও: বিশেষ্যপদের দ্বিরুক্তির দ্বারা বহুবচন-গঠন, বিশেষণের দ্বিত্বের দ্বারা বিশেষ্যের বহুবচননির্দেশ, অসমাপিকা ক্রিয়ার দ্বিত্ব-প্রয়োগে বিশেষ্যের বহুবচন, সর্বনামের দ্বিত্ব-প্রয়োগে বহুবচন, রূপে বহুবচন অর্থে একবচন, রূপে একবচন অর্থে বহুবচন, সম্বন্ধপদে নির্দেশকযোগ।

৬। আয়ত পদগুলিতে একবচন বা বহুবচনের প্রয়োগবৈশিষ্ট্য দেখাও: "গুজরিয়া আসে অলি পুঞ্জে পুঞ্জে ধেয়ে।" এমন মরণ মরতে পারে কয়জনা? ভালোগুলো খেয়ে নাও, খারাপগুলো ফেলে দাও। "সম্মুখে চরণ নাহি চলে।" "তেমন সৌন্দর্য কিছু দেখি নাই শিশুর হাসিটি যেমন মিষ্ট।" রক্তে-কেনা স্বাধীনতা দেব নাকো হতে বৃথা। মাঝে মাঝে চিঠিপত্র দিস, বাবা। মানুষের চোখের জল কখনও কখনও ফুল হয়ে ফুটে ওঠে, দেখেছ?

৭। শুদ্ধ, কী অশুদ্ধ বল, অশুদ্ধ হইলে শুদ্ধ কর: সকল বালকেরা; ছেলেগণ; ফুলসমূহ; গাছশ্রেণী; গুণরাজি; পত্রাবলী; পাকা পাকা ফলগুলি; সকল ছাত্রগণের; মা-গণ; শিক্ষকরাশি; ছাত্রগণেরা; হাসিটুকু; চিন্তারাশি; ভাবনাবৃন্দ; জলগুলো; সবটা দুধ; গঞ্জেনদের; অনুভূতিগুলো; মায়ারা; রানী-বউদিদের; আলোকমালা; পাকা চুলগুলো; পচা পচা আঙুরগুলো; প্রত্যেক বাড়ি বাড়ি গিয়ে খোঁজ করেছি; প্রতি ছত্রে ছত্রে তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত ঋজুভঙ্গির প্রকাশ; প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েরা রুটি পাচ্ছে না। তালপাতার কুঁড়েগুলি সমস্তই পুড়ে শেষ।

৮। পার্থক্য দেখাও: পাঁচটি ছেলে, ছেলে পাঁচটি; আটখানা লুচি, খানআষ্টেক লুচি; দুটো দই, গোটাদুই দই; একদিন, এক-এক দিন; ঝুড়িখানেক আম, একঝুড়ি আম।

৯। অধিবাসী, মনীষি, গুণি, সঙ্গী, কর্মি, প্রতিদ্বন্দ্বী, সহযোগি, সহচরী, ভ্রাতৃ, মনীষিণী, মনীষী—প্রদত্ত শব্দগুলির কোনোরকম পরিবর্তন না ঘটাইয়া প্রত্যেকটিতে সরাসরি (i) গণ, বৃন্দ, (ii) রা, দের, কে প্রভৃতির যতগুলি বসে, যথাযথ বসাও।

BANGODARSHAN.COM

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

পুরুষ

পুরুষ শব্দটির অর্থ হইল ক্রিয়ার আশ্রয়। ব্যাকরণে **পুরুষ** কথাটির সহিত স্ত্রী-পুরুষ-লিঙ্গবোধের কোনো সম্পর্ক নাই। ইহা একটি পারিভাষিক নামমাত্র। **পৃথিবীর সমস্ত ব্যক্তি বা বস্তু ব্যাকরণ-মতে কোনো-না-কোনো পুরুষ।**

ইংরেজী ও সংস্কৃতের মতো বাংলাতেও **পুরুষ তিনটি**—(১) **উত্তমপুরুষ**, (২) **মধ্যমপুরুষ**, ও (৩) **প্রথমপুরুষ**।

উত্তমপুরুষ (First Person)

৭৫। **উত্তমপুরুষ: বক্তা নিজ নামের পরিবর্তে যে সর্বনাম প্রয়োগ করেন তাহাই উত্তমপুরুষ।** সর্বনাম 'আমি' ও তাহার একবচন-বহুবচনের বিবিধ রূপ হইতেছে **উত্তমপুরুষ।**

প্রাচীন বাংলায় 'মুই' ছিল একবচনের, 'আমি' বহুবচনের। এখন **একবচনে 'আমি' আর বহুবচনে 'আমরা'** দাঁড়াইয়াছে। 'মুই' কথাটি প্রাচীন কাব্যে যথেষ্ট লক্ষ্য করা যায়, অবশ্য বানানে কখনও কখনও 'মুঞি' লেখা হইত।—"জগ-বাহির নহ মুঞি ছার।" বৈষ্ণব কবিতায় "আমি" স্থলে "হাম", "আমার" স্থলে "মঝু", "আমায়" স্থলে "মোয়" প্রভৃতি প্রয়োগ খুবই দেখা যায়। "মাধব হাম পরিণাম নিরাশা।" "হরি গেও মধুপুর হাম কুলবালা।" "পিয়া যব আওব এ মঝু গেহে।" "আজু মঝু গেহ গেহ করি মানলু।" "কি পুছসি অনুভব মোয়।"

আধুনিক কবিতায় শব্দগুলির সাক্ষাৎ বড়ো-একটা পাই না, তবে বঙ্গদেশের বহু অংশে অশিক্ষিত লোকের মুখে 'মুই' কথাটি শোনা যায়। অথচ **মোর মোরে মম মোরা মোদের আমারে—এই রূপগুলি বাংলা কবিতায় আজও আদরণীয় হইয়া রহিয়াছে।** "নমোনমো নমঃ সুন্দরী মম জননী বঙ্গভূমি।" "কণ্ঠে মোদের কুণ্ঠাবিহীন নিত্যকালের ডাক।" "তব শ্রীচরণতলে নিয়ে এস মোর মত্ত বাসনা ঘুচায়ে।" "হে দারিদ্র্য! তুমি মোরে করেছ মহান্।" "আমারে রাজার সাজে বসায়ে সংসার-মাঝে কে তুমি আড়ালে কর বাস!" "আমা সবাকার পুণ্য জন্মভূমি এই।" "মোরা গৌরবেরই কান্না দিয়ে ভরেছি মার শ্যাম আঁচল।" স্বামীজী বলতেন, "আমি অশরীরী বাণী, আমি জগতের নৈর্ব্যক্তিক সত্তা।" আমি, আমরা, আমার, আমায়, আমাদের ইত্যাদি রূপগুলি গদ্যপদ্য-নির্বিশেষে সর্বত্রই ব্যবহৃত হয়।

স্ত্রীপুরুষ-নির্বিশেষে যেকোনো ব্যক্তিই নিজের সম্বন্ধে উত্তমপুরুষের সর্বনাম ব্যবহার করিতে পারেন। জনার্দন যজ্ঞেশ্বরকে বলল, "আমার জ্যামিতি বইটা হারিয়ে গেছে ভাই। তোর বইখানি যদি দিনকতক আমাকে দিস।" উমাকে আসতে দেখে রুমা বলে উঠল, "কি রে, আমাদের যে একেবারেই ভুলে গেছিস, দেখছি।"

অচেতন পদার্থেও যখন প্রাণসত্তা আরোপ করা হয়, তখন উত্তমপুরুষের প্রয়োগ হইতে পারে। "কণাগুলি একে অন্যকে ডাকিয়া বলিল, 'আইস, আমরা……পৃথিবীর দেহ নূতন করিয়া নির্মাণ করি।'"

উত্তমপুরুষের স্থানে অহংকার প্রকাশ করিতে শর্মা আর বিনয় প্রকাশ করিতে দীন,

সেবক, অধীন, গরিব, অকিঞ্চন, বান্দা প্রভৃতি দীনতাসূচক শব্দ প্রয়োগ করা হয়। গোড়া কেটে মাথায় যতই জল ঢাল না কেন, এ অপমানের কথা **শর্মা** কোনোদিনই ভুলবে না। "অমর করিয়া বর দেহ দাসে, সুবরদে।" কী কারণে **অকিঞ্চনে** স্মরণ হয়েছে প্রভু? প্রয়োজন হলে এ **বান্দাকে** স্মরণ করে কৃতার্থ করবেন, জনাব। হুজুরের চরণে একবার যখন ঠাঁই পেয়েছি, গরিবকে আর বঞ্চিত করবেন না।

তৎসম শব্দের অনুকরণে মদ্‌গৃহ, অস্মদ্‌ভবন, মৎসদৃশ, মৎপ্রণীত প্রভৃতি সমাসবদ্ধ পদ, মদীয় অস্মদীয় প্রভৃতি সর্বনামীয় বিশেষণ এখনও বাংলা ভাষায় কিছু কিছু চলিতেছে। তবে মমত্ব, মমতা, অহমিকা, অহংকার, আমিত্ব প্রভৃতি শব্দ বাংলায় বহুল প্রচলিত। "আমার **আমিত্বটিকে** তাঁরা এমনই আবিষ্ট করে রেখেছেন।"

মধ্যমপুরুষ (Second Person)

৭৬। **মধ্যমপুরুষ ঃ বক্তা সম্মুখস্থ কাহাকেও কিছু বলিবার সময় সেই ব্যক্তির নামের পরিবর্তে যে সর্বনাম ব্যবহার করেন তাহাই মধ্যমপুরুষ।** সর্বনাম 'তুমি', 'আপনি' ও 'তুই'—শব্দগুলির একবচন-বহুবচনের বিবিধ রূপই **মধ্যমপুরুষ**।

'মুই'-এর মতো 'তুই'ও প্রাচীনযুগে ছিল মধ্যমপুরুষের একবচন, আর 'তুমি' ছিল বহুবচন। আচার্য সুনীতিকুমার বলিয়াছেন, "একবচনের রূপ 'তুই' তুচ্ছতাবোধক হইয়া দাঁড়াইলে, বহুবচনের 'তুমি' গৌরবে বা আদরে একবচনের রূপ ধারণ করে। তদনন্তর 'তুমি'-র নূতন বহুবচন রূপ 'তোমরা' প্রভৃতি দেখা দেয়।"

তুই ঃ তুচ্ছতাজ্ঞাপক 'তুই' সর্বনামটির কয়েকটি বিশিষ্ট প্রয়োগ লক্ষ্য কর।—

(ক) **অনাদরে বা তুচ্ছার্থে ঃ তোর** ব্যাপারখানা কী বল্ দেখি, মন দিয়ে **কাজকর্ম** করবি, না করবি না [তুই উহ্য]? **তোদের** কি কোনোদিনই কাণ্ডজ্ঞান হবে না? মায়ের মর্যাদা ধুলোয় লুটিয়ে দিয়ে বীরত্বের বড়াই **তোরাই** করতে পারিস। [নিম্নশ্রেণীর লোকেদের সম্বন্ধে 'তুই'-এর ব্যবহার ভদ্রসমাজে উঠিয়া যাওয়াই উচিত।]

(খ) **স্নেহের গভীরতা বা সমবয়সীদের মধ্যে প্রীতির ঘনিষ্ঠতা-প্রকাশে ঃ** (i) "**তুই** প্রভাতের আলোর সমবয়সী।" (ii) "কেষ্ট, আয় রে কাছে।" [**তুই** উহ্য] (iii) "ঘুমিয়ে গেছিস, নেতিয়ে গেছিস, বাছা আমার আদুরে!—ওরে আমার জাদু রে!" [**তুই** উহ্য] (iv) "কে দিল **তোর** মাথায় বালিশ?" (v) "আজকে যে যা বলে বলুক **তোরে**।" (vi) "সে তো গেছে এখান থেকে **তোকে** জাদু আমার কাছে রেখে।" (vii) **তোর** কলমটা একবার দে না, ভাই মাধু! (viii) "ওরে, **তুই** ভাব-মুখে থাক্, আর যা পেলি তা বিলিয়ে দে।" (ix) "**তুই** কি না মাগো তাঁদের জননী, **তুই** কি না মাগো তাঁদের দেশ!"

(গ) **অপরিচিত ব্যক্তিদের প্রতি দরদভরা আহ্বানে ঃ** "আয় আয় আয় আছ যে যেথায়, আয় **তোরা** সবে ছুটিয়া।" "ওগো, আজ **তোরা** যাস্ নে গো **তোরা** যাস নে ঘরের বাহিরে।"

(ঘ) **দেবতাকে সম্বোধনে (সাধারণতঃ মাতৃশক্তির আরাধনায়) ঃ** "**তোর** মা কি **তোর** বাপের বুকে দাঁড়িয়েছিল এমনি করে?" "এবার কালী **তোকে** খাব।" "কালী হলি মা রাসবিহারী নটবর-বেশে বৃন্দাবনে।" [**তুই** উহ্য] "একবার খুলে দে মা চোখের ঠুলি, দেখি শ্রীপদ মনের মতো।" [**তুই** উহ্য]

[তুইতোকারি, তুইমুই কেবল তুচ্ছার্থেই প্রযুক্ত হয়।]

BANGODARSHAN.COM

তুমি ঃ সমবয়সী, বয়ঃকনিষ্ঠ, ঘনিষ্ঠ সহকর্মী বা নিম্নতমপদস্থ কর্মচারীর প্রতি তুমি সর্বনামটি ব্যবহৃত হয়। তুমি, তোমরা, তোমার, তোমাদের, তোমাকে ইত্যাদি সাধারণভাবে গদ্য-পদ্য সর্বত্রই ব্যবহৃত হয়। **তব তোমা তোরে তোমারে মাত্র কবিতায় প্রযুক্ত হয়।** "তব গৌরবে গরব মানিব।" "থাকে যেন তোমা 'পরে অখণ্ড বিশ্বাস।" "**তোমারে** করিল বিধি ভিক্ষুকের প্রতিনিধি।"

জন্মভূমি ও দেবতাকে সম্বোধনে তুমি ব্যবহৃত হয়। "নিত্য যেথা তুমি সর্ব কর্ম-চিন্তা-আনন্দের নেতা।" "**তোমার** কাছে আরাম চেয়ে পেলেম শুধু লজ্জা।" "**তোমারে** লইয়া শুধু করে পূজাখেলা।"

অবস্থাবিশেষে দূরস্থ বা পরলোকগত ব্যক্তির প্রতি মধ্যমপুরুষের সর্বনাম ব্যবহৃত হয়। তখন বক্তা কল্পনায় অনুপস্থিত ব্যক্তির উপস্থিতি অনুভব করেন। "চিরচঞ্চলের মাঝে তুমি কেন শান্ত হয়ে রও?" "বক্ষ **তব** দুলিত নিশ্বাসে।" "আমার নিখিল **তোমাতে** পেয়েছে তার অন্তরের মিল।" "শ্যামলে শ্যামল **তুমি** নীলিমায় নীল।"

প্রাচীন কবিতায় "তুমি"-র স্থলে "তুহুঁ", "তোমার" স্থলে "তুয়া", "তোমাকে" স্থলে "তোয়" প্রচলিত ছিল। এমনকি রবীন্দ্রনাথে (ভানুসিংহ ঠাকুর) পর্যন্ত "তুহুঁ"-র সাক্ষাৎ পাই। "**তুহুঁ** জগন্নাথ জগতে কহায়সি।" "মাধব বহুত মিনতি করি **তোয়**।" "**তুয়া** পদপল্লব করি অবলম্বন।" "কো তুহুঁ বোলবি মোয়।"

আপনি ঃ সম্মানীয় ব্যক্তি, গুরুজন, উচ্চপদস্থ কর্মচারী, অল্পপরিচিত কিংবা অপরিচিত বয়ঃকনিষ্ঠদের প্রতি মধ্যমপুরুষের সম্ভ্রমার্থক রূপ 'আপনি' যুক্ত হয়। আপনি আপনাকে আপনাদের প্রভৃতি গদ্যপদ্য-নির্বিশেষে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু **আপনারে আপনায় মাত্র কবিতায় ব্যবহৃত হয়।** "আপনারে অপরেরে নিয়োজিতে তব কাজে।" **কিন্তু পরমগুরু পরমেশ্বর-সম্বন্ধে 'আপনি'-র ব্যবহার কখনও হয় না।**

'আপনি'-র প্রয়োগ মধ্যমপুরুষ ছাড়া উত্তমপুরুষ ও প্রথমপুরুষেও পাওয়া যায়। (ক) "অয়ি লাবণ্যপুঞ্জে, সময় যেদিন আসিবে **আপনি** যাইব তোমার কুঞ্জে।" [উত্তমপুরুষ] (খ) আমি মৃগতৃষ্ণিকায় ভ্রান্ত হইয়া অনর্থক **আপনাকে** ক্লেশ দিতে উদ্যত হইয়াছি। [উত্তমপুরুষ] (গ) সকলেই এসে গেছেন, এখন শুধু **আপনারই** অপেক্ষা। [মধ্যমপুরুষ সম্ভ্রমার্থক] (ঘ) "কী ধন তুমি করিছ দান না জান **আপনি**।" [মধ্যমপুরুষ সাধারণার্থে] (ঙ) মনুষ্য **আপনি আপনার** উদ্ধারকর্তা। [প্রথমপুরুষ সাধারণ]

'আপনি'-র স্থলে অনেক সময় প্রভু, মহারাজ, জনাব, মহাশয় প্রভৃতি ব্যবহার করা হয়। **মহাশয়ের** নিবাস কোথায়? "হুজুর, আমি মন্তর-তন্তর কিছুই জানি নে।" "বান্দাকে চিরকাল বান্দা বলেই জানবেন, জনাব।"

সংস্কৃতের অনুকরণে ত্বৎসদৃশ, ত্বদনুগ্রহ, ত্বদীয়, ভবদীয় প্রভৃতি শব্দও বাংলা ভাষায় চলিতেছে।

মনে রাখিও, **বিশেষ্যপদ কখনও উত্তমপুরুষ বা মধ্যমপুরুষ হয় না।**

প্রথমপুরুষ (Third Person)

৭৭। **প্রথমপুরুষ ঃ অনুপস্থিত কোনো ব্যক্তি বা দূরস্থিত কোনো বস্তুর সম্বন্ধে কিছু বলিবার সময় সেই ব্যক্তি বা নামের পরিবর্তে যে সর্বনাম বা বিশেষ্যপদ ব্যবহৃত হয় তাহাই প্রথমপুরুষ। উত্তমপুরুষ ও মধ্যমপুরুষ ব্যতীত বিশ্বের যাবতীয় ব্যক্তি বা বস্তু**

প্রথমপুরুষ। সে, তিনি, ও, উনি, তারা, তাঁরা, তাঁহার, তাঁহাদের, তাঁহাকে, তাঁহাদিগকে, ইঁহাদের প্রভৃতি যাবতীয় সর্বনামপদ এবং **সকল শ্রেণীর বিশেষ্যপদ (বিশেষ্যরূপে ব্যবহৃত অন্য পদও) প্রথমপুরুষ।** সর্বনামের মধ্যে সে, ও, যে, তারা প্রভৃতি **সাধারণভাবে** এবং তিনি, উনি, ইনি, যিনি, তাঁহারা প্রভৃতি **সম্মানার্থে ব্যবহৃত হয়।** যারে, যাঁরে, তারে, তাঁরে, তাহারে, তাঁহারে, যাহারে, যাঁহারে—কেবল **কবিতায়** ব্যবহৃত হয়। "**যারে** তুমি নীচে ফেল সে তোমারে বাঁধিবে যে নীচে।" "এবার তোর ভরা আপন, বিলিয়ে দে তুই **যারে-তারে**।"

প্রথমপুরুষ সবসময়েই যে অনুপস্থিত থাকিবে বা দূরস্থিত হইবে, এমন কথা নয়। সম্মুখে উপস্থিত কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর সহিত বক্তা যখন সরাসরি কথা না বলে, তখনও সেই ব্যক্তি বা বস্তুটি প্রথমপুরুষ। এঁকে চিনতে পার কুঙ্কুম? এমন জিনিস কখনও খেয়েছি বলে তো মনে পড়ছে না।

ঈশ্বর-সম্বন্ধে মধ্যমপুরুষের সম্ভ্রমার্থক 'আপনি' চলে না বটে, কিন্তু প্রথমপুরুষের আবার 'সে'ও চলে না, সম্মানার্থক প্রথমপুরুষ "তিনি" "যিনি" প্রভৃতি প্রয়োগ করিতে হয়। "এই অনন্ত সুন্দর জগৎশরীরে **যিনি** আত্মা **তাঁহাকে** ডাকি।" "ওরে, মানুষ দিলে ফুলোয় না, তিনি দিলে ফুরোয় না।"

"আমার অন্তরতম **আমি** আলস্য-আবেশে বিলাসের প্রশ্রয়ে ঘুমিয়ে পড়ে।"—রবীন্দ্রনাথ। [একটি অভিনব উদাহরণ—'আমি' এখানে **প্রথমপুরুষ**।] "সকল খেলায় করবে খেলা এই **আমি**।" "**তিনিটি** জ্ঞান, **তুমিটি** ভালোবাসা।" [তুমিটি=তুমি-ভাবটি—প্রথমপুরুষ।]

সে তাহা তা—সর্বনামগুলি সংস্কৃত "তদ্" শব্দ হইতে আসিয়াছে। এইজন্য, সন্ধি বা সমাসের পূর্বপদরূপে এই "তদ্" শব্দটি বাংলায় খুবই প্রচলিত—তদীয়, তদ্দ্বারা, তন্মাত্র, তৎসন্নিধানে, তৎকর্তৃক, তৎপুরুষ, তৎপরতা, তন্নিবন্ধন, তৎসম।

পুরুষভেদে ক্রিয়ার রূপভেদ

লিঙ্গ ও বচনভেদে ক্রিয়াপদের রূপভেদ হয় না। একই ক্রিয়া পুংলিঙ্গে যেমন চলে, স্ত্রীলিঙ্গেও তেমনি চলে। একবচনে ক্রিয়ার যে রূপটি প্রয়োগ করি, বহুবচনেও সেই রূপটি প্রযুক্ত হয়। কিন্তু **পুরুষভেদে সমাপিকা ক্রিয়ার রূপের পরিবর্তন হয়।** এক পুরুষের সমাপিকা ক্রিয়া অন্য পুরুষে চলে না। আমি বা আমরা **লিখি।** এই **লিখি** ক্রিয়াটি **উত্তমপুরুষের।** ইহাকে মধ্যমপুরুষ বা প্রথমপুরুষে ব্যবহার করা চলে না। পুরুষ-অনুযায়ী ইহাকে একটু পরিবর্তিত করিয়া লইতে হয়। তুমি বা তোমরা **লেখ**; আপনি বা তিনি **লেখেন**।

মধ্যমপুরুষের তিনটি রূপ বলিয়া মধ্যমপুরুষের সমাপিকা ক্রিয়ারও তিনটি রূপ। (১) **সাধারণ,** (২) **সম্মানবোধক** ও (৩) **তুচ্ছার্থক।**

(১) **সাধারণ:** তুমি বা তোমরা **লিখিবে।** (ভবিষ্যৎ কাল)
(২) **সম্মানবোধক:** আপনি বা আপনারা **লিখিবেন।** (ঐ)
(৩) **তুচ্ছার্থক:** তুই বা তোরা **লিখিবি।** (ঐ)

এখানে দেখ, সাধারণ মধ্যমপুরুষের ক্রিয়া সম্মানবোধক বা তুচ্ছার্থক মধ্যমপুরুষে চলিতেছে না। সেইরূপ, সম্মানবোধক মধ্যমপুরুষের ক্রিয়া সাধারণ বা তুচ্ছার্থক

মধ্যমপুরুষে চলিতেছে না; আবার, তুচ্ছার্থক মধ্যমপুরুষের ক্রিয়াও সাধারণ বা সম্মানবোধক মধ্যমপুরুষে চলিতেছে না।

প্রথমপুরুষের দুইটি রূপ বলিয়া প্রথমপুরুষের সমাপিকা ক্রিয়ারও দুইটি রূপ হয়। (১) **সাধারণ ও** (২) **সম্মানবোধক।**

(১) **সাধারণ:** সে বা তাহারা **লিখিল।** (অতীত কাল)
(২) **সম্মানবোধক:** তিনি বা তাঁহারা **লিখিলেন।** (ঐ)

এখানেও দেখ, সাধারণ প্রথমপুরুষের ক্রিয়া সম্মানবোধক প্রথমপুরুষে যেমন চলে না, সম্মানবোধক প্রথমপুরুষের ক্রিয়াও তেমনই সাধারণ প্রথমপুরুষে চলিতেছে না। অতএব, **কেবল পুরুষ হিসাবেই যে সমাপিকা ক্রিয়ার রূপভেদ হয় তাহা নয়। একই পুরুষের গুরুত্ব-লঘুত্ব-অনুসারেও সমাপিকা ক্রিয়ার রূপ-পরিবর্তন হয়। তবে সম্মানবোধক মধ্যমপুরুষ ও সম্মানবোধক প্রথমপুরুষের ক্রিয়া সর্বত্র একই রূপে থাকে।—**

সম্মানবোধক মধ্যমপুরুষ: আপনি বা আপনারা **লেখেন।** (বর্তমান কাল)
সম্মানবোধক প্রথমপুরুষ: তিনি বা তাঁহারা **লেখেন।** (ঐ)

কিন্তু অসমাপিকা ক্রিয়া তিন পুরুষেই এক: আমি পড়া শেষ **করিয়া** লিখিব। তুমি পড়া শেষ **করিয়া** লিখিবে। তাঁহারা পড়া শেষ **করিয়া** লিখিবেন।

মাঝে মাঝে উত্তমপুরুষ ও মধ্যমপুরুষ উদ্দেশ্য উহ্য থাকে। সেই অবস্থায় ক্রিয়াটির সাহায্যেই উহ্য উদ্দেশ্যটিকে বাহির করিতে হয়। এই তো এলাম দিল্লি থেকে। [**আমি** উহ্য—উত্তমপুরুষ] "**ভালোবাস,** প্রেমে হও বলী।" [**তুমি** উহ্য—মধ্যমপুরুষ সাধারণ] সকাল-সকাল **আসবেন।** [**আপনি** উহ্য—মধ্যমপুরুষ সম্ভ্রমার্থে] আমি না আসা পর্যন্ত কোথাও **যাস** না যেন। [**তুই** উহ্য—মধ্যমপুরুষ তুচ্ছার্থে] প্রথমপুরুষ উদ্দেশ্য ক্বচিৎ উহ্য থাকে। "আবার সাতগাঁ যাইবে, আবার পুরানো খেলুড়িদের সঙ্গে খেলা করিবে, গঙ্গায় স্নান করিবে, ঠাকুরদের বাড়ি বাড়ি ঘুরিবে, তাহার ভারী আহ্লাদ।"—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

অতএব আমরা দেখিলাম, **বিশেষণ আর অব্যয় ছাড়া অবশিষ্ট তিনটি পদ পুরুষভেদে পরিবর্তিত হয়।**

অনুশীলনী

১। ব্যাকরণে পুরুষ কথাটির অর্থ কী? পুরুষ কয় প্রকার ও কী কী? প্রত্যেকটি পুরুষের দুইটি করিয়া উদাহরণ দাও।

২। বাংলায় কোন্ কোন্ পদের পুরুষ আছে? বিশেষ্যপদ কোন্ পুরুষ? সর্বনামপদ কোন্ পুরুষ?

৩। উত্তমপুরুষ কাহাকে বলে? উত্তমপুরুষের সর্বনামের কোন্‌গুলি কেবল কবিতায় ব্যবহৃত হয়? উদাহরণ দাও। স্ত্রীপুরুষ-নির্বিশেষে যেকোনো বক্তাই নিজের সম্বন্ধে উত্তমপুরুষের সর্বনাম প্রয়োগ করিতে পারেন, উদাহরণ দাও।

৪। মধ্যমপুরুষ কাহাকে বলে? মধ্যমপুরুষকে কয়টি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়? প্রত্যেকটির নাম বল এবং একটি করিয়া উদাহরণ দাও।

৫। 'আপনি' কোন্ পুরুষ? শব্দটিকে তিনটি পুরুষেই প্রয়োগ করা যায়।

BANGODARSHAN.COM

উদাহরণ দাও। "নিল সে আমার কালব্যাধিভার আপনার দেহ 'পরে।"—নামপদগুলির পুরুষ নির্ণয় কর।

৬। তুচ্ছার্থক মধ্যমপুরুষ কোন্‌টি? সেটি কি সর্বদাই তুচ্ছার্থে ব্যবহৃত হয়? সেই সর্বনামটির বিচিত্র প্রয়োগ দেখাও।

৭। প্রথমপুরুষ কাহাকে বলে? প্রথমপুরুষকে যে কয়টি ভাগে ভাগ করা হয়, তাহাদের নাম বল এবং প্রত্যেকটির দুইটি করিয়া উদাহরণ দাও।

৮। আপনি, তুমি, তিনি, তাঁহারা, সে—কোন্‌গুলি ঈশ্বর-সম্বন্ধে ও কোন্‌গুলি পিতামাতা-সম্বন্ধে প্রয়োগ করা হয়?

৯। (ক) উদাহরণ দিয়া বুঝাইয়া দাও: অহংকার-প্রকাশে উত্তমপুরুষ, বিনয়-প্রকাশে উত্তমপুরুষ, বয়ঃকনিষ্ঠের প্রতি 'আপনি', পরলোকগত ব্যক্তির প্রতি মধ্যমপুরুষ, উপস্থিত ব্যক্তির প্রতি প্রথমপুরুষ, পরমপূজ্যের প্রতি 'তুমি'। (খ) মুই, মরু, হাম, তোয়, মোর, মোয়, শর্মা, বান্দা, আমি (প্রথমপুরুষ), আমিত্ব, গরিব (উত্তমপুরুষ), তুঁহুঁ, মদীয়, ভবদীয়, তদ্দ্বারা, তোরে, ত্বদীয়, তদীয়—প্রয়োগ দেখাও। (গ) বাংলা কবিতায় ব্যবহৃত হয় এমন পাঁচটি উত্তমপুরুষের সর্বনাম, চারিটি মধ্যমপুরুষের সর্বনাম ও তিনটি প্রথমপুরুষের সর্বনাম উল্লেখ কর।

১০। (ক) পুরুষভেদে ক্রিয়ার রূপভেদ হয়, উদাহরণ দিয়া বুঝাইয়া দাও। এ বিষয়ে অসমাপিকা ক্রিয়া-সম্বন্ধে তোমার বক্তব্য কী? (খ) একই পুরুষে গুরুত্ব-লঘুত্ব-অনুসারে ক্রিয়ার রূপভেদ হয়—এই কথাটি কোন্ কোন্ পুরুষে প্রযোজ্য? উদাহরণ দাও। (গ) সম্ভ্রমার্থক মধ্যমপুরুষ ও সম্ভ্রমার্থক প্রথমপুরুষের ক্রিয়া একই চেহারায় থাকে, উদাহরণ দাও।

১১। উত্তমপুরুষ, মধ্যমপুরুষ ও প্রথমপুরুষ উদ্দেশ্য উহ্য রাখিয়া দুইটি করিয়া বাক্য গঠন কর।

১২। নীচের নির্ভুল মন্তব্যটির মাথায় টিকচিহ্ন (✓) দাও এবং ভুল মন্তব্যটির মাথায় ক্রসচিহ্ন (×) দাও: (i) উত্তমপুরুষকে দুইটি ভাগে ভাগ করা হয়। (ii) মধ্যমপুরুষকে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়। (iii) প্রথমপুরুষকে দুইটি ভাগে ভাগ করা হয়। (iv) কোনো পুরুষের একবচনের ক্রিয়াপদ বহুবচনেও চলে। (v) তব মম আপনারে তোরে—গদ্যপদ্য-নির্বিশেষে ব্যবহৃত হয়। (vi) বিশ্বভুবনে প্রথমপুরুষের সংখ্যাই সবচেয়ে বেশী।

১৩। মোটা অক্ষরের ক্রিয়াপদগুলির পুরুষ নির্ণয় কর: ছোটো আমিটা মাঝে মাঝে বড়ো **জ্বালায়, দেখছি**। এত কথা **শিখলি** কোথা, ওরে আদরিণী। তোকে না একটু অপেক্ষা করতে **বললাম**? "এতদিন কোথায় **ছিলেন**?" "আমার এই দেশেতেই জন্ম, যেন এই দেশেতেই **মরি**।" এখন **আসছ** কোথা থেকে? "ভারত আবার জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন **লবে**।" "আঁধার রাতে আছাড় **খেয়ে** তর্কবাগীশমশাই অতর্কিতে **ভাঙলেন** দুই হাত।" "তুমি যত ভার **দিয়েছ** সে ভার করিয়া দিয়েছ সোজা, আমি যত ভার জমিয়ে তুলেছি সকলি হয়েছে বোঝা।" "ওরে সবুজ, ওরে অবুঝ, আধমরাদের ঘা মেরে তুই **বাঁচা**।" "সকল কালিমা মুছে দিয়ে মোরে নিয়েছ আপন করে।" "মা আছেন আর আমি আছি।"

BANGODARSHAN.COM

সপ্তম পরিচ্ছেদ

কারক ও তাহার বিভক্তি : অনুসর্গ

কারকের আলোচনা করিবার পূর্বে আমাদের একটু ভূমিকা সারিয়া লইতে হইবে। তোমরা ৮৩ পৃষ্ঠায় ৫৩নং সূত্রে শব্দবিভক্তি কাহাকে বলে তাহা পড়িয়াছ। কে, রে (কেবল কবিতায়), তে (এতে), এ, র (এর) প্রভৃতি আসলে শব্দবিভক্তিচিহ্ন, সাধারণভাবে সংক্ষেপে ইহাদিগকে **শব্দবিভক্তি** বলা হয়।

বিভক্তিচিহ্ন হইল শব্দ বা ধাতুর হাতে **বাক্যে প্রবেশলাভের ছাড়পত্র**। শব্দবিভক্তি শব্দকে নামপদে পরিণত করে, পদটির সংখ্যা ও কারক বুঝাইয়া দেয় এবং বাক্যস্থ অন্য কোনো পদের সঙ্গে সেই পদটির কী সম্বন্ধ তাহাও নির্দেশ করে। [ধাতুবিভক্তির কথা নবম পরিচ্ছেদে আলোচনা করা হইবে।]

বাংলা ভাষায় বিভক্তিচিহ্ন মাত্র পাঁচটি—এ, কে, রে (কেবল কবিতায়), তে (এতে), র (এর); এগুলির মধ্যে র (এর) সম্বন্ধপদের নিজস্ব চিহ্ন; তাহা হইলে ছয়টি কারকের জন্য অবশিষ্ট রহিল মাত্র চারিটি বিভক্তিচিহ্ন। অতএব দেখা যাইতেছে যে, বাংলা ভাষায় শব্দবিভক্তিচিহ্নের নিদারুণ অভাব। এই অভাব-পূরণের জন্য বাংলা ভাষা একটি অমূল্য পন্থা আবিষ্কার করিয়াছে। **শূন্যবিভক্তির প্রয়োগ** সেই অভিনব আবিষ্কার।

॥ **শূন্যবিভক্তি** ॥

(ক) "না চাহিতে **প্রভু** কত না সুধায় (সুধা+এ) **হৃদয়** দিয়েছ ভরে।" (খ) "রাজার (রাজা+র) কাননে (কানন+এ) ফুটেছে **বকুল পারুল রজনীগন্ধা**।" (গ) "এমন কত **মণি** পড়ে আছে চিন্তামণির (চিন্তামণি+র) **নাছদুয়ারে** (নাছদুয়ার+এ)।" (ঘ) "বুলবুলিতে (বুলবুলি+তে) **ধান** খেয়েছে।" (ঙ) "তার (সে+র) ললাটের (ললাট+এর) **সিঁদুর** নিয়ে ভোরের (ভোর+এর) **রবি** ওঠে।"

উপরের বাক্যগুলিতে সুধায়, রাজার, কাননে, চিন্তামণির, নাছদুয়ারে, বুলবুলিতে, তার, ললাটের, ভোরের প্রভৃতি পদগুলিতে কী বিভক্তিচিহ্ন রহিয়াছে, স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। আর প্রভু, হৃদয়, বকুল, পারুল, রজনীগন্ধা, মণি, ধান, সিঁদুর, রবি—আয়তাকার এই নয়টি পদে আপাততঃ মনে হয় কোনো বিভক্তিচিহ্ন নাই। কিন্তু তাহা তো সম্ভব নয়। বিভক্তিহীন শব্দ তো বাক্যে স্থান পায় না। পদগুলিতে **বিভক্তিচিহ্ন আছেই, তবে শূন্য অবস্থায় রহিয়াছে**। প্রভু (প্রভু শব্দ+অ বিভক্তি), হৃদয় (হৃদয় শব্দ+অ বিভক্তি), মণি (মণি শব্দ+অ বিভক্তি)—প্রতিটি আয়তাকার পদ **অ বিভক্তি-যোগে গঠিত** হইয়াছে। অ বিভক্তিচিহ্নকে **শূন্যবিভক্তি** বলা হয়।

৭৮। শূন্যবিভক্তি : যে শব্দবিভক্তিচিহ্নটি শব্দে যুক্ত হইয়া শব্দটিকে পদে পরিণত করিয়া নিজে অপ্রকাশিত থাকে তাহাকে শূন্যবিভক্তি বলা হয়। শূন্যবিভক্তিযোগে মূল শব্দটির কোনো পরিবর্তনই হয় না।

পদে পদে শব্দবিভক্তির ধাক্কা সামলাইতে সামলাইতে বাক্যের গতি বড়োই শ্লথ হইয়া পড়ে। **শূন্যবিভক্তি সেই জড়তা হইতে বাক্যকে মুক্তি দেয়। ফলে বাক্যটি শ্রুতিমধুর**

হয় এবং ভাষার গতিশক্তিও বৃদ্ধি পায়। সংস্কৃতে মাত্র কয়েকটি শব্দের ক্ষেত্রে প্রথমার একবচনে শূন্যবিভক্তির সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। কিন্তু বাংলা ভাষা ব্যাপকভাবে শূন্য-বিভক্তির প্রচলন করিয়া ভাষার শ্রুতিমাধুর্য-সম্পাদন তথা গতিশক্তি বৃদ্ধি করিয়াছে।

বাংলা ভাষা আরেকটি উপায়েও শব্দবিভক্তিচিহ্নের অভাব কিছুটা পরিমাণে মিটাইয়া লইয়াছে। সে উপায়টি হইল অনুসর্গ।

॥ **অনুসর্গ** ॥

(ক) "ওপাড়া হইতে আয় মায়েঝিয়ে।" (খ) "বিনে শ্রীহরি কেমনে করি নয়ন-বারি সংবরণ।" (গ) "কার তরে তুই কাঁদিস মাসী?" (ঘ) "ভূতের মতন চেহারা যেমন, নির্বোধ অতি ঘোর।" (ঙ) "আজ অবধি আমি দূরবর্তিনী হইলাম।" (চ) "রঞ্জন বই আমার একদণ্ড চলে না।" (ছ) "করিলে চেষ্টা কেষ্টা ছাড়া কি ভৃত্য মেলে না আর!" (জ) "ঘরের বাহিরে দণ্ডে শতবার তিলে তিলে আইসে যায়।" (ঝ) "বিনা কাজে বাজিয়ে বাঁশি কাটবে সকল বেলা।" (ঞ) "স্বপ্ন দিয়ে তৈরী সে দেশ, স্মৃতি দিয়ে ঘেরা।" (ট) এমন কথা কার কাছ থেকে শুনলে?

উপরের বাক্যগুলিতে আয়তাক্ষর হইতে, বিনে, তরে, মতন প্রভৃতি পদগুলি মূলতঃ অব্যয়। ইহারা বিশেষ্য বা সর্বনামের পরে বসিয়া পূর্ববর্তী পদটির সহিত অন্বিত হইতেছে। এই পদগুলি এক ধরনের বিভক্তিচিহ্নের কাজ করিতেছে। ইহাদিগকে **অনুসর্গ, পরসর্গ** বা **কর্মপ্রবচনীয়** (Post-Position) বলা হয়। বিশেষ্য বা সর্বনামের পর বসে বলিয়া **অনুসর্গ** নামটিই বাংলা ব্যাকরণে গৃহীত হইয়াছে।

৭৯। **অনুসর্গ ঃ যে-সকল অব্যয় বিশেষ্য বা সর্বনামপদের পরে পৃথগ্‌ভাবে অবস্থান করিয়া শব্দবিভক্তির কাজ করে তাহাদিগকে অনুসর্গ, পরসর্গ বা কর্মপ্রবচনীয় বলে।**

অনুসর্গের পূর্ববর্তী বিশেষ্যপদটি কখনও বিভক্তিযুক্ত হয়, কখনও-বা হয় না। কিন্তু **পদটি সর্বনাম হইলে বিভক্তিযুক্ত হইবেই।** আমাদের প্রদত্ত উদাহরণগুলিতে ওপাড়া, শ্রীহরি, আজ, রঞ্জন, কেষ্টা, স্বপ্ন, স্মৃতি প্রভৃতিতে বিভক্তিচিহ্ন যুক্ত হয় নাই। কিন্তু ভূতের (ভূত+এর), ঘরের, কাজে (কাজ+এ) পদ তিনটি বিভক্তিচিহ্নযুক্ত। কিন্তু কার (কে+র) পদটি সর্বনাম বলিয়া বিভক্তিচিহ্নযুক্তই রহিয়াছে [(গ)-চিহ্নিত ও (ট)-চিহ্নিত দুইটি বাক্যেই]।

(খ)-চিহ্নিত বাক্যে **বিনে** অনুসর্গটি, এবং (ঝ)-চিহ্নিত বাক্যে **বিনা** অনুসর্গটি বিশেষ্যপদের পূর্বেই বসিয়াছে। কবিতায় ছন্দের খাতিরে অনুসর্গটি বিশেষ্য বা সর্বনামের পূর্বেও বসিতে পারে। আবার, কী কবিতায়, কী গদ্যরচনায় বিশেষ্য বা সর্বনামের উপর জোর দিবার জন্য অনুসর্গটি সেই বিশেষ্য বা সর্বনামের পূর্বেই বসে। **বিনা** সারে এর চেয়ে বেশী ফসল ফলে না। ধিক্! শত ধিক্ তোরে, রামানুজ।

অনুসর্গগুলির অধিকাংশই অব্যয়, কিছু কিছু অসমাপিকা ক্রিয়াপদও আছে। যেমন,—করিয়া (চলিতে করে), ধরিয়া (ধরে), বলিয়া (বলে), থাকিয়া (থেকে) ইত্যাদি। পাঁচদিন ধরিয়া বৃষ্টি হইতেছে। এমন সাহস করে সব কথা বলতে পারতিস? শরীর অসুস্থ বলিয়া তিনি আসিতে পারেন নাই। চেহারায় ছোটো হলে কী হবে, চৈতন্যে উনি আমাদের সবার থেকে বড়ো।

BANGODARSHAN.COM

আপাতদৃষ্টিতে শব্দবিভক্তি ও অনুসর্গ অভিন্ন বলিয়া মনে হয় বটে, কিন্তু উভয়ের মধ্যে পার্থক্যটুকু বিশেষভাবে লক্ষণীয় ঃ

(১) শব্দবিভক্তিচিহ্নের নিজস্ব কোনো অর্থ নাই, অনুসর্গের নিজস্ব অর্থ আছে। (২) শব্দবিভক্তিচিহ্নের স্বতন্ত্র প্রয়োগ নাই, অনুসর্গের স্বতন্ত্র প্রয়োগ আছে। বাসস্ট্যানডে আমার জন্য একটু **অপেক্ষা** করো (অপেক্ষা অনুসর্গ নয়, ক্রিয়ার অঙ্গ)। এমন পাণ্ডববর্জিত দেশে পাঁচদিন থেকে (অসমাপিকা ক্রিয়া) লাভ কী? (৩) শব্দ-বিভক্তিচিহ্নটি শব্দের সঙ্গে একেবারে একাঙ্গ হইয়া যায়, কিন্তু অনুসর্গ শব্দটির ডানদিকে একটু তফাতে বসে—কদাপি শব্দটির সঙ্গে যুক্ত হইয়া বসে না। (৪) শব্দবিভক্তিচিহ্ন সবসময়ে শব্দটির অন্তেই বসে, কিন্তু অনুসর্গ শব্দটির পরেও বসে, আবার ক্বচিৎবিশেষে শব্দটির পূর্বেও বসে [পূর্বে প্রদত্ত (খ)-চিহ্নিত ও (ঝ)-চিহ্নিত বাক্য দুইটি দেখ]। (৫) একটি শব্দবিভক্তিদ্বারাই পদটির সংখ্যাকারক-সম্বন্ধে আমাদের ধারণা স্পষ্ট হইয়া উঠে, অতিরিক্ত কোনো শব্দবিভক্তিচিহ্নের জন্য আর অপেক্ষা করিতে হয় না; কিন্তু অনুসর্গ থাকা সত্ত্বেও পূর্ববর্তী পদটি অন্য বিভক্তিচিহ্নের বা আরেকটি অনুসর্গের অপেক্ষা করে, এমনকি অনুসর্গটিও ক্বচিৎ শব্দবিভক্তিযুক্ত হইয়া নামপদটির পরে বসে।

আবার, একবচন বুঝাইবার জন্য টি, টা, খানি, খানা এবং বহুবচন বুঝাইবার জন্য গুলি, গুলা, গুলো প্রভৃতি যে **পদাশ্রিত নির্দেশক** শব্দটির শেষে যোগ করি, সেই পদাশ্রিত নির্দেশকগুলিকে বিভক্তিও বলা যায় না, অনুসর্গও বলা যায় না; অথচ বিভক্তি ও অনুসর্গ—প্রত্যেকটির সঙ্গেই নির্দেশকগুলির কিছু সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য রহিয়াছে।

বিভক্তিচিহ্ন ও নির্দেশক ঃ বিভক্তিচিহ্নের মতো নির্দেশকও শব্দের অন্তে অঙ্গাঙ্গি-ভাবে যুক্ত থাকে, শব্দের পরে স্বতন্ত্রভাবে বসে না। কিন্তু বিভক্তিচিহ্ন যেখানে পদটির সংখ্যাকারক নির্দেশ করে, নির্দেশকটি সেখানে ব্যক্তি বা বস্তুর সংখ্যা-পরিমাণ নির্দেশ তো করেই, উপরন্তু ব্যক্তি বা বস্তুটিকেও বিশেষভাবে নির্দেশ করে। বিভক্তিচিহ্ন কখনই শব্দের পূর্বে বসে না, কিন্তু নির্দেশকটি পরিমাণবাচক বা সংখ্যাবাচক বিশেষণের সহিত যুক্ত হইয়া স্বতন্ত্রভাবে শব্দের পূর্বেও বসিয়া থাকে। শব্দে একটি শব্দবিভক্তিচিহ্ন যুক্ত হইলেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়, কিন্তু অনেক সময় শব্দে নির্দেশক যোগ করার পরও সেই নির্দেশকের অন্তে আবার বিভক্তিচিহ্ন যোগ করিতে হয়। (ক) খানআষ্টেক লুচি আনতে বলুন। (খ) "একখানি ছোটো ক্ষেত, আমি একেলা।" (গ) গোরুগুলোকে একটু দেখিস, মা।—এখানে (ক) ও (খ)-চিহ্নিত বাক্যে সংখ্যাবাচক বিশেষণযুক্ত খান ও খানি নির্দেশক যথাক্রমে লুচি ও ক্ষেত-এর পূর্বে বসিয়াছে। (গ)-চিহ্নিত বাক্যে গোরু শব্দে গুলো নির্দেশকটি যোগ করার পরও কে বিভক্তিচিহ্ন যুক্ত হইয়াছে।

অনুসর্গ ও নির্দেশক ঃ অনুসর্গ মাঝে মাঝে শব্দের পূর্বে স্বতন্ত্রভাবে বসে, নির্দেশকও সংখ্যাবাচক বা পরিমাণবাচক বিশেষণযুক্ত হইয়া স্বতন্ত্রভাবে শব্দের পূর্বে বসে। মিল এই পর্যন্ত; গরমিলটাই বেশী। অনুসর্গ স্বতন্ত্রভাবে শব্দের পরেই বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে বসে; নির্দেশক কখনই স্বতন্ত্রভাবে শব্দের পরে বসে না—শব্দটির অন্তে সংযুক্তভাবে অবস্থান করে। অনুসর্গ নিজের অঙ্গে কদাচিৎ কোনো বিভক্তিচিহ্ন ধারণ করে—অনুসর্গের পূর্ববর্তী পদটিতে প্রয়োজন হইলে বিভক্তিচিহ্ন যুক্ত হয়। কিন্তু নির্দেশক অনেক ক্ষেত্রেই শব্দবিভক্তিযুক্ত হয়। নতুন বইখানাকে এর মধ্যেই ছিঁড়ে ফেললি? বই শব্দে একই সঙ্গে নির্দেশক ও বিভক্তিচিহ্ন যুক্ত হইয়াছে।

কারক

রানী ভবানী প্রতিদিন প্রভাতে ভাণ্ডার হইতে স্বহস্তে দীনদুঃখীকে ধনরত্ন দান করিতেন।

উপরের বাক্যটিতে **দান করিতেন** এই সমাপিকা ক্রিয়াটিকে প্রশ্ন কর—কে দান করিতেন ? উত্তর পাইবে—রানী ভবানী। কী দান করিতেন ?—**ধনরত্ন**। **কীভাবে দান** করিতেন ?—**স্বহস্তে**। **কাহাদিগকে** দান করিতেন ?—**দীনদুঃখীকে**। **কোথা হইতে** দান করিতেন ?—**ভাণ্ডার হইতে**। **কখন** দান করিতেন ?—**প্রভাতে**। অতএব **দান করিতেন** ক্রিয়াটির সহিত **রানী ভবানী, ধনরত্ন, স্বহস্তে, দীনদুঃখীকে, ভাণ্ডার হইতে, প্রভাতে**—প্রতিটি পদেরই কোনো-না-কোনো সম্পর্ক রহিয়াছে। আর, এই সম্পর্কগুলি যে একইপ্রকারের নয়, প্রশ্নের বিভিন্ন ধরনেই তাহা প্রকাশ পাইতেছে। ক্রিয়ার সহিত বাক্যান্তর্গত নামপদের এই যে সম্পর্ক ইহাই **কারক**।

৮০। **কারক : বাক্যের ক্রিয়ার সহিত বাক্যান্তর্গত বিশেষ্য বা সর্বনামপদের যে সম্পর্ক তাহাকে কারক বলে।**

এই সম্পর্ক প্রধানতঃ ছয় প্রকারের বলিয়া **কারকও ছয়টি—কর্তৃ, কর্ম, করণ, সম্প্রদান, অপাদান ও অধিকরণ**। আমাদের প্রদত্ত উদাহরণে রানী ভবানী—**কর্তৃকারক**, ধনরত্ন—**কর্মকারক**, স্বহস্তে—**করণকারক**, দীনদুঃখীকে—**সম্প্রদানকারক**, ভাণ্ডার হইতে—**অপাদানকারক**, প্রভাতে—**অধিকরণকারক**।

মনে রাখিও, কেবল বিশেষ্য ও সর্বনামপদেরই কারক হয়। তবে, বিশেষণপদ বিশেষ্যরূপে ব্যবহৃত হইলে তাহারও কারক হইবে। আমি, তোমাদের **সাতেও নেই, পাঁচেও নেই**। "**দশে মিলি করি কাজ।**" **কানাকে** কানা বললে রাগ হওয়াই তো স্বাভাবিক। **বড়োদের** শ্রদ্ধাভক্তি করবে। "**আমি রব নিষ্ফলের হতাশের দলে।**" **মৃতের** আবার মৃত্যু কি ? এখানে সাত, পাঁচ, দশ, কানা, বড়ো, নিষ্ফল, হতাশ প্রভৃতি বিশেষণে বিভক্তিচিহ্ন যুক্ত হওয়ায় পদগুলি বিশেষ্যের মতো ব্যবহৃত হইয়াছে। "**নইলে তোর মনের কালো** (বিশেষণে শূন্যবিভক্তিযোগে) **ঘুচবে না রে।**"

কারকবিভক্তি আলোচনা করিবার পূর্বে **একটি মূল্যবান্ আলোচনা** সারিয়া লওয়া একান্ত আবশ্যক। সংস্কৃতে কর্তৃকারকে প্রথমা, কর্মে দ্বিতীয়া, করণে তৃতীয়া, সম্প্রদানে চতুর্থী, অপাদানে পঞ্চমী, অধিকরণে সপ্তমী বিভক্তি এবং সম্বন্ধপদে ষষ্ঠী বিভক্তি হয়। সে ভাষায় প্রথমা হইতে সপ্তমী পর্যন্ত প্রতিটি বিভক্তির একবচন, দ্বিবচন ও বহুবচনের বিভক্তিচিহ্ন সুনির্দিষ্ট। ফলে কোনো পদের বিভক্তিচিহ্ন দেখিয়াই পদটির কারক ও বচন বেশ বুঝা যায়। কিন্তু বাংলায় বিভক্তিচিহ্নের নিদারুণ অভাব। তদুপরি সম্বন্ধপদের জন্য নির্দিষ্ট র (এর), কবিতায় ব্যবহার্য রে বাদ দিলে অবশিষ্ট থাকে এ (য়, য়ে), তে (এতে), কে এই তিনটি বিভক্তিচিহ্ন। ইহার সঙ্গে শূন্যবিভক্তি (অ) ধরিলে সংখ্যা দাঁড়ায় চার। ছয়টি কারকের জন্য মাত্র চারিটি বিভক্তিচিহ্ন ! তাহার উপর রহিয়াছে একবচন-বহুবচনের প্রশ্ন, রহিয়াছে সাধু-চলিতের প্রশ্ন। ফলে একই বিভক্তিচিহ্ন দুইটি বা তাহার বেশী কারকে, এমনকি ছয়টি কারকেও ব্যবহৃত হয়। তাই বিভক্তিচিহ্ন দেখিয়া বাংলায় কারক-নির্ণয় করায় বিপদ্ বেশী। দুই-একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি সহজে বুঝা যাইবে :—

শিশু হাসে (কর্তৃকারকে শূন্যবিভক্তিযোগে একবচন)। "**শিশুরা** খেলছিল মায়ের

BANGODARSHAN.COM

কোলে।" (বহুবচনের বিভক্তি রা যোগে কর্তৃকারক)। উদাহরণ দুইটিতে যথাক্রমে একবচন ও বহুবচনের বিভক্তিপ্রয়োগে একই সঙ্গে পদ দুইটির কারক ও বচনসম্বন্ধে ধারণা স্পষ্ট হইতেছে। বাংলা কর্তৃকারক-সম্বন্ধে কথাটি যত সহজে বলা যায়, অন্যান্য কারকের একবচন ও বহুবচন-সম্বন্ধে তত সহজ সিদ্ধান্ত সম্ভব নয়। কেননা, বাংলায় রা (এরা) ছাড়া বহুবচনের আর বিভক্তিচিহ্ন নাই। সেইজন্য গণনীয় কোনো শব্দে গণ দিগ সকল প্রভৃতি যোগ করিয়া শব্দটিকে বহুবচনে রূপান্তরিত করার পর আবার তাহাতে একবচনের বিভক্তিচিহ্ন যোগ করিতে হয়। যেমন,—বালকগণকে, মা-সকলকে, বইগুলোকে ইত্যাদি।

আবার, সর্বপাপ হরিণ **গঙ্গায়** (কর্তৃকারকে এ বিভক্তি)। **ভক্তিভরে পূজিনু গঙ্গায়** (কর্মে এ বিভক্তি)। বর্ষায় জেলেরা **গঙ্গায়** ইলিশ ধরে (অপাদানে এ বিভক্তি)। **গঙ্গায়** মাঝে মাঝে হাঙর দেখা দেয় (অধিকরণে এ)। চারিটি কারকেই এ বিভক্তি। আমরা **চোখে** (করণ) দেখি। **চোখে** (অপাদান) জল পড়ছে কেন ? **চোখে** কুটি পড়েছে (অধিকরণ)। এক পলকের দেখায় **চোখে** (কর্তৃ) কি তৃপ্তি পায় ? এখানে বিভক্তিচিহ্ন দেখিয়া নয়, অর্থ বুঝিয়াই কারক নির্ণয় করিতে হইতেছে। বস্তুতঃ বাংলায় কারক-নির্ণয়ের ইহাই একমাত্র পথ। বাংলা ভাষার এই আন্তর বৈশিষ্ট্যের জন্যই রবীন্দ্রনাথ, রামেন্দ্রসুন্দর প্রভৃতি দিক্‌পালগণ বাংলা ব্যাকরণকে সংস্কৃত ব্যাকরণের কবল হইতে মুক্তি দিতে চাহিয়াছিলেন। অতি-সম্প্রতি মাননীয় মধ্যশিক্ষা-পর্ষদের আনুকূল্যে বিভক্তিনির্ণয়ের ক্ষেত্রে প্রথমা দ্বিতীয়া তৃতীয়া ইত্যাদি উল্লেখ না করিয়া কেবল বিভক্তিচিহ্নের উল্লেখ করাই স্বীকৃত হইয়াছে।

মনে রাখিও—আ-কারান্ত, ই-কারান্ত, এ-কারান্ত এবং ও-কারান্ত শব্দে যুক্ত হইলে এ বিভক্তিটি য় (য়ে) হইয়া যায়। লতা+এ=লতায় ; ঝি+এ=ঝিয়ে ; বেদে+এ =বেদেয় ; বুড়ো+এ=বুড়োয় ইত্যাদি।

এইবার বিভিন্ন কারকের বিস্তৃত আলোচনা। আমাদের দেওয়া প্রতিটি উদাহরণে শব্দবিভক্তিচিহ্ন ও অনুসর্গের প্রয়োগ ভালোভাবে লক্ষ্য করিবে। যেকোনো কারক পাঠ করিবার সময় প্রদত্ত প্রতিটি উদাহরণে পূর্ববর্তী কারকগুলির কোন্‌টি কোন্‌টি কোন্ কোন্ বিভক্তিচিহ্নসহ বিদ্যমান, তাহাও লক্ষ্য কর।

কর্তৃকারক

"**দুনয়নে** অভাগার বহিতেছে নীর।" "**চাতক** কাতরে ডাকে।" "**পোহায় রজনী, জাগিছে জননী** বিপুল নীড়ে।" "**মুক্তবেণী** পিঠের পরে লোটে।" "**এক যে ছিল পাখি।**" "**সে** তার জ্যাঠার বিষয় নেবে না।" "**স্বভাব** সকলের আগে আগে যায়।" এই বাক্যগুলিতে ক্রিয়াপদগুলি লক্ষ্য কর। কী বহিতেছে ?—**নীর**। কে ডাকে ?—**চাতক**। কী পোহায় ?—**রজনী**। কে জাগিছে ?—**জননী**। কী লোটে ?— **মুক্তবেণী**। কে ছিল ?—**পাখি**। কে নেবে না ?—**সে**। কী যায় ?—**স্বভাব**। প্রতিটি ক্রিয়াকে প্রশ্ন কর—কাজটি কে করিতেছে, কী হইতেছে ইত্যাদি। এই প্রশ্নগুলির যে উত্তর পাওয়া গেল, তাহাই কর্তৃকারক।

৮১। **কর্তৃকারক : যে বা যাহারা স্বয়ং কোনো ক্রিয়া সম্পাদন করে তাহাকে বা তাহাদিগকে কর্তৃকারক বলে। কর্তৃকারকই বাক্যের মুখ্য উদ্দেশ্য।**

॥ কর্তৃকারকের প্রকারভেদ ॥

(ক) **উহ্য কর্তা :** মধ্যমপুরুষ ও উত্তমপুরুষ কর্তা অনেক স্থলেই উহ্য থাকে। সমাপিকা ক্রিয়াকে প্রশ্ন করিয়া এই উহ্য কর্তাকে উদ্ধার করিতে হয়। (১) "ঘরের ছেলের চক্ষে দেখেছি বিশ্বভূপের ছায়া।" [কর্তা আমি বা আমরা উহ্য] (২) "ভুলতে পারি হোলির দিবস, ফাগের দাগ যে তুলতে নারি।" [দুই জায়গাতেই আমি বা আমরা উহ্য] (৩) "মার অভিষেকে এসো এসো ত্বরা।" [কর্তা তোমরা উহ্য] (৪) "বৈরাগীর উত্তরীয় পতাকা করিয়া নিয়ো।" [তুমি উহ্য] (৫) "হরো জগতের বিরহ-আঁধার, দাও গো অমৃতদীক্ষা।" [দুইটি ক্রিয়ারই কর্তা তুমি উহ্য] (৬) "পূজা করে পাইনি তোরে, এবার চোখের জলে এলি।" [উত্তমপুরুষের কর্তা আমি এবং স্নেহার্থক মধ্যমপুরুষের কর্তা তুই দুইটিই উহ্য] (৭) "বনের পাখি, আয়, খাঁচায় থাকি নিরিবিলে।" [যথাক্রমে তুই ও আমরা উহ্য] (৮) লীলাময়ীর লীলাখেলা কেমন করে বুঝব, বল্। [উত্তমপুরুষ আমি ও তুচ্ছার্থক মধ্যমপুরুষ তুই উহ্য] (৯) "ওপাড়া হইতে আয় মায়েঝিয়ে।" [কর্তা তোরা উহ্য]

প্রথমপুরুষের কর্তাও উহ্য থাকে। "যে-সব জিনিস সঙ্গে আনিয়াছিলেন [তিনি উহ্য] সবই বিকাইয়া গিয়াছে। তাহার বদলে যাহা পাইয়াছেন [তিনি উহ্য], তত ভালো জিনিস, আর তত বেশী জিনিস আর কখনও পান নাই [তিনি উহ্য]।"

(খ) **বহু ক্রিয়ার এক কর্তা :** (১) "আবার সাতগাঁ যাইবে, আবার পুরানো খেলুড়িদের সঙ্গে খেলা করিবে, আবার গঙ্গায় স্নান করিবে।" [তিনটি সমাপিকা ক্রিয়ার একই কর্তা সে—তাহাও আবার উহ্য।] (২) "ইহা স্থির করিয়া সকাতর-চিত্তে হস্ত হইতে হুঁকা নামাইয়া, অনেক অনুসন্ধানে এক ভগ্ন যষ্টি আবিষ্কৃত করিয়া সগর্বে মার্জারী প্রতি ধাবমান হইলাম।" [প্রথমের দিকে তিনটি অসমাপিকা ও শেষের একটি সমাপিকা ক্রিয়ার একই কর্তা আমি—উহ্য রহিয়াছে] (৩) "ভৎ'সিয়া গর্জ্জিয়া উঠি কহিলা ব্রাহ্মণ, 'আমি তোর রক্ষাকর্তা!'" [দুইটি অসমাপিকা ও একটি সমাপিকার একই কর্তা ব্রাহ্মণ।]

(গ) **এক ক্রিয়ার বহু কর্তা :** নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দর, সাধারণলোকের দুঃখদুর্দশা, দেশে চুরি-ডাকাতির সংখ্যা, দুর্নীতিদমনে সরকারের অক্ষমতার বোঝা তথা স্বভাবলঙ্ঘার ভার একই সঙ্গে বাড়িয়া চলিল। [একটিমাত্র সমাপিকা ক্রিয়া বাড়িয়া চলিল-র পাঁচটি কর্তা।]

(ঘ) **সমধাতুজ কর্তা :** অকর্মিকা ক্রিয়াটি যে ধাতু হইতে নিষ্পন্ন সেই ধাতু-নিষ্পন্ন কোনো বিশেষ্য যদি সেই ক্রিয়ার কর্তা হয় তখন সেই কর্তাকে সমধাতুজ কর্তা বা সগোত্র কর্তা বলে। (১) "শিমুলগাছটার বড়ো বাড় বেড়েছে!" [একই 'বাড়্' ধাতু হইতে বাড় (√বাড়্+অ) বিশেষ্যপদটি এবং বেড়েছে (√বাড়্+এছে) ক্রিয়াপদটি নিষ্পন্ন, এবং বাড় পদটি বেড়েছে ক্রিয়ার কর্তা] (২) পাপের ফল এমন চমৎকারভাবেই ফলে। [ফল (√ফল্+অ) বিশেষ্যপদটি ও ফলে (√ফল্+এ) ক্রিয়াপদটি একই 'ফল্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন, এবং ফল পদটি ফলে ক্রিয়ার কর্তা] (৩) এমন অনুকূল ঘটনা সাধারণতঃ ঘটে না। [ঘটনা (√ঘট্+অন+আ), ঘটে (√ঘট্+এ)] (৪) "আশ্বিনের মাঝামাঝি উঠিল বাজনা বাজি।" [বাজনা (√বাজ্+না), বাজি = বাজিয়া (√বাজ্+ইয়া) অসমাপিকা ক্রিয়ার সংক্ষিপ্ত রূপ—কেবল কবিতায়।]

BANGODARSHAN.COM

(ঙ) **প্রযোজক কর্তা ও প্রযোজ্য কর্তা :** যে কর্তা নিজে না করিয়া অন্যকে দিয়া কাজটি করাইয়া লয় তাহাকে প্রযোজক কর্তা বলে। আর প্রযোজক কর্তা যাহাকে দিয়া কাজটি করাইয়া লয় তাহাকে প্রযোজ্য কর্তা বলে। (১) কেয়া কুঙ্কুমকে পড়াইবে। এখানে পড়া কাজটি কেয়া নিজে করিবে না, কুঙ্কুমকে দিয়া করাইবে। এইজন্য কেয়া প্রযোজক কর্তা। আবার, পড়া কাজটি কুঙ্কুম করিবে বটে কিন্তু নিজেই করিবে না, কেয়ার প্রেরণায় করিবে। তাই কুঙ্কুম হইতেছে প্রযোজ্য কর্তা। (২) মা শিশুকে চাঁদ দেখাইতেছেন।—এখানে মা প্রযোজক কর্তা, শিশুকে প্রযোজ্য কর্তা। (৩) কঙ্কা চন্দ্রাকে দিয়ে আমায় কথাটা বলাল। কঙ্কা প্রযোজক কর্তা, চন্দ্রাকে দিয়ে প্রযোজ্য কর্তা। লক্ষ্য কর, প্রথম দুইটি উদাহরণে প্রযোজ্য কর্তায় কে বিভক্তি হইয়াছে, কিন্তু শেষেরটিতে কে বিভক্তির অতিরিক্ত দিয়ে অনুসর্গটি যুক্ত হইয়াছে।

(চ) **নিরপেক্ষ কর্তা :** একই বাক্যে সমাপিকা ও অসমাপিকা ক্রিয়ার কর্তা বিভিন্ন হইলে অসমাপিকা ক্রিয়ার কর্তাকে নিরপেক্ষ কর্তা (Nominative Absolute) বলে। (১) "তুমি মাতৃহীন হইলে আমি তোমায় প্রতিপালন করিয়াছিলাম।"—বিদ্যাসাগর। ['হইলে' অসমাপিকা ক্রিয়াটির কর্তা তুমি—নিরপেক্ষ কর্তা, কিন্তু 'করিয়াছিলাম' সমাপিকা ক্রিয়ার কর্তা আমি।] (২) "আঁখি গেলে মোর সীমা চলে যাবে।"—রবীন্দ্রনাথ। (৩) "আমি না করিলে কে করিবে আর উদ্ধার এই দেশ?"—দ্বিজেন্দ্রলাল। (৪) দাঁত থাকতে মানুষ দাঁতের মর্যাদা বোঝে না।

(ছ) **কর্মকর্তৃবাচ্যের কর্তা :** বাক্যে ক্রিয়ার কর্তার উল্লেখ না থাকিলে কর্মই যখন কর্তার মতো প্রাধান্যলাভ করে বলিয়া মনে হয়, তখন সেই কর্মটিকে বলা হয় কর্ম-কর্তৃবাচ্যের কর্তা। পরমরসের দ্বার নিমেষে খুলিল [√খুল্)। (অন্য কেহ দ্বার খুলিল, অতএব সেই অন্য কেহ কর্তা, দ্বার কর্ম। কিন্তু কর্তার উল্লেখ না করিয়া বাক্যটি এমনইভাবে গঠিত হইয়াছে যেন দ্বারই কর্তৃপদ অধিকার করিতেছে। কর্তৃপদ অধিকার করিয়া কর্মটি কর্মকর্তৃপদ হইয়াছে, এবং মূলের সকর্মকা ক্রিয়া খুলিল অকর্মকারূপে প্রতীয়মান হইতেছে)। বালতিটা ভরেনি (√ভর্) এখনও? খদ্দর ছেঁড়ে (√ছিঁড়্) কম। "প্রভাতের ফল বিকালবেলায় বিকায় (√বিকা) হেলায়।" "ভাঙল (√ভাঙ্) সুখের হাট।"

(জ) **অনুক্ত কর্তা :** কর্মবাচ্য ও ভাববাচ্যের কর্তা প্রধানরূপে উক্ত হয় না বলিয়া সেই কর্তাকে অনুক্ত (উক্ত নয়) কর্তা বলে। ক্রিয়াটিকে কর্তৃবাচ্য হইতে কর্মবাচ্যে বা ভাববাচ্যে রূপান্তরিত করিলে কর্তৃবাচ্যের কর্তা তখন দ্বারা দিয়া কর্তৃক প্রভৃতি অনুসর্গযুক্ত হয় এবং ভাববাচ্যের কর্তা সম্বন্ধপদের বিভক্তিযুক্ত হয়। (১) কর্মবাচ্যে : আমার দ্বারা এ কাজ হতে পারে না। বাল্মীকি কর্তৃক পৃথিবীর আদি মহাকাব্য রচিত হইয়াছে। (২) ভাববাচ্যে : আপনার থাকা হয় কোথায়? আমার আজ আর আপিস যাওয়া হলই না।

(ঝ) **ব্যতিহার কর্তা :** পারস্পরিক ক্রিয়া-বিনিময় বুঝাইলে সেই ক্রিয়ার কর্তা দুইটিকে ব্যতিহার কর্তা বলে। রাজায় রাজায় যুদ্ধ করে, উলুখাগড়ার প্রাণ হরে। ছেলেটিকে নিয়ে যমে মানুষে টানাটানি করছে। বাপ-ব্যাটাতে হাতাহাতি করছে, দেখে নাতিপুঁতি। ছেলেয় ছেলেয় ঝগড়া অমন কয়েই।

(ঞ) **সহযোগী কর্তা :** দুইটি কর্তার মধ্যে সহযোগিতার ভাবটি পরিস্ফুট হইলে

কর্তা দুইটিকে সহযোগী কর্তা বলে। এখানে **বাঘে বলদে** একঘাটে জল খায়। [বাঘ ও বলদ যথাক্রমে শত্রুতাজনিত আক্রমণ ও ভয় ভুলিয়া মিলিতভাবে জল খায়।] বুনছে কাঁথা গুনগুনিয়ে **শাউড়ী-বউয়ে**।

ব্যতিহার কর্তা ও সহযোগী কর্তার পার্থক্যটি মনে রাখিও।—ব্যতিহারে প্রতিযোগিতার ভাব, আর সহযোগী কর্তায় সহযোগিতার ভাব প্রকাশ পায়।

(ট) **সাধন কর্তা : উপকরণকে কর্তৃরূপে ব্যবহার করিলে সাধন কর্তা হয়।** ঢেঁকি স্বর্গে গিয়েও ধান ভানে। পাড়াগাঁয়ে এখনও কিছু কিছু **ঘানি** সরষে ভাঙে বইকি। এখানে ধান ভানিবার ও সরিষা ভাঙিবার উপকরণ যথাক্রমে ঢেঁকি ও ঘানি নিজেরাই কর্তৃপদ দখল করিয়াছে।

(ঠ) **বাক্যাংশ কর্তা (Noun Phrase as a Subject) :** সমাপিকা ক্রিয়া-বিহীন পদসমষ্টি বিশেষ্যধর্মী হইয়া একটি অখণ্ড ভাব প্রকাশ করিলে বাক্যের কর্তৃপদ পাইতে পারে।—**পরের মাথায় কাঁঠাল ভাঙা** মানুষের চিরকালের স্বভাব। **সৎপথে জীবনযাপন করা** আদৌ সহজ নয়।

(ড) উপবাক্যীয় কর্তা (Noun Clause as a Subject) : বাক্যের বিশেষ্যধর্মী উপাদান-বাক্য কর্তৃপদ পাইলে তাহাকে উপবাক্যীয় কর্তা বলে। **সে আমায় এমন করে ফাঁকি দেবে** মনে তো হয় না। **নিজেকে জানতে চেষ্টা করো**—সক্রেটিসের জীবনবেদ ছিল। "**ভয় কারে কয়** নাইক **জানা**।"

কর্তৃকারকের বিভক্তি—কর্তৃকারকে প্রধান বিভক্তিচিহ্ন **অ** (শূন্যবিভক্তি) শব্দের সঙ্গে যুক্ত হইলে শব্দটি অপরিবর্তিত থাকে। শূন্যবিভক্তিযুক্ত কর্তৃকারকের উদাহরণ পূর্বে অনেকগুলি দেওয়া হইয়াছে, আরও কয়েকটি দেখ : "**বাবু** কহিলেন, 'বুঝেছ উপেন ?' " "**কত বেদ**, কত **মন্ত্র**, **মহাযজ্ঞ** কত পবিত্রিলা এই দেশ।" "কত **শুকতারা** যে স্বপ্নে তাহার রেখে গেছে স্পর্শ।" এ সংসারে **লোভই** ভিখারী, **সন্তুষ্টিই** রাজা। "জাগে **আকাশ**, ছোটে **বাতাস**, হাসে সকল **ধরা**।" "এত আলো **কে** ছড়াল এ কালো আঁধার মনে।" "**কারাগার** করে অভ্যর্থনা।"

কর্তৃকারকের অন্যান্য বিভক্তিচিহ্ন হইল **এ (য়, য়ে), তে (এতে)**। এই বিভক্তি-চিহ্নগুলি পদটিতে সর্বদাই যুক্ত থাকে। নীচের উদাহরণগুলি লক্ষ্য কর।—

এ (অ-কারান্ত ও ব্যঞ্জনান্ত শব্দে) : গ্রামের জমিজমা **পাঁচভূতে** লুটেছে। **লোকে** তো কত কথাই বলে। "নীরব আকাশ মুখর করে **শঙ্খচিলের ডাকে**।" "বল বল বল **সবে** শতবীণাবেণুরবে।" "যাহা জগদীশ্বরের হাত, তাহা **পণ্ডিতে** বলিতে পারে না।" "তাহারে ধরিল **জ্বরে**।" "তাকে তখন **বৈরাগ্যে** পেয়ে বসেছে।" "প্রভাতে পরের দিন **পথিকে** এসে সব তুলে নিয়ে গেল আপন দেশে।" "**স্মৃতিভ্রংশে** বুদ্ধিনাশ, **বুদ্ধিনাশে** নষ্ট নরাধম।" [**ঘটিলে** অসমাপিকা ক্রিয়ার লোপে তাহার কর্তৃকারকে এ বিভক্তি।]

য়, য়ে (আ-কারান্ত, ই-কারান্ত, এ-কারান্ত, ও-কারান্ত শব্দে এ বিভক্তির রূপান্তর) : **খুড়োভাইপোয়** আপস করছে। **মায়ে** বলে, "পড় পুত।" "সাপের হাসি **বেদেয়** চেনে।" **ক্ষমতায়** মানুষের বিকৃতি ঘটায়, **অজ্ঞতায়** বিচ্ছিন্নতা আনে। **বুড়োর কাজ কি ছেলেয়** পারে ? পুরনো **ঘিয়ে** অনেক রোগের উপশম করে।

তে (ই-কারান্ত, উ-কারান্ত শব্দে) : **ট্যাক্সিতে** আর কত **ধকল** সয় ? আমাদের **দেশে গোরুতে** লাঙল টানে। "**টুনটুনিতে** টুনটুনাক।"

BANGODARSHAN.COM

এতে (অ-কারান্ত ও ব্যঞ্জনান্ত শব্দে) : "**মূর্খেতে** বুঝিতে নারে বহুর চাল্লশে।" **বণিকেতে** গলা কাটে ভালো।

কর্মবাচ্য ও ভাববাচ্যের কর্তায় কে (কবিতায় রে) : সব কবিতাই গান নয়, কিন্তু সব **গানকেই** কবিতা হতে হয়। "এখন কিনা **হিন্দুকে** ইনডাস্ট্রিয়াল স্কুলে পুতুলগড়া শিখিতে হয়।" "হেথায় **সবারে** হবে মিলিবারে।" "সীতেনাথের সংসারে সবকিছুই **রূপোকে** দেখতে হয়।"

র (**এর**) : **মৌমাছির মধুসঞ্চয়** পরেরই জন্যে। তদ্রূপ, **সভাপতির** ভাষণ, **নরপতির** দান, **মায়ের স্নেহ**, **শিক্ষকের** উপদেশ ইত্যাদি।

অনুসর্গ—দ্বারা, দিয়া, দিয়ে, হইতে, কর্তৃক প্রভৃতি অনুসর্গগুলি কর্মবাচ্যের কর্তায় (অনুক্ত কর্তায়) প্রযুক্ত হয়। **আমা হতে** এই কার্য হবে না সম্ভব। **পুলিস কর্তৃক** চোর ধৃত হইল।

কর্মকারক

"গুরু-কাছে লব গুরু **দুখ**।" "মোর অশ্রু **তোমারে** কাঁদায়।" "ভুলি স্বারাকর্তার **ঘটা**, কংসবধের **গৌরবও**।" **তোমাকেই** খুঁজছিলাম। "তার ললাটের **সিঁদুর** নিয়ে ভোরের রবি ওঠে।" "আমাদিগকে জ্ঞানবৃক্ষের **ফল** খাওয়াইলেন।" "**রূপকথা** শুনেছি না, শুনছি মানবজীবনের অপরূপ **কথা**।"—এই বাক্যগুলির ক্রিয়াগুলিকে **একে একে প্রশ্ন** কর—কী লইব ?—**দুখ**। কাহাকে কাঁদায় ?—**তোমারে**। কী ভুলি ?—**ঘটা** ও **গৌরব**। কাহাকে খুঁজিতেছিলাম ?—**তোমাকেই**। কী লইয়া ?—**সিঁদুর**। কী খাওয়াইলেন ?—**ফল**। কী শুনিতেছি ?—**রূপকথা, কথা**। এই **দুখ, তোমারে, ঘটা, গৌরব, তোমাকেই, সিঁদুর, ফল, রূপকথা, কথা—কর্মকারক**।

৪২। **কর্মকারক : কর্তা যাহাকে আশ্রয় করিয়া ক্রিয়া সম্পাদন করে তাহাই কর্মকারক। কর্মকে অবলম্বন করিয়াই ক্রিয়া পূর্ণতা পায়।**

কর্মকারক চিনিতে হইলে ক্রিয়াটিকে **কী, কাহাকে, কোন্‌টি** ইত্যাদি প্রশ্ন করিয়া যে উত্তর পাইবে **সেই উত্তরই কর্মকারক**।

কর্ম-সম্বন্ধে আমাদের একটু প্রাথমিক আলোচনা সারিয়া রাখা প্রয়োজন। বাংলায় ব্যবহৃত সকল ক্রিয়ারই **কর্ম** থাকে না। **সে-সমস্ত ক্রিয়ার কর্ম থাকে তাহাদিগকে সকর্মিকা ক্রিয়া বলা হয়।** পূর্বের বাক্যগুলিতে **লব, কাঁদায়, ভুলি, খুঁজছিলাম, নিয়ে**, খাওয়াইলেন, **শুনছি** প্রভৃতি **সকর্মিকা ক্রিয়া**। কিন্তু **যে ক্রিয়ার কর্ম নাই, যে ক্রিয়ার দ্বারা কেবল সত্তা, অবস্থা বা ঘটনা বুঝায় তাহাকে অকর্মিকা ক্রিয়া বলে।** দিব্যেন্দু খুব ভোরে **ওঠে**। ছেলেটি অঘোরে **ঘুমাইতেছে**। "জ্যোৎস্না **নামে** মৃদু-পদে।"—স্থূলাক্ষর ক্রিয়াগুলি অকর্মিকা। কোনো ক্রিয়া সকর্মিকা, কী অকর্মিকা জানিতে হইলে ক্রিয়াটিকে **কী** বা **কাহাকে** বা **কোন্‌টি** প্রশ্ন কর ; **প্রশ্নের যদি উত্তর পাও তবে ক্রিয়াটি সকর্মিকা**, নচেৎ অকর্মিকা।

কর্মকারকে **কে, এ, তে, রে, এরে** প্রভৃতি **বিভক্তিচিহ্ন** যুক্ত হয়।—

কে (**রে** বা এরে কেবল কবিতায়) : **ভগবান্‌কে** চাইবার আবার **সময়-অসময়** আছে না কি ? "**পাখিটাকে** আনো তো।" "বীর্য কার **ক্ষমারে** করে না অতিক্রম ? "ঐ পাথরে কান্নাই মমতার **নির্ঝরিণীকে** ডেকে আনে।" "এক হাতে মোরা **মগেরে** রুখেছি, **মোগলেরে** আর হাতে।" "কেশরী কি কভু ক্ষুদ্র **শশকে** (শশ + কে) বধে ?"

এ (স্থলবিশেষে য়, য়ে) : "পঞ্চশরে দগ্ধ করে করেছ এ কী সন্ন্যাসী।" "নিশ্চয় জানিও মুই ভাখিমু গরলে।" "মৃত্যু দীপ্ত সে মহাজীবনে চিত্ত ভরিয়া লব।" "নৃপে হেরি ছেলে মেয়ে ভয়ে ঘরে যায় ধেয়ে।" তোমায় কতদিন দেখিনি, মা! "ক্ষণপ্রভা প্রভাদানে বাড়ায় মাত্র আঁধার পথিকে ধাঁধিতে।" "নাহি খায় ক্ষীরননীসরে।" "কেশরী কি কভু ক্ষুদ্র শশকে (শশক+এ) বধে?" "এমন লক্ষ্মণে মোর মারিল রাক্ষসে।"

কে, দের : "কাছারিতে কত সেলামি দিলেন?" এবার তোমাদের একটা কঠিন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি। "ইউরোপীয়দের (বহুবচনাত্মক 'দের'-যোগে) আমরা যতই নিন্দা করি-না, অনেক বিষয়ে তাঁহারা খাঁটি মানুষ।" "মাঝে মাঝে প্রাণে তোমার পরশখানি দিয়ো।" ('খানি' এই পদাশ্রিত নির্দেশকযোগে কর্মকারক)।

"আমি কি ডরাই সখি ভিখারী রাঘবে?" "জন্মভূমি-রক্ষাহেতু কে ডরে মরিতে?" এই দুইটি উদাহরণে যথাক্রমে রাঘবে (=রাঘবকে) ও মরিতে (=মরণকে) কর্মকারকই বলিতে হইবে। সংস্কৃতে লজ্জা ও ভয়ার্থক ধাতুর যোগে অপাদানকারক হয়। কিন্তু বাংলায় এক্ষেত্রে অপাদানের কোনো লক্ষণই নাই। লজ্জা করা, লজ্জা পাওয়া, ভয় করা, ভয় পাওয়া—সকর্মকা ক্রিয়া। ভাশুরকে ভ্রাতৃবধূরা স্বভাবতঃই লজ্জা করে। দুর্জনকে সকলেই কি ভয় করেন? "দুখের বেশে এসেছ বলে তোমারে নাহি ডরিব হে।" "বিপদে আমি না যেন করি ভয়।"

শূন্যবিভক্তি : কর্মে শূন্যবিভক্তির প্রয়োগ বেশ ব্যাপক। মুখ্য কর্মে, বিধেয় কর্মে, অপ্রাণিবাচক বিশেষ্যপদ কর্ম হইলে, অনির্দিষ্ট প্রাণী বা জাতি কর্ম হইলে, এবং সাহিত্যকৃতি বুঝাইতে বিখ্যাত সাহিত্যিকের নামে শূন্যবিভক্তির প্রয়োগ হয়। "নাহিলে বিষাদময় এ জীবন কেবা ধরে?" "বিভেদ ভুলিল, জাগায়ে তুলিল একটি বিরাট হিয়া।" "অনুরোধ তার এড়ানো কঠিন বড়ো।" "কিন্তু কোথা পাব রত্নরাজি?" "জীবের মাঝারে দেখেছিলে তুমি রূপ পরমানন্দ।" মামলায় জিততে হলে ভালো উকিল দিও। মা এখন খাবার তৈরি করছেন। "কপালকুণ্ডলা লিখিবার সময় শেক্সপিয়র (শেক্সপিয়রের রচনাবলী) বড় বেশী পড়িতাম।" "বুলবুলিতে ধান খেয়েছে।" "আলো চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই মুক্ত বায়ু।"

কিন্তু কর্মটি সর্বনামপদ হইলে বিভক্তিচিহ্ন লোপ পায় না। "আমারে কিনিয়া লহ।" "কতদিন দেখিনি তোমায়।"

একই ক্রিয়ার একই জাতীয় একাধিক কর্ম থাকিলে শেষেরটিতে বিভক্তি যোগ করা হয়। সুরেন, জিতেন, জীবেন আর হরেনকে ডাক তো গজেন।

অনেক সময় প্রাণিবাচক বিশেষ্যে বিভক্তির যোগে ও বিভক্তির লোপে অর্থের পার্থক্য দেখা যায়। (ক) ট্রেন থামলেই কুলি ডাকবে (কুলি—যেকোনো কুলি); কিন্তু —রিক্‌শাওয়ালাকে ডাক। (নির্দিষ্ট বা পূর্বপরিচিত রিক্‌শাওয়ালা)। (খ) বাবা হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, ডাক্তার ডাকতে যাচ্ছি। (ডাক্তার=যেকোনো ডাক্তার); কিন্তু—ডাক্তারবাবুকে ডেকে আনো। (ডাক্তারবাবুকে=নির্দিষ্ট ডাক্তারকে)।

॥ কর্মের প্রকারভেদ ॥

(ক) মুখ্য কর্ম ও গৌণ কর্ম : কতকগুলি সকর্মকা ক্রিয়ার দুইটি করিয়া কর্ম থাকে, একটি প্রাণিবাচক, অন্যটি বস্তুবাচক। প্রাণিবাচক কর্মটিকে গৌণ কর্ম ও বস্তুবাচক কর্মটিকে মুখ্য কর্ম বলে। এইরূপ দ্বিকর্মবিশিষ্ট ক্রিয়ার নাম দ্বিকর্মিকা

BANGODARSHAN.COM

ক্রিয়া*। মৃণালবাবু শচীনকে ইতিহাস পড়ান। তুমিই তো আমাকে ওকথা বললে। এখানে শচীনকে ও আমাকে গৌণ কর্ম; ইতিহাস ও ওকথা মুখ্য কর্ম। পড়ান ও বললে দ্বিকর্মিকা ক্রিয়া।

মুখ্য ও গৌণ কর্ম চিনিবার উপায় : দ্বিকর্মিকা ক্রিয়াটিকে কাহাকে প্রশ্ন করিয়া যে উত্তর পাইবে তাহা গৌণ কর্ম; আর কী প্রশ্নের উত্তরটি হইতেছে মুখ্য কর্ম। গৌণ কর্ম বিভক্তিযুক্ত হইয়া প্রথমে বসে, মুখ্য কর্মটি শূন্যবিভক্তিযুক্ত হইয়া পরে বসে।

(খ) উদ্দেশ্যকর্ম ও বিধেয় কর্ম : একশ্রেণীর ক্রিয়া আছে যাহাদের কর্মের পরিপূরক হিসাবে অন্য পদ ব্যবহার করিতে হয়। এই পরিপূরক পদটিকে বিধেয় কর্ম বলে। আসল কর্মটি তখন উদ্দেশ্য কর্ম। উদ্দেশ্য কর্ম বিভক্তিযুক্ত হইয়া প্রথমে বসে। বিধেয় কর্মটি শূন্যবিভক্তিযুক্ত হইয়া পরে অবস্থান করে। (১) "তোমারে (উদ্দেশ্য কর্ম) করিল বিধি ভিক্ষুকের প্রতিনিধি (বিধেয় কর্ম)।" (২) পরমহংসদেব টাকাকে (উদ্দেশ্য কর্ম) মাটি (বিধেয় কর্ম), আর মাটিকে (উদ্দেশ্য কর্ম) টাকা (বিধেয় কর্ম) মনে করিতেন। (৩) "আমার কিবা দিবা কিবা সন্ধ্যা, সন্ধ্যাকে বন্ধ্যা করেছি।" (৪) অর্থকেই লোকে পরমার্থ জ্ঞান করে। (৫) "দূরকে করিলে নিকট, বন্ধু, পরকে করিলে ভাই।" (৬) "রাতি (উদ্দেশ্য কর্ম) কৈনু দিবস (বিধেয় কর্ম), দিবস (উদ্দেশ্য কর্ম) কৈনু রাতি (বিধেয় কর্ম)।" (এই উদাহরণটির উদ্দেশ্য কর্মেও বিভক্তিচিহ্ন নাই, লক্ষ্য কর।) (৭) রমেশকে রমেন মনে করেছিলাম।

(গ) সমধাতুজ বা ধাত্বর্থক কর্ম : ক্রিয়াটি যে ধাতু হইতে নিষ্পন্ন সেই ধাতু হইতে নিষ্পন্ন কোনো বিশেষ্যপদ ওই ক্রিয়ার কর্ম হইলে সেই কর্মকে সমধাতুজ কর্ম (Cognate Object) বলে। সমধাতুজ কর্মটি শূন্যবিভক্তিযুক্ত থাকে, এবং ইহার পূর্বে একটি বিশেষণ বা বিশেষণ-স্থানীয় পদ বসে; মাঝে মাঝে বিশেষণপদ ও কর্মটি সমাসবদ্ধও হইয়া যায়। (১) "অসীম স্নেহের হাসি হাসিছেন বসে।" ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য হাসি (√হাস্+ই) এবং ক্রিয়া হাসিছেন (√হাস্+ইছেন) একই হাস্ ধাতু হইতে উৎপন্ন বলিয়া হাসি সমধাতুজ কর্ম; এবং কর্মটির পূর্বে বিশেষণ-সম্বন্ধবাচক স্নেহের পদটি বসিয়াছে। (২) ছেলেবেলার খেলেখেলা আপনমনে খেলছি দিবারাতি। [খেলা (√খেল্ + আ) এবং খেলছি (√খেল্+ছি) একই খেল্ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন; পূর্ববর্তী বিশেষণ বেলে ও কর্ম খেলা সমাসবদ্ধ হইয়াছে।] (৩) "ভক্তিভরে জন্মশোধ শেষ পূজা পূজিয়াছে তারে।" [পূজা (√পূজ্+অ+আ) এবং পূজিয়াছে (√পূজ্+ইয়াছে); পূর্ববর্তী বিশেষণ শেষ।] (৪) "প্রলয়নাচন নাচলে যখন আপন ভুলে, হে নটরাজ।" [নাচন (√ নাচ্+অনট্) এবং নাচলে (√নাচ্+লে); পূর্ববর্তী বিশেষণ প্রলয় সমাসবদ্ধ।] (৫) এখন এক ঘুম ঘুমিয়ে নাও। [ঘুম (√ঘুমা+অ) এবং ঘুমিয়ে (√ঘুমা+ইয়ে); পূর্ববর্তী বিশেষণ এক।] (৬) আর মায়াকান্না কাঁদিস নে বাপু। এখানে লক্ষ্য কর—খেলছি, পূজিয়াছে সকর্মকা ক্রিয়া, আর হাসিছেন, নাচলে, ঘুমিয়ে, কাঁদিস অকর্মকা ক্রিয়া। অতএব অকর্মকা ও সকর্মকা উভয়প্রকার ক্রিয়ারই সমধাতুজ কর্ম থাকিতে পারে।

(ঘ) অসমাপিকা-ক্রিয়ারূপ কর্ম : অসমাপিকা ক্রিয়া ভাববিশেষ্যের অর্থে প্রযুক্ত

* দ্বিকর্মিকা ধাতুর তালিকায় (অষ্টাদশ সংস্করণ : ৩৩০ পৃষ্ঠায়) দ্রষ্টব্য।

হইলে মাঝে মাঝে **কর্মভাব পায়।** **"মরিতে** চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে।" বাঙালী কি হাসতে ভুলেছে? আমরা **বাঁচতে চাই**—বাঁচার মতো বাঁচা।

(ঙ) **বাক্যাংশ কর্ম (Noun Phrase as an Object):** সমাপিকা ক্রিয়া-বিহীন পদসমষ্টি বিশেষ্যধর্মী হইয়া একটি অখণ্ড ভাব প্রকাশ করিলে বাক্যটির প্রধান সকর্মিকা ক্রিয়ার কর্ম হইতে পারে। **আমতা আমতা করে কথা বলা** পছন্দ করি না।

(চ) **উপবাক্যীয় কর্ম (Noun Clause as an Object):** জটিল বাক্যের অপ্রধান উপাদান-বাক্য বিশেষ্যধর্মী হইলে সেটি প্রধান উপাদান-বাক্যের অন্তর্গত সকর্মিকা ক্রিয়ার কর্ম হইতে পারে। "কে না জানে **অম্বুবিম্ব অম্বুমুখে সদ্যঃপাতী?**" **সাধুতাই শ্রেষ্ঠ পন্থা** জানিহ নিশ্চয়। **"শুন ধনি, রাজকাজ দরিদ্র-পালন।"**

(ছ) **উহ্য কর্ম:** আপনি এখনও খাননি (সকর্মক খা ধাতুর কর্ম ভাত বা রুটি উহ্য)। "মনমাঝি তোর বইঠা নে রে, আমি আর বাইতে পারি না।" (বাইতে সকর্মিকা ক্রিয়ার কর্ম দাঁড় উহ্য)। ঘোড়াটা বছরদশেক টানছে (কর্ম গাড়ি উহ্য)।

(জ) **অক্ষুণ্ণ কর্ম:** কর্তৃবাচ্যের দুইটি কর্ম কর্মবাচ্যেও অপরিবর্তিত থাকিলে, সেই কর্মকে অক্ষুণ্ণ কর্ম বলা হয়। মহর্ষি **শকুন্তলাকে** শাশ্বত নারীধর্মের **কথাই** বলিয়াছেন (কর্তৃবাচ্য: শকুন্তলাকে ও কথা—দুইটি কর্ম)। (মহর্ষির দ্বারা) **শকুন্তলাকে** শাশ্বত নারীধর্মের **কথাই** বলা হইয়াছে (কর্মবাচ্য—দুইটি কর্মই অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে)।

(ঝ) **কর্মের বীপ্সা (পুনরাবৃত্তি):** **"জনে জনে** ডাকিয়াছি, করেছে বিমুখ।" **কী কী** চাও, বল। **যা যা** বলেছিলুম, করেছ?

করণকারক

"আঁকিতেছিল সে **যত্নে** সিঁদুর সীমন্তসীমা-'পরে।" "পূজা হোম যাগ প্রতিমা-অর্চনা—**এ সকলে** এবে কিছুই হবে না।" "ও সে **স্বপ্ন দিয়ে** তৈরী সে দেশ **স্মৃতি দিয়ে** ঘেরা।" **"একসূত্রে** বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন।" "মা মেনকার **অশ্রুকণায়** বিশাল গিরীশ পড়ল ঢাকা।" "অরুণ **আলোয়** শুকতারা গেল মিলিয়ে।" "আশার **ছলনে** ভুলি কী ফল লভিনু হায়!" উদাহরণগুলি লক্ষ্য কর। কেমন করিয়া আঁকিতেছিল? —**যত্নে।** কিসে কিছুই হইবে না?—**এ সকলে।** কী দিয়া তৈয়ারী?—**স্বপ্ন দিয়ে।** কী দিয়া ঘেরা?—**স্মৃতি দিয়ে।** কিসে বাঁধিয়াছি?—**একসূত্রে।** কিসের দ্বারা ঢাকা পড়িল?—**অশ্রুকণায়।** কিসের দ্বারা মিলাইয়া গেল?—**আলোয়।** কিসের দ্বারা ভুলিয়া?—**ছলনে** (ছলনায়)। স্থূলাক্ষর পদগুলির সাহায্যে সংশ্লিষ্ট ক্রিয়াগুলি সম্পাদিত হইতেছে। এইজন্য ইহারা **করণকারক।**

৮৩। **করণকারক: কর্তা যাহার সাহায্যে ক্রিয়া সম্পাদন করে তাহাকে করণকারক বলে।**

করণকারকে বিভক্তিচিহ্ন—এ (স্থলবিশেষে য়, য়ে), তে (এতে), র (এর) প্রভৃতি বিবিধ বিভক্তিচিহ্নের প্রয়োগ হয়। "বিহঙ্গ **বাটুলে** বিন্ধে **লতায়** জড়িয়া বান্ধে।" "তোমারে করিবে বন্দী নিত্যকাল **মৃত্তিকা-শৃঙ্খলে** সাধ্য আছে কার।" আবৃত্তির মাধুর্য আবৃত্তিকারের **অঙ্গসঞ্চালনে** নয়, তাঁর কণ্ঠস্বরের সুডৌল **উত্থান-পতনে।** "সবুজ **ঘাসে** ছেয়ে গেছে মাঠ।" "আপনার **হাতে** দিতেন জ্বালায়ে কনক-প্রদীপমালা।"

BANGODARSHAN.COM

"পূরবীতে (পূরবী রাগিণী-যোগে) ধরি তান···গাহিতে লাগিল রামদাস।" "নিবাও বাসনাবহ্নি নয়নের **নীরে।"** "দুই ধারে তৃণের মঞ্জরী সিক্ত মোর **আঁখিজলে।"** "প্লাবিয়াছ চারিধার কি **সৌরভে, লাবণ্যজোয়ারে!"** দেখো, **ছুরিতে** যেন আঙ্গুল কেটো না। **ট্যাক্সিতে** এলাম, বাসে যা ভিড়। **টাকায়** বাঘের দুধ পাওয়া যায়। **মুখে** আমরা অনেকেই রাজা-উজির মারি। **চোখে** দেখি, **কানে** শুনি। হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলিয়ো না। এত মোটা **কলমে** লেখা যায়? **"গৈরিকে** আজ কে ছোপালে কমলাফুলী চেলী?" "আলতাপরা পায়ের **ছোঁয়ায়** রক্তকমল ফোটে।" স্বর্ণসীতা **সোনায়** গড়া, না **অশ্রুতে**? **তৃপ্তির প্রসাদে** তাঁর ভরে গেল বুক। "উদ্যান উজ্জ্বল শত **শ্বেতপুষ্পহাসে।"** চাই শুধু একটা **কলমের** (কলম দিয়া অর্থে) খোঁচা। পুলিসের **রুলের** (রুল দিয়া অর্থে) গুঁতো কত গুণ্ডাকে যে ঠাণ্ডা করল। "যে হয় আপনজনা, **নয়নে** তারে যায় গো চেনা।"

দ্বারা, দিয়া (দিয়ে), করিয়া (করে), কর্তৃক, হইতে (হতে) প্রভৃতি অনুসর্গের প্রয়োগ: নিজে না গিয়ে **লোক দিয়ে** তত্ত্ব পাঠাও না। "সাত মাসের **বাছুরকে দিয়ে** ওই জানালা না চাটাতে পারলে শোধন হবে না।" (বিচিত্র উদাহরণ: **অনুসর্গ থাকা** সত্ত্বেও মূল শব্দে কে বিভক্তির প্রয়োগ) **"নৌকা করে** বউ এল রে।" **জল কাচের** গ্লাসে করে দাও। "কালী শুধু **মাটি দিয়ে** গড়া নয়, **মন্ত্র দিয়েও।"** এ **সন্তান হতে** (সন্তানের দ্বারা অর্থে) তব বৃদ্ধি পাবে বংশের গৌরব। "এ কার্য **বীরেন্দ্রসিংহ হইতে** হইবে না।" জগৎকে **বই দিয়ে** না ছুঁয়ে **মন দিয়ে** ছুঁতে চেষ্টা কর।

করণে শূন্যবিভক্তি: ক্রীড়ার্থক ও প্রহারার্থক ক্রিয়ার করণে বিভক্তি লোপ পায়। যুধিষ্ঠির আবার **পাশা** (পাশা দিয়া) খেলিতে বসিলেন। **তাস** খেলা ছেড়ে **ফুটবল** খেলা ও **লাঠি** খেলা শেখ। গাধাকে হাজার **চাবুক** (চাবুক দিয়া অর্থে) মারো, সে গাধাই থাকবে। শিক্ষকমহাশয় ছাত্রটিকে **বেত** মারিলেন। সেইরূপ **লাঠি** মারা, **ঢিল** মারা, **ঘুষি** মারা ইত্যাদি। এখানে **দ্বারা বা দিয়া অনুসর্গের লোপে স্থূলাক্ষর পদগুলিতে করণকারকে শূন্যবিভক্তি হইয়াছে।**

ক্রিয়াটিকে কাহার দ্বারা, কিসে, কী দিয়া ইত্যাদি প্রশ্ন করিলে যে উত্তর পাইবে, তাহাই করণকারক।

॥ করণের শ্রেণীবিভাগ ॥

(ক) **যন্ত্রাত্মক করণ:** ক্রিয়াসম্পাদনের ইন্দ্রিয়গোচর উপায়কে যন্ত্রাত্মক করণ বলে। "**আঁখিতে** তোর গড়িছে মুকুতা সাগরের জলপরী।" **রঙীন চশমায়** সবকিছুই রঙীন দেখায়। আকাশ কি **ধোঁয়ায়** মলিন হয়? "আনিলা তোমার স্বামী বান্ধি নিজ **গুণে।"** (ধনুকের ছিলায়)

(খ) **উপায়াত্মক করণ:** ক্রিয়াসম্পাদনের উপায়টি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য না হইলে তাহাকে উপায়াত্মক করণ বলে। **বলে** না হোক, **ছলে** বা **কৌশলে** কার্যসিদ্ধি চাই-ই। অন্তর যাদের **ঘৃণায়** পূর্ণ, তারা করবে জনকল্যাণ? "**কীর্তনে** আর বাউলের **গানে** আমরা দিয়েছি খুলি।" বক্তৃতার **বাহাদুরিতে** পেট ভরে না। "আনিলা তোমার স্বামী বান্ধি নিজ **গুণে।"** (চারিত্রিক উৎকর্ষে)

(গ) **সমধাতুজ করণ: কোনো ক্রিয়া বা ক্রিয়াজাত বিশেষণ যে ধাতু হইতে সৃষ্ট করণকারকটিও যদি সেই ধাতুনিষ্পন্ন হয় তাহা হইলে সেই করণকে সমধাতুজ করণ বলে।** পৃথিবী আমাদের কী মায়ার **বাঁধনেই** না বেঁধেছে। (বাঁধন বিশেষ্যপদটি এবং বেঁধেছে

ক্রিয়াপদটি একই বাঁধ্ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন)। বৃদ্ধাটি জরায় জীর্ণ দেহখানা নিয়ে জগন্নাথদর্শনে চলেছেন (বিশেষ্য জরা ও বিশেষণ জীর্ণ একই সংস্কৃত জৄ ধাতুনিষ্পন্ন)। ঝাড়ন দিয়ে চেয়ার-টেবিলগুলো ঝেড়ে দাও (ঝাড়ন ও ঝেড়ে একই ঝাড়্ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন)। বড়ো জ্বালায় জ্বলছি। "তোমার মতো এমন টানে কেউ তো টানে না।"

(ঘ) করণের বীপ্সা : "রঞ্জিয়াছ পুষ্পে পুষ্পে ধরিত্রীর বিচিত্র অলক।" তারায় তারায় ভরা নিশীথ-আকাশ। রোগে রোগে দেহটা জীর্ণ হয়ে গেল। জলে জলে পচে গেল দেশটা।

সম্প্রদানকারক

স্বচ্ছতোয়া ভিখারীকে ভিক্ষা দিতেছে। "তোমায় কেন দিইনি আমার সকল শূন্য করে?" "অন্ধজনে দেহো আলো, মৃতজনে দেহো প্রাণ।" "আমাদিগকে কাহার হস্তে সমর্পণ করিলে, বল।" উদাহরণগুলি দেখ।—স্বচ্ছতোয়া কাহাকে ভিক্ষা দিতেছে?—ভিখারীকে। এই ভিক্ষা সে কি আবার ফেরত লইবে?—নিশ্চয়ই না। সে কি বাধ্য হইয়া ভিক্ষা দিতেছে?—না, অন্তরের টানে দিতেছে। অতএব দেখা গেল যে, এই ভিক্ষাদান স্বচ্ছতোয়ার নিঃস্বার্থ দান এবং ভিখারীটি হইতেছে তাহার এই পবিত্র দানের পাত্র। সেইজন্য ভিখারীকে সম্প্রদানকারক। সেইরূপ তোমায়, অন্ধজনে, মৃতজনে, হস্তে—সম্প্রদানকারক।

৮৪। সম্প্রদানকারক : যাহাকে কোনোকিছু নিঃস্বার্থভাবে দান করা যায়, দানের সেই পবিত্র পাত্রকে সম্প্রদানকারক বলে।

সম্প্রদানকারক হইলে একই বাক্যে সম্প্রদানকারক ও মুখ্য কর্ম পাশাপাশি থাকে। সম্প্রদানকারক মুখ্য কর্মের পূর্বে বসে।

সম্প্রদানে কে (রে, এরে—কবিতায়), এ (য়, য়ে), তে, র (এর) ইত্যাদি বিভক্তিচিহ্ন যুক্ত হয়।—দীনদুঃখীকে অন্নবস্ত্রদান পরমধর্ম। "যে ধন তোমায় দিব সে ধন আমার তুমি।" মহিলা সমিতিতে কত চাঁদা দেবেন? "বঙ্কিমচন্দ্র সমস্ত শিক্ষা সমস্ত অনুরাগ, সমস্ত প্রতিভা উপহার লইয়া সেই সঙ্কুচিত বঙ্গভাষার চরণে সমর্পণ করিলেন।" "সর্ব কর্মফল শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ কর।" "ক্ষুধিতে যোগায় অন্ন, পিপাসিতে শীতল পানীয়।" কন্যা যদি দিতে হয় তো সৎপাত্রেই দেব। "আচার্যে দক্ষিণা দিল নিরাতঙ্কোত্তর।" "শিবাজি সঁপিছে অদ্য তাঁরে নিজ রাজ্য-রাজধানী।" "এই সে রমণী দেবতারে সঁপি দিয়া আপনার ছেলে চুরি করে নিয়ে যায়।" দেবতার (দেবতাকে নিবেদন করিবার) নৈবেদ্য এখনও সাজানো হয় নাই। "দেহো তাঁরে নিজ সর্বশ্রেষ্ঠ দানে বরণে।" "কত বসন্ত যে ঢেলেছে তায় অকারণের হর্ষ।" "সবাই যারে সব দিতেছে তার কাছে সব দিয়ে ফেলি।"

মাঝে মাঝে সম্প্রদানকারকে শূন্যবিভক্তি হয়। অখিলবাবু পিতৃশ্রাদ্ধে হাজারখানেক কাঙালী বিদায় দিয়াছেন (কাঙালী—কাঙালীকে)।

সম্প্রদান ও গৌণ কর্মের বিভক্তিচিহ্ন এক হওয়ার ফলে অনেক সময় কারকনির্ণয়ে সংশয় জাগে। একই ক্রিয়া দেওয়া আবার সেই সংশয়কে বাড়াইয়া তোলে। যেমন, বৃষ্টি হইতেছিল বলে গাঙ্গুলি আমায় (গৌণ কর্ম) ছাতাখানা দিল। সেইরূপে—জমিদারকে খাজনা দেওয়া, চাকরকে মাইনে দেওয়া, দোকানীকে টাকা দেওয়া, অশ্বেরকে সওদা দেওয়া, চোরাকারবারীকে মুনাফা দেওয়া, ডাকাতকে সর্বস্ব দেওয়া, পুলিসকে ঘুষ দেওয়া

প্রভৃতি স্থলে জমিদার, চাকর ইত্যাদি সম্প্রদান নয়, গৌণ কর্ম। কারণ, এখানে দেওয়া কাজটি আদৌ পবিত্র নয়। এই দেওয়ার পশ্চাতে বাধ্যবাধকতা, ভীতি, স্বার্থপরতা ইত্যাদি কাজ করিতেছে। স্বেচ্ছাপ্রণোদিত নিঃস্বার্থ দানের নামগন্ধও এখানে নাই। সুতরাং মাত্র আকৃতি দেখিয়া কারক নির্ণয় করিলে ভুল হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা।

আচার্য সুনীতিকুমার বাংলায় সম্প্রদানকারক তুলিয়া দিবার পক্ষপাতী। এ সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন "বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে যাঁহারা বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণ লইয়া আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা প্রায় কেহই বাঙ্গালাতে সম্প্রদানকারক বলিয়া পৃথক্ একটি কারক স্বীকার করেন নাই। বস্তুতঃ বাঙ্গালাতে সম্প্রদানকারককে কর্মকারকের অন্তর্গত করিয়া দেখিলে ক্ষতি নাই, এবং তাহাই সমীচীন।" এ বিষয়ে তিনি রাজা রামমোহন রায়, আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, এমনকি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথেরও সমর্থন উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের বিবেচনায় বাংলা ভাষায় সম্প্রদানকারকের স্বতন্ত্র অস্তিত্বস্বীকারের প্রয়োজন আছে বলিয়াই মনে হয়। গৌণ কর্ম আর সম্প্রদানের একাসনে স্থান পাওয়া উচিত নয়। গৌণ কর্ম গৌণই। গৌণ কর্মযুক্ত দ্বিকর্মিকা ক্রিয়াটির আসল লক্ষ্য এই অপ্রধান কর্মটির দিকে নয়—মুখ্য কর্মের দিকে। সেক্ষেত্রে কী দেওয়া হইতেছে—সেইটাই বড়ো কথা, কাহাকে দেওয়া হইতেছে—তাহা গৌণ, হীনমূল্য। কিন্তু সম্প্রদানে কী দেওয়া হইতেছে তাহা তত বিবেচ্য নয়; কাহাকে দেওয়া হইতেছে, পবিত্র দানের সেই পাত্রটিই বড়ো হইয়া উঠে। সুতরাং গৌণ কর্ম ও সম্প্রদান সমমর্যাদার দাবি করিতে পারে না।

অপাদানকারক

তাঁর খেয়ালে মায়ের বুকে ঝরে সুধা, মেঘের বুকে জল। রাজকন্যে সোনার থালায় খান। নাহি ঝরে বারি আর জনার নয়নে। "মুখের গ্রাস মুখ হইতে পড়িয়া যাইতেছে।" প্রতিটি বাক্যের ক্রিয়াকে প্রশ্ন কর। কোথা হইতে সুধা ঝরে ও জল ঝরে?—মায়ের বুকে (বুক হইতে অর্থে), মেঘের বুকে (বুক হইতে)। কিসে খান?—থালায়। কোথা হইতে বারি ঝরিতেছে না?—নয়নে (নয়ন হইতে)। কোথা হইতে পড়িয়া যাইতেছে?—মুখ হইতে। এখানে দেখিলে যে, সুধা ঝরা, খাওয়া, বারি ঝরা প্রভৃতি কার্যগুলি যথাক্রমে বুক, থালা, নয়ন ইত্যাদি হইতে সম্পন্ন হইতেছে। এইজন্যই বুকে, থালায়, নয়নে, মুখ হইতে—অপাদানকারক।

৮৫। অপাদানকারক : যাহা হইতে কোনো ব্যক্তি বা বস্তু পতিত চলিত ভীত গৃহীত রক্ষিত উৎপন্ন মুক্ত অন্তর্হিত বঞ্চিত বিরত ইত্যাদি হয় তাহাকে অপাদানকারক বলে।

॥ অপাদানের প্রকারভেদ ॥

(ক) স্থানবাচক : কথাটা শুনে ভদ্রলোক যেন আকাশ থেকে পড়লেন? টাকাটা পকেট থেকে খোয়া গেল। ছাদ দিয়ে এখনো কি জল ঝরে?

(খ) কালবাচক : তিনি রাত্রি ন'টা থেকে গান গেয়ে চলেছেন। "সকাল থেকে বাদল হল ফুরিয়ে এল বেলা।"

(গ) অবস্থানবাচক : দেবতারা স্বর্গ থেকে (স্বর্গে অবস্থান করিয়া) পুষ্পবৃষ্টি

BANGODARSHAN.COM

করলেন শোভাযাত্রা **বারান্দা থেকে** (বারান্দায় অবস্থিত থাকিয়া) দেখবে। **ছাদ থেকে** তাঁকে আসতে দেখেছি। ছেলেরা **ছাদে** ঘুড়ি ওড়াচ্ছে।

স্থানবাচক অপাদানে কর্তার স্থানচ্যুতি ঘটে, কিন্তু অবস্থানবাচকে কর্তার স্থানচ্যুতির প্রশ্ন নয়, কর্মটিই অবস্থানবাচক স্থান হইতে দূরে রহিয়াছে বা বিচ্ছিন্ন হইয়াছে।

(ঘ) **দূরত্ববাচক ঃ** "বুঁদির কেল্লা চিতোর হতে যোজন তিনেক দূর।" "**উদয়পুর থেকে** পাঁচ ক্রোশ হবে নাহরামুংরা।"

(ঙ) **বিকৃতিবাচক ঃ** দুধে দই হয়। **টাকায়** কী না হয়? শুধু কি **তিলেই তৈল** হয়?

(চ) **অসমাপিকা ক্রিয়াবাচক ঃ** আমরা কেউ **মরতে** (মরণে) ভীত নই। হঠাৎ তিনি **বলতে** (বলায়) বিরত হলেন।

অপাদানে এ (য়), তে (এতে), কে, র (এর) প্রভৃতি বিভক্তিচিহ্ন ও দিয়া, অপেক্ষা, হইতে (চলিত ভাষায় থেকে, চেয়ে) প্রভৃতি অনুসর্গ যুক্ত হয়।—"তোমার **চোখে জল** পড়ছে কেন, গোলাম হোসেন?" "বিপদে মোরে রক্ষা করো, এ নহে মোর প্রার্থনা।" "গাঁথিব নূতন মালা তুলি সযতনে তব কাব্যোদ্যানে ফুল।" পরশু তোমাদের **পুকুরে** মাছ ধরতে যাচ্ছি। "**গন্ডে** ঝরে জাহ্নবী উতলা।" দধিতে ঘোল হয়। "**কোথা হইতে** আসিয়াছ নদী?" "মহাদেবের জটা হইতে।" "তব মেঘধারাযন্ত্রে ঝরঝর ঝরিছে অমিয়।" "**কার্থেজ** ইতিহাসে বিলুপ্ত হয়ে গেছে।" **আশ্রমে** অন্নকুট উৎসব উঠে গেছে। "**অর্জুনজননীকণ্ঠে** কেন শুনিলাম আমার মাতার স্নেহস্বর।" "মুক্ত হইব দেবঋণে মোরা মুক্তবেণীর তীরে।" এ কথা কার **কাছে** শুনলে? "অমনি **চারিধারে** (চারিধার হইতে) নয়ন উঁকি মারে।" "মধুর আমার মায়ের হাসি চাঁদের **মুখে** ঝরে।" "আশ্চর্য, কিছুই কি **তাঁকে** (তাঁর কাছ থেকে) লুকোবার নেই কোনোদিন!" মরিতে জানে যে, **মরণে** বা রণে ভয় তার কভু নাহি রে। পশুপাখির **হাতে** খাদ্যশস্য রক্ষা করাও বেশ কঠিন ছিল। "সজ্জাহীনের লজ্জা নাইকো, দারিদ্র্যে নাই ভয়।" "**মরুৎ-পাথারে** বারুদের ঘ্রাণ।" "আলোকের **মুখে** কালো যবনিকা এতখনে হল ছিন্ন।" "শুনি টঙ্কার তাহার পিনাকে।" খাবারের দোকানে **টাকায়** টাকা লাভ। ছেলেবেলায় **অভিভাবকের** ভয়ে শরৎচন্দ্র পড়তাম লুকিয়ে লুকিয়ে। রোজ রোজ ভূতের গল্প শুনি, তাই তো আর **ভূতের** ভয় হয় না। এখন মরতে পারলেই **রোগের** (রোগ হইতে অর্থে) শান্তি। সংবাদ শুনেই তিনি আহারে বিরত হলেন। একথা সবার **মুখেতে** শুনে এসেছি জ্ঞান হয়ে অবধি। **ক্ষতমুখে দিয়া** রক্তস্রোত বহিছে এখনো। "**অন্তর হতে** বিদ্বেষ-বিষ নাশো।" নোটখানা **রাস্তায়** কুড়িয়ে পেলাম। "আমি তাঁর **মুখের** সেই জ্যোতিষের ব্যাখ্যা লিখে তাঁকে শুনিয়েছিলুম।" "খুড়ো-ভাইপোতে **আজ এক থালেই** খাবে।" মৌমাছি **ফুলে ফুলে** মধু লুটে যায়। তোমার মতো ডাকাবুকো ছেলের **বিপদ্‌কে** (বিপদ্ হইতে) ভয় কেন? **আমাকে** (আমা হইতে) **লজ্জা** কিসের? [এখানে ভয় বা লজ্জা বিশেষ্যপদ ; সেইজন্য যথাক্রমে **বিপদ্‌কে, আমাকে অপাদান।**] "সে **মরণে** ভীত নয়।"—কবিশেখর। মাঝিমাল্লার আবার **নদীতে** ভয়? "একেবারে **মরা** ভালো জ্যান্তে **মরার চাইতে**।" "একমাত্র বাস নিল **গাত্র হতে**।" "ঠিক ঠিক ত্যাগ আর বিশ্বাস **ভাবসমাধির চেয়েও** বড়ো সম্পদ্।" "সান্তাহার **স্টেশনে** আসামে মেলে **চড়লুম**।" "**হাতের থেকেই** মাছগুলো খাবার তুলে নেয়।"

BANGODARSHAN.COM

শূন্যবিভক্তি ঃ "তখন আমি কেবলই **ইস্কুল** (ইস্কুল থেকে) পালিয়েছি।" "করিলাম মন, **শ্রীবৃন্দাবন** বারেক আসিব ফিরি।" "সমস্ত দুপুর **দোকান** পালিয়ে কোথায় ছিলি রে কেষ্ট?" রাত্রি বারোটায় ট্রেন **বর্ধমান** (বর্ধমান হইতে) ছাড়িল। "কে **কোথা** (কোথা হইতে) দেখিবে, ঘটিবে তাহলে বিষম বিপদ্‌পাত।"

ক্রিয়াটিকে **কোথা হইতে, কাহার কাছে, কিসে, কার থেকে প্রভৃতি প্রশ্ন করিয়া যে উত্তর পাইবে তাহাই অপাদানকারক।**

অধিকরণকারক

"লঙ্ঘিতে হবে **রাত্রি-নিশীথে**।" "**সুরলোকে** বাজে জয়শঙ্খ।" "ফেনাইয়া উঠে বঞ্চিত **বুকে** পুঞ্জিত অভিমান।" "ঐ **গঙ্গায়** ডুবিয়াছে হায় ভারতের দিবাকর।" "সকলের **এতে** সম অধিকার।" "আর কি **ভারতে** আছে সে যন্ত্র?" "তোমার **বকুলফুলে**, তোমার ও **রজনীগন্ধায়** কী জাদু লুকানো আছে!" এই বাক্যগুলির সমাপিকা ক্রিয়াকে **প্রশ্ন কর**—কখন লঙ্ঘিতে হইবে?—**রাত্রি-নিশীথে**। কোথায় জয়শঙ্খ বাজে?—**সুরলোকে**। কোথায় পুঞ্জিত অভিমান ফেনাইয়া উঠে?—**বুকে**। কোথায় ডুবিয়াছে?—**গঙ্গায়**। কিসে সমান অধিকার?—**এতে**। কোথায় আছে?—**ভারতে**। কোথায় লুকানো রহিয়াছে?—**বকুলফুলে ও রজনীগন্ধায়**। ক্রিয়াটি **কখন বা কোথায়** অনুষ্ঠিত হইতেছে, উল্লিখিত আয়তাক্ষর পদগুলি হইতে জানা যাইতেছে। সেইজন্য **রাত্রি-নিশীথে, সুরলোকে, বুকে, গঙ্গায়, এতে, ভারতে, বকুলফুলে, রজনীগন্ধায়—অধিকরণকারক।**

৮৬। **অধিকরণকারক ঃ** যে স্থানে বা যে সময়ে কোনো ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয়, ক্রিয়ার সেই আধারকে অধিকরণকারক বলে।

॥ অধিকরণের প্রকারভেদ ॥

অধিকরণকারক তিন প্রকারের—(১) স্থানাধিকরণ, (২) কালাধিকরণ এবং (৩) বিষয়াধিকরণ।

(১) **স্থানাধিকরণ ঃ** যে স্থানে ক্রিয়াটি অনুষ্ঠিত হয় সেই স্থানকে স্থানাধিকরণ বলে। স্থানাধিকরণ আবার ত্রিবিধ—(ক) **একদেশসূচক**, (খ) **ব্যাপ্তিসূচক** ও (গ) **সামীপ্যসূচক**।

(ক) **একদেশসূচক ঃ** সমস্ত স্থান ব্যাপিয়া নয়, মাত্র কোনো বিশেষ অংশে কোনোকিছুর অবস্থান বুঝাইলে একদেশসূচক স্থানাধিকরণ হয়। "**আকাশেতে** (সর্বত্র নয়, কোথাও কোথাও) মেঘের মাঝারে শরতের কনক তপন।" "আলোর **স্রোতে** পাল তুলেছে হাজার প্রজাপতি।" "রাজার পূজো **আপনদেশে**, কবির পূজো বিশ্বময়।" "**শতমুক্তাধিক আয়ু কালসিন্ধুজলতলে** ফেলিস পাথর।" "জাগিছে জননী বিপুল নীড়ে।" "**হস্তমালার দেশে** তারা গাইবলদে চষে।" টাকাটা **রাস্তায়** পড়ে থাকতে দেখেছি। **চেকটা ব্যাগে** রাখ। "**নীল আকাশে** কে ভাসালে সাদা মেঘের ভেলা।" "স্বর্গ আমার **জন্ম নিল মাটিমায়ের কোলে**।" "ছাতুর গুড়ো কিছু মেঝেয় পড়িয়াছিল।" বুকভরানো ছবিটাকে সেলুলয়েডের **ফিতেয়** ধরে রাখ না কেন? "চোখের **কোণে** একটু হাসল মণিদীপা।" "আনন্দে কুলায়ে তন্দ্রা ভুলায়ে গগন ভরিল কে!"

(খ) **ব্যাপ্তিসূচক ঃ** কোনো বিশেষ অংশে নয়, সর্বত্র ব্যাপিয়া থাকা বুঝাইলে ব্যাপ্তিসূচক স্থানাধিকরণ হয়। দুধে (দুধের সর্বত্রই) মাধুর্য আছে। "অগ্নিতে

দাহিকাশক্তি, বরফে শীতলতা, নিমে তিক্ততা, লোহে কাঠিন্য ও তিলে তৈল আছে।" "বহিছে কৃপাহীন বৈশাখনিঃশ্বাস পবনে।" "আমার হিয়ায় চলছে রসের খেলা।" (রসের খেলায় হৃদয় পূর্ণ অর্থে ব্যাপ্তিসূচক স্থানাধিকরণ)। "আমার মনে নাইক কোনো দ্বন্দ্ব।"

(গ) **সামীপ্যসূচক :** নৈকট্য বুঝাইলে সামীপ্যসূচক স্থানাধিকরণ হয়। "আজকে মাসের পয়লা, দুয়ারে (ঠিক দ্বারে নয়, দ্বারের নিকটে) দাঁড়ায়ে গয়লা।" পৌষসংক্রান্তিতে গঙ্গাসাগরে (সাগরের জলে নয়, নিকটস্থ তীরে) মেলা হয়। দরজায় পর্দা নেই কেন? জানালায় এত ভিড় কিসের। গেটে দাঁড়িয়ে কার অপেক্ষা করছেন? "সে যে কাছে এসে বসেছিল।"

(২) **কালাধিকরণ :** যে সময়ে ক্রিয়াটি অনুষ্ঠিত হয়, সেই সময়কে কালাধিকরণ বলে।

কালাধিকরণ দ্বিবিধ—(ক) ক্ষণমূলক ও (খ) ব্যাপ্তিমূলক।

(ক) **ক্ষণমূলক :** অতি অল্পসময়ের মধ্যে ক্রিয়াটি অনুষ্ঠিত হইলে ক্ষণমূলক কালাধিকরণ হয়। বিকাল পাঁচটায় অনুষ্ঠান আরম্ভ হল। রবিবার সকালে আপনাদের ওখানে যাচ্ছি। "বিকালবেলায় বিকায় হেলায় সহিয়া নীরব ব্যথা।" রাত্রি বারোটা পঞ্চাশে মহাষ্টমী পড়েছে। "চাঁদমুখের মধুহাসে তিলেকে জুড়াই।"

(খ) **ব্যাপ্তিমূলক :** দীর্ঘ সময় ব্যাপিয়া ক্রিয়াটি অনুষ্ঠিত হইলে ব্যাপ্তিমূলক কালাধিকরণ হয়। "পৌষে প্রবল শীত।" শীতকালে দিন ছোটো। "পথে অবিরল ছিটাইয়া জল বর্ষায় গাঁথ মালিকা।" "দিবসে সে ধন হারায়েছি, পেয়েছি আঁধার রাতে।"

(৩) **বিষয়াধিকরণ :** কোনো বিষয়ে বা ব্যাপারে ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হইলে বিষয়াধিকরণ হয়। ন্যায়শাস্ত্রে তিনি পারঙ্গম। বুদ্ধিতে বৃহস্পতি, রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী। বরুণ লেখাপড়ায় যেমন, গানবাজনায় আর খেলাধুলাতেও তেমনি। "তেজে বজ্র তুমি রাজা, স্নেহে তুমি জলদ সজল।" "ক্ষমায় সুন্দর, ঔদার্যে বিশাল, স্নেহে বিপুল দাক্ষিণ্য।" সে গানায় পোক্ত ও লাঠিতে ওস্তাদ। "ধনপতির স্বজাতীয়েরা কুৎসায় মুখর, দম্ভে নির্মম, সন্দেহে তীক্ষ্ণ।"

অধিকরণে বীপ্সা : "মেঘে মেঘে সোনা, ও ভাই, যায় না মানিক গোনা।" (এখানে মেঘে মেঘে = প্রতি মেঘে)। "কুঞ্জে কুঞ্জে গাহে পাখি।" "জাগায়েছ অঙ্গে অঙ্গে অপরূপ অপূর্ব পুলক।" "চরকার ঘর্ঘর পড়শীর ঘর ঘর।" "মন্দিরে মন্দিরে শাঁখ যা বাজিয়া দেয় ডাক।" "এই বাংলার ক্ষেতে ক্ষেতে ফুল, ফুলে ফুলে মধুমতী।"

অধিকরণে এ (য়), কে, তে (এতে) প্রভৃতি বিভক্তিচিহ্ন ও দিয়ে, করে ইত্যাদি অনুসর্গ যুক্ত হয়। কয়েকটি উদাহরণ দেখ : "কুসুমেতে গন্ধ তুমি, আঁধারেতে আলো।" "হায় কুলবালা, বিপথে পড়ল যেছে মালতী মালা।" "চিরদিনে মাধব মন্দিরে মোর।" "নীরবিন্দু দূর্বাদলে নিত্য কি রে বজমলে?" ঠাকুরের পায়ের ধুলো মাথায় করে নে, বাবা। ময়দা ঠোঙায় নিয়ো না, ব্যাগে করে নিয়ো। রাস্তা দিয়ে (রাস্তায়) যখন যাবে হুঁশিয়ার হয়ে যাবে। "হে মোর চিত্ত, পুণ্য তীর্থে জাগোরে ধীরে।" "এ কেবল দিনে রাতে জল ঢেলে ফুটা পাত্রে বৃথা চেষ্টা তৃষ্ণা মিটাবারে।" "অবশেষে দিবসান্তে নগরের এক প্রান্তে নদীকূলে সন্ধ্যাস্নান সারি।" "বিয়েবাড়িতে দাসীর লক্ষণ কিছুই ছিল না।" "বুদ্ধির ভুলে এই অপরাধ আজিকে জননী ক্ষমিতে হবে।" "আজিকে ধনেক ধনস্পতির ভাগ্য দেখি যে মন্দ।" "ভারতেরে সেই স্বর্গে করো

BANGODARSHAN.COM

জাগরিত।" "রুদ্ধদ্বারে দেবালয়ের কোণে কেন আছিস ওরে?" "রৌদ্রে জলে আছেন সবার সাথে, ধুলা তাঁহার লেগেছে দুই হাতে।" "প্রাণ-প্রবাহিণী বইছে তাদের শিরায়।" "শেষ জোয়েতে রুইব বলে বেরিয়েছিলাম আজ।" "নীল আকাশের অসীম ছায়ে ছড়িয়ে গেল চাঁদের আলো।" "তব পদতলে বসিয়া বিরলে শিখিব তোমার শিক্ষা।" "ওই আকাশে বাতাসে দোলা লাগল, জীবনে জোয়ার বুঝি জাগল!" "তোমার কাছে থেকে ('থেকে' চলিত অসমাপিকা ক্রিয়া) তোমার সেবা করব।" "স্তূপপদমূলে নিবিল চকিতে শেষ আরতির শিখা।" "বৃন্দাবনে রসিক ময়রা দোকান পেতেছে।" "আমি ধন্য, সে মোর অঙ্গনে যে কত প্রদীপ জ্বালল।" বৃষ্টিধারায় আগুনে থাকে, জানতে কি?

একসঙ্গে একই জাতীয় একাধিক অধিকরণের উল্লেখ থাকিলে শেষেরটিতেই বিভক্তি যুক্ত হয়। "রাধার নাম মহাভারত, হরিবংশ, ব্রহ্মপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ ও ভাগবতে নেই।" —হীরেন্দ্র দত্ত।

অধিকরণে শূন্যবিভক্তি : অনেকেই তখন রোজ আমাদের বাড়ি আসতেন। এ শনিবার দেশে যাচ্ছ নাকি? মহাশয়ের নিবাস কি বালিচক? এ বছর ফসল কেমন ফলল? "রেড-সি পার হয়ে জাহাজ সুয়েজ পৌঁছল।" "কেহ-বা সারারাত্রি ঘোর নিদ্রায় অভিভূত।" "বাটী (বাটীতে অর্থে) বসিয়াও সেইরূপ হইতে পারে।"

অধিকরণকারক চিনিবার উপায়টি হইল—ক্রিয়াটিকে কোথায়, কখন, কোন্ বিষয়ে, কিসে প্রভৃতি প্রশ্ন করিয়া যে উত্তর পাইবে, তাহাই **অধিকরণকারক**।

একাধিক কারকে একই বিভক্তিচিহ্ন

এতক্ষণ কারকের আলোচনায় লক্ষ্য করিয়াছ যে, কোনো কোনো বিভক্তিচিহ্ন একাধিক কারকে ব্যবহৃত হইতেছে। এই ধরনের বিভক্তিকে তির্যক্ বিভক্তি বলা হয়।

৮৭। **তির্যক্ বিভক্তি :** যে বিভক্তিচিহ্ন একাধিক কারকে প্রযুক্ত হয় তাহাকে **তির্যক্ বিভক্তি বলে।** যেমন—এ (য়, য়ে), কে, তে (এতে), রে বা এরে (কেবল কবিতায়), র (এর), শূন্যবিভক্তি (অ)। বিভিন্ন কারকে এইসমস্ত বিভক্তিচিহ্নের প্রয়োগ সাজাইয়া দেওয়া হইল।—

এ, য়, য়ে : (১) কর্তৃকারক—"সব দেবে মেলি সভা পাতিল আকাশে।" "পিতৃভক্তি কি আমায় আপনার কাছে শিখতে হবে।" "মায়ে ঝিয়ে করব ঝগড়া, জামাই বলে মানব না।" (২) কর্মকারক—"দুঃখে যেন করিতে পারি জয়।" তোমায় অনেকক্ষণ খুঁজছি। মায়ে পুছে পুত সংশয়-ভূত দূরিতে। (৩) করণকারক—"আর তো কিছু নেই কো পুঁজি, গঙ্গাজলে গঙ্গা পুজি।" টাকায় কি মনুষ্যত্ব কেনা যায়? "পুণ্যতীর্থোদকে স্নান করিয়ে দিলেন।" (৪) সম্প্রদানকারক—বিহঙ্গের কলকণ্ঠে কে দিল অমিয়! "'আমায় কিছু দাও গো' বলে বাড়িয়ে দিলে হাত।" (৫) অপাদান—"মুগ্ধ কমলাকান্তচরণে জাহ্নবী জনম পান।" "কেন বঞ্চিত হব চরণে?" হিন্দু-মুসলমান একই ঠোঙায় খাচ্ছে। "নয়নে ঘুম নিল কেড়ে।" (৬) অধিকরণ—ব্যথিত কিশোরীহৃদে চিরন্তনী রাধা কাঁদে। পাতায় পাতায় রোদের নাচন। "বিপদে কে একান্ত নির্ভীক?"

কে : (১) কর্তৃকারক—পিতামাতার কাছে সব ছেলেমেয়েকেই নত হতে হয়। (২) কর্মকারক—মাকে আর দেশের মাটিকে ভালোবাসতে শেখো। (৩) করণকারক—

এতটুকু **ছেলেকে** দিয়ে এমন ভারী কাজ করায় ? (৪) সম্প্রদান—দুর্দিনেও **কুন্তী প্রার্থীকে** দুমুঠো দিতেন। (৫) অপাদান—মাতৃমন্ত্রীর আবার **বিপদকে ভয়** ? (৬) অধিকরণ—"ওগো পবনে গগনে সাগরে **আজিকে কী কল্লোল !**"

তে (এতে) : (১) কর্তৃকারক—"**বুলবুলিতে** ধান খেয়েছে, খাজনা দেব কিসে !" মানুষেতে এত দুঃখ কি সইতে পারে, বাবা ? (২) কর্মকারক—**মেজারিতে** সেলামি দেবেন উনি ? (৩) করণকারক—এমন ধারপড়া **বঁটিতে** এতবড়ো মাছ কি কোটা যায় ? (৪) সম্প্রদান—**শরৎ-সমিতিতে** কিছু তো দিতেই হবে। (৫) অপাদান—"**হাসিতে** তার মুক্তো ঝরে, কান্নায় ঝরে মানিক।" (৬) অধিকরণ—"**বাঁশেতে** ঘুণ ধরে, সখি, **বাঁশিতে** ঘুণ ধরে না।"

রে (এরে) : (১) কর্তৃকারক—প্রভুরে আসিতে হবে দীনার কুটিরে (আসিবার কর্তা প্রভু, কবিতা বলিয়া রে বিভক্তি, নচেৎ কে বিভক্তি হইত)। (২) কর্মকারক—"**দেবতারে** প্রিয় করি, **প্রিয়েরে** দেবতা।" (৩) সম্প্রদান—"**দেবতারে** যাহা দিতে পারি, দিই তাই প্রিয়জনে।"

শূন্যবিভক্তি : (১) কর্তৃকারক—"বাঙালীর ছেলে ব্যাঘ্রে-বৃষভে ঘটাবে সমন্বয়।" (২) কর্মকারক—"গঙ্গার জলে প্রয়াগে **কুম্ভ** ভরি সাধু চলেছেন দক্ষিণাপথে।" (৩) করণ—ছেলেরা আশ মিটিয়ে **ফুটবল** খেলুক। (৪) সম্প্রদান—অক্ষয়বাবু মাতৃশ্রাদ্ধে হাজারখানেক **কাঙালী** (কাঙালীকে) বিদায় করলেন। (৫) অপাদান—"**কে কোথা** (হইতে অনুসর্গের লোপ) দেখিবে, ঘটিবে তাহলে বিষম বিপদ্‌পাত।" (৬) অধিকরণ—মিত্তিরমশায় **বাড়ি** (বাড়িতে অর্থে) আছেন কি ?

॥ একাধিক কারকে একই অনুসর্গের প্রয়োগ ॥

দ্বারা (সাধু চলিত দুই রীতিতেই) : (১) কর্তৃকারক—**তাঁর দ্বারা** এ কাজ হতে পারে না। (২) করণ—কেবল **চক্ষুদ্বারা** দেখা নয়, **চৈতন্যদ্বারা** দেখতে হবে।

দিয়া (চলিতে **দিয়ে**) : (১) করণ—দড়িটা **দাঁত** দিয়ে না ছিঁড়ে **ব্লেড দিয়ে** কেটে নাও। (২) অপাদান—**চোখ** দিয়ে ঝরে জল জননীর অবিরল। (৩) **অধিকরণ**—**রাস্তা** দিয়ে যখন যাবে চোখকান সজাগ রেখে যাবে।

করিয়া (চলিতে **করে**) : (১) করণ—**ডোঙা করে** শেষে নদী পার **হলাম**। (২) অধিকরণ—দেবতার দান **মাথায় করিয়া** রাখ।

হইতে (চলিতে **হতে**) : (১) করণ—এই **পুত্র** হতে তব বৃদ্ধি পাবে **বংশের** গৌরব। (২) অপাদান—**স্বর্গ হতে** এক টুকরো আলো শচীমায়ের কোলে নেমে এল।

আশা করি, এতক্ষণে বুঝিতে পারিয়াছ যে, **অর্থ বুঝিয়া কারকনির্ণয় করিতে হয়।** বিভক্তিচিহ্ন বা অনুসর্গ তো দেখামাত্র চিনিতে পারিবে। এখন **সম্বন্ধপদ ও সম্বোধন-পদের আলোচনা।**

সম্বন্ধপদ

"**মাতার** কণ্ঠে শেফালিমাল্য গন্ধে ভরিছে অবনী।" "আমি **তব** গুণপনা হেরি চুপে চুপে।" "**গাঙুড়ের** নীরে ভাসাইয়া ভেলা চলে অসহায়া।" "তুমি যেন **অমরার** পুঞ্জীভূত দূর্বা আর ধান।" "আমি **মানুষের** দুঃখের সমানবয়সী।" উদাহরণগুলিতে আরতাক্ষর বিশেষ্য বা সর্বনামপদের সহিত ঠিক পরবর্তী বিশেষ্যপদটির একটি ঘনিষ্ঠ

সম্বন্ধ রহিয়াছে। কাহার কণ্ঠ ?—**মাতার**। কাহার গুণপনা ?—**তব**। কাহার নীরে ?—**গাঙুড়ের**। কোথাকার দূর্বা আর ধান ?—**অমরার**। এই মাতার, তব, গাঙুড়ের, অমরার ও মানুষের—পদগুলি **সম্বন্ধপদ**।

৮৮। **সম্বন্ধপদ : পরবর্তী বিশেষ্যের সহিত কোনো সম্বন্ধ থাকিলে 'র' বা 'এর' বিভক্তিযুক্ত পূর্ববর্তী বিশেষ্য বা সর্বনামকে সম্বন্ধপদ বলা হয়। সম্বন্ধপদের বিভক্তিচিহ্ন কখনই লোপ পায় না।**

ইংরেজীতে Possessive Case **কারকের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু বাংলার সম্বন্ধপদ কারকপদবাচ্য নয়।** কারণ, ক্রিয়ার সহিত ইহার কোনো সম্বন্ধ নাই। **সম্বন্ধপদ** হইতেছে একটি নামপদের সঙ্গে আরেকটি নামপদের **বিশেষ সম্বন্ধ**। বাংলায় প্রচলিত নানাপ্রকার সম্বন্ধপদের মধ্যে বিশেষ কয়েকটির উল্লেখ করিতেছি।—

(ক) কারক-সম্বন্ধ : কারক ছয়টি বলিয়া **কারক-সম্বন্ধও ছয় প্রকার।**—

(১) **কর্তৃ-সম্বন্ধ :** "এ **কাজীর** বিচার, **আমার** আজ্ঞা নয়।" (বিচারের কর্তা কাজী র বিভক্তিযুক্ত হইয়াছে) অন্ধকারে **কার** না ভয় করে ? (কে স্থলে কার : অন্ধকারে কর্মে এ) এমন **ভায়ের** প্রীতি, **মায়ের** স্নেহ আর কোথায় পাব ? সেইরূপ—**শিক্ষকের** উপদেশ, মুখ্যমন্ত্রীর অভিভাষণ, ধনীর দান, নেতার পরিচালনা, **গোরুর** ডাক।

(২) **কর্ম-সম্বন্ধ :** নিয়ত সজাগ মন নিয়ে ভাই **আর্তের** (আর্তকে) সেবা করিও। "আকাশ জুড়ে মেঘ করেছে **চাঁদের** লোভে লোভে।" সেইরূপ—**শাস্ত্রের** আলোচনা, **অতিথির** আপ্যায়ন, **বিদ্যার** চর্চা, **দেবতার** বিদায়, **বিজয়ীর** অভ্যর্থনা, গুণীর অভিনন্দন, **ঈশ্বরের** উপাসনা, **চোরের** শাস্তি, **পরের** নিন্দা, **নিজের** প্রশংসা।

(৩) **করণ-সম্বন্ধ :** এক **কলমের** (কলম দিয়া) আঁচড়েই তার চাকরি খতম। **রুলের** গুঁতোয় কত গুণ্ডা ঠাণ্ডা হয়ে যায়। সেইরূপ—**দাঁতের** কামড়, **চোখের** ইশারা, **চোখের** দেখা, **তুলির** টান, **তর্জনীর** ইঙ্গিত, **হাতের** কাজ, **খাঁড়ার** ঘা, **তাসের** খেলা।

(৪) **সম্প্রদান-সম্বন্ধ :** "**দেবতার** (দেবতাকে নিবেদিত) ধন কে যায় ফিরায়ে লয়ে ?" **ভিখারীর** (ভিখারীদের দিবার) চাল সদর-ঘরে নিয়ে যাও। **ঠাকুরের** (ঠাকুরকে নিবেদন করিবার) নৈবেদ্য কি এখনো সাজানো হয়নি ? সেইরূপ—**গুরুর** প্রণামী, **পুরোহিতের** দক্ষিণা।

(৫) **অপাদান-সম্বন্ধ :** মায়ের **চোখের** (চোখ হইতে পড়া) জল ছেলের পক্ষে অকল্যাণকর। যেখানে **বাঘের** (বাঘ হইতে) ভয়, সেখানেই সন্ধে হয়। সেইরূপ—**বাবার** ভয়, **মুখের** কথা, **ঘরের** বাইরে, **লেখার** বিরাম, **বাজারের** জিনিস।

(৬) **অধিকরণ-সম্বন্ধ :** "**সংকোচের** বিহ্বলতা নিজেরে অপমান।" "চিনতে যদি না পারিস মা, চিনবি **গলার** ফাঁসি।" নেতাজীর ডাকে **দেশের** (দেশে বসবাসকারী) প্রতিটি লোক সাড়া দিল। **বনের** (বনে বিচরণকারী) হরিণ মাঝে মাঝে লোকালয়েও আসে। **এখানকার** মেয়েরাই সেই ভার নেবে। সেইরূপ—**মধ্যাহ্নের** আহার, **রাত্রির** নিদ্রা, **খাঁচার** পাখি, **জলের** মাছ, **গাঁয়ের** লোক, **স্বর্গের** দেবতা, **নরকের** কীট, **মুখের** (মুখে ফুটিয়া উঠা) হাসি, **পুকুরের** পাড় (সামীপ্য), **সমুদ্রের** তীর, **ইংরেজীর** এম-এ।

(খ) অভেদ-সম্বন্ধ : **দুঃখের** সাগর কেমন করে পার হব ! "টলমল সারা বাড়ী **প্রেমের** তরঙ্গে।" "কে তারে সহসা মর্মে মর্মে আঘাতিল **বিদ্যুতের** কশা।" "**মানুষের** নারায়ণে তবুও কর না নমস্কার।" "এর **কথা** ঢাকা পড়ে থাকবেই কালো **রাত্রির** থামে।"

BANGODARSHAN.COM

"রামধনুর বিচিত্র রঙ খেলা করছে তার মুখের আকাশে।" "মুক্তকেশের পুঞ্জমেঘে লুকায় অশনি।" "অহংকারের খোলসটারে টান মেরে দে ফেলে।" পথের দু-ধারে ফুটেছে আলোর ফুল। "চূড়ায় শশধরের মুকুট।" "ক্ষেপা তুই জড়িয়ে গেলি ভুলের জালে।" "পাখি তুই ঠিক বসে থাক রামকৃষ্ণনামের মাস্তুলে।" সেইরূপ—পাথরনুড়ির কাঁকনচুড়ি, বিভূতির আচ্ছাদন, আলোর বন্যা, বিদ্যার সাগর, স্নেহের ডোর, বিলাসের ফাঁস, দুর্নীতির চোরাবালি, পরাধীনতার শৃঙ্খল, আগুনের পরশমণি, অভিজ্ঞতার নিকষ, কথার তুবড়ি, ঘুষের ঘুণ, চিন্তার ঢেউ, জ্ঞানের আলো, শোকের সিন্ধু, মেঘের মাদল।

(গ) বিশেষণ-সম্বন্ধ : এমন গুণের (গুণবান্) দেবর আর কোথা পাব? এ তো অতি আনন্দের (আনন্দজনক) কথা। এত পরিশ্রমের (পরিশ্রমসাপেক্ষ) কাজ তাঁর ধাতে এ বয়সে সইবে কি? "দেয় ডুব টুপটুপ ঘোমটার (ঘোমটাঢাকা) বউটি।" সামনের (সম্মুখবর্তী) সোমবার আসছি। সেইরূপ—আইনের (আইনসম্মত) জটিলতা, কাজের (কাজকর্মে দক্ষ) লোক, দুধের বাছা, রূপের মেয়ে, স্বপ্নের ভারত, সুখের হাসি, দুঃস্বপ্নের রাত্রি, নিন্দার ব্যাপার, লজ্জার বিষয়, রসের কথা, দুঃখের সংসার, শান্তির নীড়, মনের মানুষ, সম্মানের উচ্চাসন, "সহানুভূতির চিঠি", আভিজাত্যের ঝাঁজ, বিলাসের জীবন, গৌরবের কথা, সন্দেহের বিষয়।

(ঘ) উপাদান-সম্বন্ধ (একমাত্র বা প্রধান উপাদান অর্থে) : ছানার (ছানা দিয়া তৈয়ারী) পায়স আর চাউলের পায়সে অনেক তফাত। সেইরূপ—আলুবোখারার চাটনি, বেলের মোরব্বা, সোনার আংটি, হীরের দুল, লোহের শৃঙ্খল, পশমের শাল, চিনেমাটির বাসন, পিতলের ঘড়া, বেতের চেআর, খড়ের ল্যাজ, সিল্কের শাড়ি।

(ঙ) সামান্য-সম্বন্ধ (সাধারণ সম্বন্ধ) : অরুণার শাশুড়ী কি সিউড়ীতেই থাকেন? সেইরূপ—ইভার কাকা, আমার ভাই, রমার বাবা, প্রফুল্লর পিসেমশায়, জয়ার শ্বশুরশাশুড়ি, "সই-এর বউ-এর বকুলফুলের বোন-পো-বউ-এর বোনজামাই"।

(চ) অধিকার-সম্বন্ধ : "চাঁদের রাজ্য সুনীল আকাশ, ফুলের রাজ্য বন। মায়ের কোলটি খোকার রাজ্য, রাজা খোকন-ধন।" সেইরূপ—তোমার শাড়ি, কৃপণের ধন, আমার দেশ, খুকুর খেলনা, মামার জামা, বাপের বাড়ি, পাঞ্জাবীর দোকান, ইংরেজের কুঠি।

(ছ) জন্যজনক-সম্বন্ধ (যিনি জন্ম দেন তিনি জনক, যিনি জন্মলাভ করেন তিনি জন্য, তাই সম্বন্ধটি জন্যজনক) : পিতার পুত্র, মায়ের ছেলে, গাছের ফল (গাছ ফল ফলায় তাই সে জনক, ফল জন্মলাভ করে তাই সে জন্য), ক্ষেতের ফসল, জমির ধান, হাঁসের ডিম, শঙ্খের নিনাদ।

(জ) নির্ধারণ-সম্বন্ধ : (অনেকের মধ্যে বাছিয়া লওয়া অর্থে) : সবার সেরা, দলের পাণ্ডা, পালের গোদা, ক্লাসের ওঁছা, নাটের গুরু।

(ঝ) যোগ্যতা-সম্বন্ধ : একেই বলে বাপের বেটা। সেইরূপ—মনের মানুষ, কাজের কাজী, সেপাই-এর ঘোড়া।

(ঞ) হেতু-সম্বন্ধ : টাকার গরম, বিদ্যার অহংকার, পাণ্ডিত্যের অভিমান, পয়সার দেমাক, পদের আভিজাত্য, রূপের গর্ব।

(ট) নিমিত্ত-সম্বন্ধ : খেলার মাঠ, খাবার জল, বঁড়শির পাঁঠা, জপের মালা, মুড়ির চাল, রান্নার যোগাড়, চিঠির কাগজ।

BANGODARSHAN.COM

(ঠ) উদ্দেশ্য-সম্বন্ধ : এসব বিল্কির বই নয়, সৌজন্যসংখ্যা। একটু বেঁকেই পাবেন দিল্লির রাস্তা। মহাজনের টাকায় হাত দেবেন না। সেইরূপ—চলার পথ, বলার কথা।

(ড) নিবারণ-সম্বন্ধ : রোগের ওষুধ, তৃষ্ণার পানীয়, পাপের প্রায়শ্চিত্ত।

(ঢ) প্রকৃতি-বিকৃতি-সম্বন্ধ : ছানার দুধ, খাটের কাঠ, চুড়ির সোনা, জামার কাপড়।

(ণ) কার্যকারণ-সম্বন্ধ : সূর্যের তাপ, মেঘের ছায়া, বিদ্যুতের আলো।

(ত) উপযোগিতা-সম্বন্ধ : যাইবার বেলা, খাবার সময়।

(থ) অঙ্গি-অঙ্গ-সম্বন্ধ (যাহার অঙ্গ আছে, সে অঙ্গী, অঙ্গীটি প্রথমেই) : শাড়ির পাড়, মন্দিরের দরজা, হাতের আঙ্গুল, পায়ের পাতা, বাঘের ছাল, পর্বতের চূড়া, রবির মাথা, দরজার শিকল।

(দ) ব্যাপ্তি-সম্বন্ধ : গ্রীষ্মের ছুটি, দু-দিনের পথ, ছ-মাসের খোল, বছরের খোরাক, যুগের সমস্যা।

(ধ) গুণধর্মাদি-সম্বন্ধ : তুলার কোমলতা, প্রাণের সজীবতা, বরফের শীতলতা, তুষারের শুভ্রতা, বিদ্যুতের ক্ষিপ্রতা, আবহাওয়ার আর্দ্রতা, সর্পের ক্রূরতা, শয়তানের খলতা, সুরের মাধুর্য, আলোর তীব্রতা।

(ন) উপসক্ষ-সম্বন্ধ : শনিবারের ছুটি, পূজার অবকাশ, অমাবস্যার উপবাস, রথের মেলা।

(প) ক্রম-সম্বন্ধ : ছয়ের পাতা, নয়ের অধ্যায়, পনরর পরিচ্ছেদ, তেতলার ঘর, বারো নম্বরের বৈঠকখানা।

(ফ) দক্ষতা-সম্বন্ধ : পরিবেশনের চাঁই, ঘটকালির ওস্তাদ, ঝগড়ার ঝানু, গানবাজনার শিরোমণি।

(ব) আধার-আধেয়-সম্বন্ধ [আধার (পাত্রটি) আগে, আধেয় (জিনিসটি) পরে বসে] : টিনের দুধ, থামের চিঠি, ঘড়ার জল, বোতলের তেল, শিশির ওষুধ।

(ভ) আধেয়-আধার-সম্বন্ধ [আধেয় (জিনিসটি) পূর্বে, আধার (পাত্রটি) পরে বসে] : জলের বালতি, লেবুর ঝুড়ি, সাবানের বাক্স।

(ম) অবলম্বন-সম্বন্ধ : অন্ধের যষ্টি, দীনের সহায়, ক্ষীণের শরণ, নিরাশ্রয়ের আশ্রয়, দুর্বলের বল, ভবের কাণ্ডারী।

(য) বাহ্যবাহন-সম্বন্ধ : গমের জাহাজ, চিনির বলদ, তীর্থযাত্রীর বাস, বালির লরি, জলের গাড়ি, সাজিমাটির নৌকা।

(র) ব্যবসায়-সম্বন্ধ : পাটের দালাল, আলুর ব্যাপারী, সোনার বেনে, মাছের আড়তদার, লোহার কারবারী।

(ল) অসম্ভব-সম্বন্ধ : ঘোড়ার ডিম, সাপের পাঁচ পা, সোনার পাথরবাটি, বেতের সর্দি, কাঁঠালের আমসত্ত্ব, বাঁধার ছেলে।

(শ) কৃতিকারক-সম্বন্ধ : বঙ্কিমচন্দ্রের রসরচনা, রবীন্দ্রনাথের কাব্য, শরৎচন্দ্রের উপন্যাস, আচার্য নন্দলালের ছবি, আচার্য রায়ের আবিষ্কার।

(ষ) উৎপাদক-সম্বন্ধ : সুবেধের চা, বিলাতের জিনিস, জাপানের শিল্প, দুলালের দই, গাজুরামের চমচম, ভীমনাগের সন্দেশ।

(স) **ভোগ্য-সম্বন্ধ :** শ্যামলের চা, রামবাবুর ডিশ (চা এবং ডিশের জিনিসগুলি যথাক্রমে শ্যামলের ও রামবাবুর উপভোগ্য)।

(হ) **বীপ্সা-সম্বন্ধ :** এ রোগ আমার সঙ্গের সাথী। এমন ব্যথার ব্যথী, সুখের সুখী, দুখের দুখী মিলবে কোথা বল্‌ ?

॥ সম্বন্ধপদে বিভক্তি ॥

সম্বন্ধপদে **র** বা **এর** দুইটি বিভক্তিচিহ্নেরই সমান প্রাধান্য। আমাদের প্রদত্ত উদাহরণগুলি সেই কথাই বলে। সাধারণতঃ স্বরান্ত শব্দে **র** এবং ব্যঞ্জনান্ত শব্দে **এর** চিহ্ন যুক্ত হয়। আবার, যে-সমস্ত শব্দের অন্ত্য অ অনুচ্চারিত সেইগুলিতে **এর** যুক্ত হয়। তবে শব্দটি সংজ্ঞাবাচক বিশেষ্য হইলে (চলিত ভাষায়) বিকল্পে **র** চিহ্নও যুক্ত হয়। কিংবা সংজ্ঞাবাচক বিশেষ্যের শেষে যদি অ-কারযুক্ত যুক্তব্যঞ্জন থাকে, তাহার সম্বন্ধ বুঝাইতে বিকল্পে **র** বিভক্তিচিহ্নও যুক্ত হয়। যথা,— অমিতের বা অমিতর, প্রফুল্লের বা প্রফুল্লর, দত্তের বা দত্তর, মৈত্রের বা মৈত্রর ইত্যাদি।

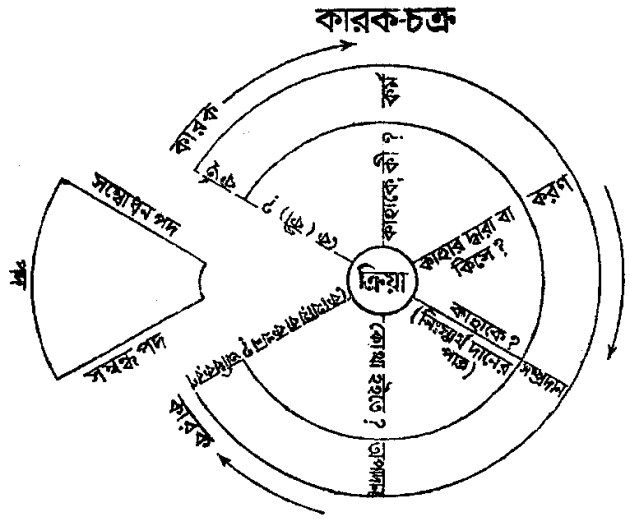

কারক-চক্র

কার (চলিতে কের) বিভক্তিচিহ্ন : কাল, স্থান ও সমষ্টিবাচক কতকগুলি শব্দের উত্তর এই বিভক্তিচিহ্নের প্রয়োগ হয়। কখনও কখনও মূল শব্দে এ বিভক্তিচিহ্নের প্রয়োগ হইয়া পরে কার (বা কের) যুক্ত হয়। (১) **কালবাচক শব্দে :** তখনকার, এবেলাকার, আগেকার, যখনকার, অদ্যকার, আজিকার (আজকের), সেদিনকার, কালকেকার, আজকালকার, ছেলেবেলাকার ইত্যাদি। (২) **স্থানবাচক শব্দে :** এদিককার, কোথাকার, মাঝখানকার, এখানকার, ওখানকার, ভিতরকার, বাইরেকার, উপরকার, নীচেকার ইত্যাদি। (৩) **সমষ্টিবাচক শব্দে :** সকলকার, সবাকার, সব্বাইকার, পাঁচজনকার, দোঁহাকার, আপনকার :

প্রয়োগ : "[illegible] আমা সবাকার পুণ্য

BANGODARSHAN.COM

জন্মভূমি এই।" "আপনকার আর অধিকদূর সঙ্গে আসিবার প্রয়োজন নাই।" ভিতরকার খবর বাইরেকার লোক পায় কি করে ? রোগীর অবস্থা পূর্বেকার চেয়ে ভালো। এঁদের উপরকার ঘরে নিয়ে যাও।

খাঁটী বাংলায় **সম্বন্ধপদের প্রয়োগ খুব ব্যাপক।** বিশিষ্টার্থক শব্দগুচ্ছ-গঠনে ইহার অবদান কম নয়। আমড়াকাঠের ঢেঁকি, কলুর বলদ, গোকুলের ষাঁড়, পিতলের কাটারি, ডুমুরের ফুল, চাঁদের হাট, ডানহাতের ব্যাপার, হাতের পাঁচ, নারদের নিমন্ত্রণ, মগের মুলুক, মিছরির ছুরি, ভিক্ষার চাল, দয়ার শরীর ইত্যাদি। সমাসবদ্ধ পদকে বিচ্ছিন্ন করিয়া পূর্বপদটিতে **র** বা **এর** বিভক্তিচিহ্ন-প্রয়োগে অনেকক্ষেত্রে ভাষার সরলতাও সম্পাদন করা হয়।—স্বর্ণবণিক্‌—সোনার বেনে ; সর্বশ্রেষ্ঠ—সবার সেরা ; বিদ্যুল্লিখন —বিদ্যুতের লেখা।

সম্বন্ধপদে টি বা টা নির্দেশকযোগে পরবর্তী বিশেষ্যপদটি লোপ পায়। সবাকার বই-ই তো রয়েছে, আমারটা গেল কোথা ? (আমারটা=আমার বইটা)।

সম্বোধনপদ

"মা, আমায় মানুষ কর।" ওরে ভজা, দেখে যা। "ভাগিনা, এ কী কথা শুনি !" "না সখি। ভীত হইও না।" "হে অতীত, তুমি হৃদয়ে আমার কথা কও, কথা কও।"

সম্বোধন কথাটির অর্থ হইতেছে **বিশেষভাবে ডাকা।** প্রথম বাক্যে মাকে ডাকা হইতেছে ; তাই মা পদটি সম্বোধনপদ। কিন্তু এই 'মা' পদটির সঙ্গে বাক্যের অন্য কোনো পদের কোনো সম্পর্ক নাই। বাক্যটির উদ্দেশ্য (কর্তৃকারক) তুই উহ্য আছে। দ্বিতীয় বাক্যে ভজাকে ডাকা হইতেছে বলিয়া ওরে ভজা সম্বোধনপদ। এখানেও বাক্যটির কর্তা তুই উহ্য। তৃতীয় ও চতুর্থ বাক্যে যথাক্রমে ভাগিনা ও সখি সম্বোধনপদ ; কর্তা যথাক্রমে আমি ও তুমি উহ্য। শেষ বাক্যের সম্বোধনপদ হে অতীত, কর্তা তুমি।

৮৯। **সম্বোধনপদ : যে পদে কাহাকেও আহ্বান করা বুঝায়, সেই পদকে সম্বোধনপদ বলে।**

ইংরেজীতে **Vocative Case** কারকের অন্তর্গত। বাংলায় কিন্তু সম্বোধনপদকে আমরা সঙ্গতভাবেই কারকের দলে ফেলি না। বাক্যের **ক্রিয়াপদের সহিত সম্বোধনের কোনো সম্পর্ক নাই বলিয়া ইহা কারকপদবাচ্য নহে।**

সম্বন্ধপদ ও সম্বোধনপদ কারক নয় কেন পূর্বপৃষ্ঠার চিত্রটি দেখিয়া বুঝিয়া লও। আমাদের দেওয়া মা, ভজা, ভাগিনা, অতীত প্রভৃতি সম্বোধনপদে শূন্যবিভক্তি হইয়াছে। সখি সংস্কৃত রীতির সম্বোধন বলিয়া প্রথমা বিভক্তিচিহ্ন রহিয়াছে।

সম্বন্ধ ও সম্বোধনপদ ক্রিয়ার সহিত সম্পর্কহীন বলিয়া কেবল পদ। উভয়ের মধ্যে এইটুকুই সাদৃশ্য। **উভয়ের পার্থক্য** কিন্তু বিরাট্‌। (১) **পরবর্তী বিশেষ্য বা সর্বনামপদের সঙ্গে পূর্ববর্তী সম্বন্ধপদের একটা সম্পর্ক থাকেই, কিন্তু বাক্যস্থিত কোনো পদের সঙ্গেই সম্বোধনপদের কোনো সম্পর্কই থাকে না।** (২) **সম্বন্ধপদটি সম্পর্কযুক্ত বিশেষ্য বা সর্বনামের পূর্বে বসে, কিন্তু সম্বোধনপদটি বাক্যের যেকোনো স্থানে বসে।** (৩) **সম্বন্ধপদে বিভক্তিচিহ্ন কখনই লোপ পায় না, কিন্তু খাঁটী বাংলারীতির সম্বোধনপদে চিরকালই শূন্যবিভক্তি।**

সম্বোধনপদটি বাক্যের প্রথমে বসিলে পদটির পরে একটি পাদচ্ছেদ (,) বা **বিস্ময়সূচক**

চিহ্ন (!) বসে; বাক্যের শেষে বসিলে পদটির পরে কেবল বিস্ময়সূচক চিহ্ন, বাক্যের অন্যত্র বসিলে পদটির পূর্বে ও পরে একটি করিয়া পাদচ্ছেদ বসাইতে হয়; এরূপ ক্ষেত্রে পদটির পরে কোনো কোনো ক্ষেত্রে পাদচ্ছেদ না বসাইয়া বিস্ময়সূচক চিহ্নও বসানো হয়।

সংস্কৃত রীতির সম্বোধনপদ বাংলায় প্রচুর প্রযুক্ত হয়। "হে মাতঃ বঙ্গ, শ্যামল অঙ্গ ঝলিছে অমল শোভাতে।" "পিতঃ, ভারতেরে সেই স্বর্গে করো জাগরিত!"

তৎসম শব্দের সম্বোধনে অ-কারান্ত শব্দ ভিন্ন অন্য স্বরান্ত শব্দের শেষ স্বরবর্ণের পরিবর্তন হয়।—

আ স্থানে এ—	শকুন্তলা—শকুন্তলে,	বৎসা—বৎসে।	
ই „ এ—	হরি—হরে,	সখি—সখে।	
ঈ „ ই—	নদী—নদি,	জননী—জননি।	
উ „ ও—	গুরু—গুরো,	প্রভু—প্রভো।	
ঋ „ অঃ—	পিতৃ—পিতঃ,	মাতৃ—মাতঃ।	

বৎ ও মৎ ভাগান্ত শব্দ সম্বোধনে পুংলিঙ্গে যথাক্রমে বন্ ও মন্ এবং স্ত্রীলিঙ্গে যথাক্রমে বতি ও মতি হয়। ভগবন্, শ্রীমন্, ভগবতি, শ্রীমতি ইত্যাদি।

ইন্, বিন্, অন্-ভাগান্ত শব্দ সম্বোধনে অবিকৃত থাকে—গুণিন্, তপস্বিন্, রাজন্। খাঁটী সংস্কৃত রীতিতে সম্বোধনপদ ব্যবহার করিতে হইলে শব্দটির পূর্বে অধিকাংশ স্থলে সম্বোধনসূচক অব্যয় বসে। (ক) "সন্ন্যাসী কহে করুণ বচনে, 'অয়ি লাবণ্যপুঞ্জে,.....সময় যেদিন আসিবে আপনি যাইব তোমার কুঞ্জে।' "—রবীন্দ্রনাথ। (খ) "ভয় শুধু তোমা-'পরে বিশ্বাসহীনতা, হে রাজন্!"—ঐ। (গ) "অদৃশ্য দু বাহু মেলি টানিছ তাহাকে অহরহ, অয়ি মুগ্ধে, কী বিপুলে টানে।" ঐ। (ঘ) "ভগবন্, গোত্র নাহি জানি।"—ঐ। (ঙ) "হে পিতঃ, কেমনে কবিতারসের সরে.....করি কেলি আমি না শিখালে তুমি?"—মধুকবি। (চ) "অতএব দয়া করি কহ ময়াবতি!"—নবীনচন্দ্র। (ছ) "বৎসে! বেলা হইতেছে, প্রস্থান কর।"—বিদ্যাসাগর। (জ) "অনসূয়ে! প্রিয়ংবদে! তোমরা কি পাগল হইলে?"—ঐ। (ঝ) "বৎস, তোমার এ বেশ কেন?"—দীনেশচন্দ্র। (ঞ) "অয়ি শ্যামাঙ্গিনি, ধনি, অয়ি বর্ষা করুণারূপিণি!" (ট) একবার মুখ তুলে চাও মা জগন্ময়ি! (ঠ) "জগৎপালিনি! জগত্তারিণি! জগজ্জননি! ভারতবর্ষ!"—দ্বিজেন্দ্রলাল। (ড) "দুর্দশা আর দুর্গতিতে, দুর্গে, আজি দুঃখীদলে পাগল হয়ে বেড়ায় তোরি ভবনতলে। তোরে চাই না মোরা সর্বনাশি!"—যতীন্দ্রমোহন। (ঢ) "চিরক্রন্দনময়ী গঙ্গে!"—যতীন্দ্রনাথ।

কিন্তু এই রীতির শৈথিল্যও যথেষ্ট দৃষ্ট হয়। শব্দকে সেখানে শূন্যবিভক্তিযুক্ত রাখিয়াই সম্বোধন-রূপে প্রয়োগ করা হয়। (ক) "হে রাজা, রেখেছি আনি তোমারি পাদুকাখানি।"—রবীন্দ্রনাথ। (খ) "প্রভু, আমি চণ্ডাল, নাভা আমার নাম।"—ঐ। (গ) "তুমি যদি, দেবী, পলকে কেবল একটি বিন্দু ফেল আঁখিজল!"—ঐ। (ঘ) "তুমি সকল সোহাগ সয়েছিলে, সখী, হাসিমুকুলিত মুখে!"—ঐ। (ঙ) "হে মাটি হে স্নেহময়ী, অয়ি মৌনমূক, অয়ি স্থির, অয়ি ধ্রুব, অয়ি পুরাতন, সর্ব-উপদ্রবসহা আনন্দভবন শ্যামলকোমলা।"—ঐ। (চ) "ভগবান, তুমি যুগে যুগে দূত পাঠায়েছ বারে বারে দয়াহীন সংসারে।"—ঐ। (ছ) "কবি, তব মনোভূমি রামের জন্মস্থান

BANGODARSHAN.COM

অযোধ্যার চেয়ে সত্য জেনো।" (জ) "খোলো খোলো, হে আকাশ, শুভ্র তব নীল যবনিকা।" (ঝ) "মায়ের পায়ে জবা হয়ে ওঠ না ফুটে মন।"

ইহা তো একবচনের কথা, বহুবচনে মূল শব্দের সঙ্গে রা, এরা প্রভৃতি বিভক্তি বা গণ, বৃন্দ প্রভৃতি বহুবচনাত্মক শব্দ যুক্ত হয়। ইহাই খাঁটী বাংলা রীতি। তবে অ-তৎসম শব্দটির পূর্বে প্রয়োজনমতো ও, ওগো, এই, ওলো, ওহে, ওরে, রে, হাঁরে, হাঁলো ইত্যাদি সম্বোধনসূচক অব্যয়ও মাঝে মাঝে বসানো হয়।—"হুজুর, আগেই বলেছিলুম, ও বেটা জাদু জানে।" "মেজবউ, তোমার তো বুদ্ধিনাশের সময় হয় নাই।" "ওরে, ইতিমধ্যে মামা কি বাগানে আসিয়াছিলেন?" (এখানে অব্যয়পদটি নিজেই সম্বোধনের কাজ করিতেছে।) "এখন আয় পাখি! তোতে আমাতে পঞ্চম গাই।" "ও ভাই, এ তো বড়ো কাজটা খারাপ হল।" "আঁধার করে ঘরের আলো সত্য কি তুই চললি উমা।" "মুষ্টি-ভিক্ষা চাই, রানী-মা, মুষ্টিভিক্ষা চাই।" "ওমা, তোমার চরণ দুটি বক্ষে আমার ধরি।" "তুমিই ঠাকুর, কর মীমাংসা।" "পাঁচ মিনিট না যেতেই ঘুমিয়ে গেলি, নেতিয়ে গেলি ছেঁড়া একটা মাদুরে, ওরে আমার জাদু রে!" "এই যে আমি, ও ভাই নেয়ে, ভিড়াও তরী।" মেয়ের আমার বিদ্যে দেখেছ, ন'দি? ও ভাই মাস্তু, তোর কার্পেটের সুচটা একবারটি দে না ভাই। গরিবকে একটু দয়া করুন, বাবারা! "সোনা আমার, জাদু আমার, মানিক আমার, ঘুমা।" "ওরে চিনি হওয়া ভালো নয় (মন), চিনি খেতে ভালবাসি।"

সম্বোধনপদ মাঝে মাঝে অব্যয়-রূপেও প্রযুক্ত হয়।—(ক) "আমি কহিলাম, 'আরে রাম রাম, নিবারণ সাথে যাবে।' "—রবীন্দ্রনাথ। (খ) "রাধে! স্ত্রীবুদ্ধি কি শাস্ত্রে বলে সাধে!"—ঐ। (গ) "রাধামাধব! সে কি কথা! গামছা পর্যন্ত খদ্দরের কিনেছি।" (ঘ) বাপরে! কী বিরাট্ সাপ রে! (ঙ) মাগো মা! এমন কাজ মানুষে করে!

অ-কারকে বিভক্তি

বাক্যে ব্যবহৃত সকল বিশেষ্য বা বিশেষ্যস্থানীয় পদের সঙ্গেই যে ক্রিয়ার সাক্ষাৎ সম্বন্ধ থাকিবে, এমন নয়। সুতরাং কারক বলা চলে না এমন বিশেষ্য বা সর্বনামপদও বিভক্তিযুক্ত হইয়া বাক্যে স্থান পায়। (কারণ, বিভক্তিহীন শব্দ বাক্যে থাকিতেই পারে না।) এইসমস্ত পদকে অ-কারক বা উপ-কারক পদ বলা হয়। সম্প্রতি আলোচিত সম্বন্ধ ও সম্বোধনপদও এই উপ-কারক পদের পর্যায়ভুক্ত। এইসমস্ত উপ-কারক পদ বিভক্তিচিহ্নযুক্ত হইয়া বাক্যের অশেষ বৈচিত্র্যসম্পাদন করে।

অ-কারকে বিভক্তি বলিলে বিভক্তিচিহ্ন এবং বিভক্তিস্থানীয় অনুসর্গও বুঝিতে হইবে। বিভক্তির মধ্যে এ (য়), তে, এতে, কে, র, এর, শূন্যবিভক্তি, এবং অনুসর্গের মধ্যে করিয়া (চলিতে করে), দিয়া (দিয়ে), ধরিয়া (ধরে), বলিয়া (বলে), চাইতে (চেয়ে), হইতে (হতে), থাকিয়া (থেকে), তরে, জন্য, বিনা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিতেছি।—

(১) এ (য়), তে, এতে:

(i) হেতু অর্থে—"হস্তপ্রভায় কুসুম মলিন হইয়াছে।" গুরুদেব সশিষ্য স্নানে চলেছেন। লজ্জায় আপনার কাছে আসতে পারিনি। জোর বাতাসে ঢেউগুলি ফুলে ফুলে উঠছে। "সদ্যোমৃত অবস্থায় সে যে পিণ্ডমাশ-আশংকায় কিছুমাত্র বিচলিত হইবে

এমন সম্ভাবনা নাই।" "তবু স্বভাবদোষে সকালবেলায় আলোর দিকে পাখি চায়।" কুয়াশায় চোখে কিছু দেখা যাচ্ছিল না। "দুজনে মুখোমুখি গভীর দুখে দুখী।" আনন্দে তিনি কাঁদিয়া ফেলিলেন। ভয়ে আমার মুখ দিয়ে আর কথা বেরুল না। অভাবে মানুষের স্বভাব নষ্ট হয়। "তিনি আপনার শিক্ষাগর্বে বঙ্গভাষার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিলেন না।"

(ii) ক্রিয়াসমাপ্তি ও ফলপ্রাপ্তি বুঝাইলে কালবাচক শব্দে—"ছয়দিনে উত্তরিল অশ্ব মনোরথ।" এক রাত্রিতেই বইখানা শেষ? একুশ বছরে তাজমহল গড়া শেষ হয়।

(iii) যে চিহ্ন বা লক্ষণদ্বারা ব্যক্তি বা বস্তুর স্বরূপ চেনা যায়—শিকারী বিড়াল গোঁফেই চেনা যায়। চন্দনতিলকে বুঝলাম তিনি বৈষ্ণব। পৈতাতেই চেনা যাবে উনি ব্রাহ্মণ। খদ্দরেই বুঝবেন তিনি কংগ্রেসী।

(iv) শরীরের কোনো অঙ্গের বিকার বুঝাইলে সেই অঙ্গবাচক শব্দে—কানে খাটো, চোখে কানা, পায়ে খোঁড়া— এমন খুনীকে খুঁজে বার করা তেমন কিছু শক্ত নয়। (লক্ষণ ও অঙ্গবিকারের পার্থক্য: লক্ষণ নেহাত সাময়িক, তাই সহজে পরিত্যাজ্য, কিন্তু অঙ্গবিকার স্থায়ী, তাই প্রতিবিধানের অতীত।)

(v) জাতি ধর্ম বর্ণ আকৃতি প্রকৃতি পেশা ইত্যাদিবাচক শব্দে—তিনি জাতিতে ব্রাহ্মণ, কিন্তু আচরণে চণ্ডাল। "ধর্মে আমি মুসলমান কিন্তু জাতিতে তো বাঙালী।" ধর্মে খ্রীষ্টান আর আচারব্যবহারে ইওরোপীয় হওয়া সত্ত্বেও শ্রীমধুসূদন প্রকৃতিতে ছিলেন খাঁটী বাঙালী। কাপড়ের টুকরোটা বহরে বেশ খাটো। রূপে লক্ষ্মী গুণে সরস্বতী এমন মেয়ে বড়ো-একটা দেখা যায় না।

(vi) প্রতিযোগিতা বা সহযোগিতা বুঝাইলে—ছেলেটাকে নিয়ে যমে মানুষে টানাটানি চলেছে। "রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয় উলুখাগড়ার প্রাণ যায়।" মায়েতে মেয়েতে এখনও ঝগড়া চলেছে। এদের দুটি ভাইয়ে বেশ ভাব। "তোমায় আমায় মিলন হবে বলে।" "পণ্ডিতে পণ্ডিতে তর্ক মূর্খে নাহি বুঝে।" "ও মন, তোর মতো যে নেইকো তাদের মায়ে-পোয়ে আলাপন।" [প্রতিযোগী কর্তা বা সহযোগী কর্তার সঙ্গে এই অ-কারকে বিভক্তি-প্রয়োগটির পার্থক্য ভালোভাবে লক্ষ্য কর: সেখানে যমে মানুষে টানাটানি করে, তাই কর্তৃকারক, এখানে যমে মানুষে টানাটানি হয়, তাই অ-কারক।]

(vii) ক্রিয়াবিশেষণে—সাবধানে থাকিস বাবা। "দশ হাজার লোকের বাহবার সামনে কাপুরুষও অক্লেশে প্রাণ দেয়। "রিসাল কহিল উচ্চে স্বর্ণলতিকারে।" "ধীরে, রজনী, ধীরে।" "পুরুষেরা নিঃশব্দে দুর্গানাম জপ করিতে লাগিলেন।" "স্মিতহাস্যে নাহি চস সলজ্জিত বাসরশয্যাতে।" "পুষ্পশর বক্ষে মম হানিল সে মৃদুমন্দ হাসে।" —রুমানিয়ান কবি এমিনেস্কু। "শ্যামা মেয়ে কুটির হতে ত্রস্ত এল তাই।"

(viii) নিমিত্ত বা প্রয়োজন বুঝাইলে—"আপনারে অপরের নিয়োজিতে তব কাজে।" ভাইয়ে ভাইয়ে ঝগড়ায় দরকার কী? টাকায় সবারই অল্পবিস্তর প্রয়োজন। রাজগুরু দুর্গদ্বারে এলেন ভিক্ষায়।

(ix) নিবারণার্থে—চাই ক্ষুধায় অন্ন পিপাসায় পানীয়, রোগে ঔষধ, হতাশায় সান্ত্বনা আর বিপদে ধৈর্য। "কুসুমেতে গন্ধ তুমি, আঁধারে যে আলো।"

(x) সহার্থে—"সুদূর গ্রামখানি আকাশে (সহ শব্দের লোপ, কিন্তু ব্যঞ্জনায় অর্থটি সহজলভ্য) মেশে।" আগে গোরুটাকে খোঁটায় কষে বাঁধি, তারপর।

(xi) যোগ বা সমষ্টি বুঝাইলে—বারো ইঞ্চিতে এক ফুট হয়। অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট। দশচক্রে ভগবান্ পর্যন্ত ভূত হয়ে যান।

(xii) যে অসমাপিকা ক্রিয়াদ্বারা অন্য একটি ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয়, সেই অসমাপিকা ক্রিয়াটি ভাববাচক বিশেষ্যে পরিণত হইলে—"আনন্দময়ীর আগমনে (আগমন হইলে= আগমনে) আনন্দে গিয়াছে দেশ ছেয়ে।" "বঙ্কিমসূর্যের আবির্ভাবে (আবির্ভাব ঘটিলে =আবির্ভাবে) বাঙালীর হৃৎপদ্ম বিকশিত হইল।"

(xiii) উদ্দেশ বুঝাইতে—"সাধু চলেছেন দক্ষিণাপথে।"

(২) কে:

(i) উদ্দেশ্য উদ্দেশ প্রয়োজন ইত্যাদি অর্থে—"বেলা যে পড়ে এল জলকে (জল আনিবার উদ্দেশ্যে) চল।" এটি আমার ছাতাকে ছাতা, লাঠিকে লাঠি (ছাতা ও লাঠি দুইটি প্রয়োজনই একসঙ্গে মিটায়)। তোমাকে আমার প্রয়োজন আছেই। এ ব্যাপারে মাকে এখনই চিঠি লিখছি (মায়ের উদ্দেশে)।

(ii) নিমিত্তার্থে—গলিটায় বড্ড অন্ধকার, চন্দনাকে টর্চটা দেখাও (সাহায্যের নিমিত্ত)। অন্ধকারে তোমাকে একটু দাঁড়াব কি (সাহায্যের জন্য)?

(iii) ধিক্ ধন্যবাদ বিনা ছাড়া ইত্যাদি শব্দযোগে—কেষ্টকে ছাড়া আমার এক-তিলও চলে না। আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ। এমন অকৃতজ্ঞ সন্তানকে ধিক্।

(৩) র, এর, এদের:

(i) সহার্থক শব্দযোগে—কুকুরটি যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে সঙ্গে চলল। "অসতের সহ নয় বসতের বিধি।" "বসত-বিধান সদা সতের সহিত।" "পুষ্পসহ কীট উঠে দেবতার শিরে।" "বসন্তের রানী যবে·····হাসিয়া বসন্তসহ করে চুপে মধুর আলাপ।" (শেষ দুইটি উদাহরণে কবিতায় ছন্দের খাতিরে বিভক্তিচিহ্নের লোপ।)

(ii) নিবারণার্থে—"শীতের ওড়নী পিয়া গিরীষির বা। বরিষার ছত্র পিয়া দরিয়ার না।" (প্রিয়তম আমার শীত নিবারণের ওড়না, গ্রীষ্ম নিবারণের মলয়বাতাস, বর্ষা নিবারণের ছত্র।)

(iii) উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনার্থে—"বরিষার ছত্র পিয়া দরিয়ার না।" (দরিয়া পার হওয়ার জন্যই নৌকার প্রয়োজন)। পুজোর ফুল, ঘোড়ার ঘাস, গোরুর বিচালি সব তো আমাকেই যোগাড় করতে হয়। এ আমাদের বাঁচার (বাঁচিবার উদ্দেশ্যে) লড়াই।

(iv) অনেকের মধ্যে একের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ দেখাইতে—কবিদের মধ্যে কালিদাস শ্রেষ্ঠ। নরের মধ্যে নরেন, যেমন পর্বতের মধ্যে হিমালয়। মেয়েদের মধ্যে মাধুরীই যা মেধাবিনী। মহেন্দ্র সবার বড়ো। ভ্যাবলা দলের ওঁছা।

(v) তুল্যার্থক শব্দযোগে—মায়ের মতো হিতৈষিণী আর কে আছে? বিদ্যার তুল্য সম্পদ্ নেই, বিনয়ের তুল্য গুণ নেই।

(৪) শূন্যবিভক্তি:

(i) ব্যাপ্তি অর্থে পথবাচক বা কালবাচক শব্দে—তিন মাইল পথ এতটুকু ছেলে হাঁটতে পারে? পুজোপলক্ষে বিদ্যালয় পাঁচদিন বন্ধ থাকবে। সারাটা জীবন সংসারের ঘানি টেনেই গেলাম।। "মধ্যাহ্নে মাঠের মাঝে····· সারাদিন বাজাইলি বাঁশি।" হিউয়েন-সাঙ নালন্দায় পাঁচ বছর অধ্যয়ন করেন।

BANGODARSHAN.COM

কারক	একবচন	বহুবচন
সম্বন্ধপদ	মেয়ের	মেয়েদের, মেয়েগুলোর
সম্বোধন	মেয়ে	মেয়েরা

বই শব্দ (ক্লীবলিঙ্গ)—চলিত

কারক	একবচন	বহুবচন
কর্তৃ	বই, বইখানা, বইখানি	বইগুলো
কর্ম	বই, বইখানিকে	বইগুলো, বইগুলোকে
করণ	বইয়ের দ্বারা, বই দিয়ে	বইগুলির দ্বারা, বইগুলো দিয়ে
অপাদান	বই থেকে, বইয়ের থেকে	বইগুলোর থেকে, বইগুলোর চেয়ে
অধিকরণ	বইয়ে, বইতে, বইতেতে	বইগুলোতে, বইগুলোয়, বইগুলোর মধ্যে
সম্বন্ধপদ	বইয়ের, বইখানার, বইখানির	বইগুলোর

[অপ্রাণিবাচক শব্দের সম্প্রদান ও সম্বোধনপদের রূপ হয় না।]

বস্তুবাচক যাবতীয় ক্লীবলিঙ্গ শব্দের চলিত রূপ বই শব্দের মতো।

জল শব্দ (ক্লীবলিঙ্গ)—নিত্য একবচন সাধু/চলিত

কারক	একবচন
কর্তৃ ও কর্ম	জল
করণ	জলে, জল দিয়া/জল দিয়ে
অপাদান	জল হইতে/জল থেকে, জলের চেয়ে
অধিকরণ	জলে, জলেতে, জলের মধ্যে
সম্বন্ধপদ	জলের
সম্বোধন	জল

সর্বনাম

আমি শব্দ (উত্তমপুরুষ)—সাধু

কারক	একবচন	বহুবচন
কর্তৃ	আমি	আমরা, মোরা*
কর্ম, সম্প্রদান	আমাকে, আমায়, আমারে*, মোরে*	আমাদিগকে, আমাদের, মোদেরে*
করণ	আমার দ্বারা, আমাকে দিয়া, আমা কর্তৃক	আমাদিগের দ্বারা, আমাদের দিয়া
অপাদান	আমা হইতে, আমার চেয়ে	আমাদের হইতে, আমাদের চেয়ে
অধিকরণ	আমায়, আমাতে, আমার মধ্যে	আমাদিগেতে, আমাদের মধ্যে
সম্বন্ধপদ	আমার, মোর*, মম*	আমাদের, মোদের*

*আমি, তুমি, সে, আপনি, নিজ, সব প্রভৃতি সর্বনাম শব্দের তারকাচিহ্নিত রূপগুলি কেবল কবিতায় চলে। [সর্বনাম শব্দের সম্বোধন হয় না।]

BANGODARSHAN.COM

তুমি শব্দ (মধ্যমপুরুষ সাধারণার্থে)—চলিত

কারক	একবচন	বহুবচন
কর্তৃ	তুমি	তোমরা
কর্ম, সম্প্রদান	তোমাকে, তোমায়, তোমারে*	তোমাদের, তোমাদেরে*
করণ	তোমার দ্বারা, তোমাকে দিয়ে	তোমাদের দ্বারা, তোমাদের দিয়ে
অপাদান	তোমার থেকে, তোমার চেয়ে, তোমার কাছ থেকে	তোমাদের থেকে, তোমাদের চেয়ে, তোমাদের কাছ থেকে
অধিকরণ	তোমাতে, তোমায়, তোমার মধ্যে, তোমার মাঝে	তোমাদের মধ্যে, তোমাদের মাঝে
সম্বন্ধপদ	তোমার, তব*	তোমাদের

আপনি শব্দ (মধ্যমপুরুষ সম্ভ্রমার্থে)—সাধু

কারক	একবচন	বহুবচন
কর্তৃ	আপনি	আপনারা
কর্ম, সম্প্রদান	আপনাকে, আপনায়, আপনারে*	আপনাদিগকে, আপনাদের
করণ	আপনাকে দিয়া, আপনার দ্বারা, আপনা কর্তৃক	আপনাদের দ্বারা, আপনাদের দিয়া, আপনাদিগ কর্তৃক
অপাদান	আপনা হইতে, আপনার চেয়ে	আপনাদিগের হইতে, আপনাদের চেয়ে
অধিকরণ	আপনায়, আপনাতে, আপনার মাঝে	আপনাদিগেতে, আপনাদের মাঝে
সম্বন্ধপদ	আপনার	আপনাদের, আপনাদিগের

সে শব্দ (প্রথমপুরুষ সাধারণার্থে)—সাধু

কারক	একবচন	বহুবচন
কর্তৃ	সে	তাহারা
কর্ম, সম্প্রদান	তাহাকে, তাহারে*	তাহাদিগকে, তাহাদের
করণ	তাহার দ্বারা, তাহাকে দিয়া	তাহাদের দ্বারা, তাহাদের দিয়া
অপাদান	তাহার অপেক্ষা, তাহার চেয়ে, তাহার হইতে	তাহাদের অপেক্ষা, তাহাদের চেয়ে, তাহাদের হইতে
অধিকরণ	তাহাতে, তাহায়, তাহার মধ্যে, তাহার মাঝে	তাহাদিগেতে, তাহাদের মধ্যে, তাহাদের মাঝে
সম্বন্ধপদ	তাহার	তাহাদিগের, তাহাদের

তিনি শব্দ (প্রথমপুরুষ সম্ভ্রমার্থে)— চলিত

কারক	একবচন	বহুবচন
কর্তৃ	তিনি	তাঁরা
কর্ম সম্প্রদান	তাঁকে, তাঁরে*, তাঁয়*	তাঁদেরকে, তাঁদের, তাঁদেরে*
করণ	তাঁর দ্বারা, তাঁকে দিয়ে	তাঁদের দ্বারা, তাঁদের দিয়ে
অপাদান	তাঁর থেকে, তাঁর চেয়ে, তাঁর কাছে	তাঁদের থেকে, তাঁদের চেয়ে তাঁদের কাছ থেকে
অধিকরণ	তাঁতে, তাঁর মাঝে, তাঁর মধ্যে	তাঁদিগেতে, তাঁদের মাঝে, তাঁদের মধ্যে
সম্বন্ধপদ	তাঁর	তাঁদের

ইনি, যিনি প্রভৃতি সম্ভ্রমার্থক সর্বনামের রূপ তিনি শব্দের মতো।

নিজ শব্দ—সাধু

কারক	একবচন	বহুবচন
কর্তৃ	নিজে	নিজেরা
কর্ম সম্প্রদান	নিজেকে, নিজকে, নিজেরে*	নিজদিগকে, নিজেদেরকে, নিজেদের
করণ	নিজের দ্বারা, নিজেকে দিয়া, নিজ কর্তৃক	নিজেদের দ্বারা, নিজেদের দিয়া, নিজদিগের দ্বারা
অপাদান	নিজ হইতে, নিজের অপেক্ষা, নিজের চেয়ে	নিজদিগের হইতে, নিজদিগের অপেক্ষা, নিজদিগের চেয়ে
অধিকরণ	নিজে, নিজেতে, নিজের, নিজের মধ্যে, নিজের মাঝে	নিজদিগেতে, নিজেদের মধ্যে, নিজদিগের মধ্যে, নিজদিগের মাঝে
সম্বন্ধপদ	নিজের, নিজেকার, নিজকার	নিজদিগের, নিজেদের

সব শব্দ (সাকল্যবাচক সর্বনাম)— চলিত

কারক	বহুবচন
কর্তৃ	সব, সবাই, সবে*
কর্ম সম্প্রদান	সবাইকে, সবারে*, সবে*
করণ	সবার দ্বারা, সবাইকে দিয়ে
অপাদান	সব থেকে, সবার থেকে, সবার চেয়ে, সবের থেকে, সবাকার থেকে
অধিকরণ	সবেতে, সবার মাঝে, সবার মধ্যে
সম্বন্ধপদ	সবের, সবার, সবাইয়ের, সবাইকার, সববাইকার

কারক-বিভক্তি-নির্ণয়

বিভিন্ন কারকে কোনো শব্দের মূল রূপটির কী ধরনের পরিবর্তন হয়, এতক্ষণ লক্ষ্য করিলে। এখন, কারক-বিভক্তি নির্ণয় করিতে বলিলে কীভাবে করিবে? মূল শব্দটিতে

BANGODARSHAN.COM

অতিরিক্ত কোন্ অংশটি যুক্ত হইয়াছে, বাহির কর; সেই অতিরিক্ত অংশটিই বিভক্তি। (ক) আমাকে যেতেই হবে। এখানে আমাকে পদটির মূল অংশ 'আমি', এবং অতিরিক্ত অংশ 'কে'; সুতরাং কর্তৃকারকে বিভক্তি হইল কে। (খ) এ ঘরে কত ছেলেমেয়ে আছে? ছেলেমেয়ে পদটির মূল অংশ 'ছেলেমেয়ে', আর কোনোকিছু অতিরিক্ত অংশই এখানে যুক্ত হয় নাই; সুতরাং পদটিতে কর্তৃকারকে শূন্যবিভক্তি হইয়াছে। (গ) ছেলেটিকে একটু দেখো। এখানে ছেলেটিকে পদটির মূল অংশ 'ছেলে', অতিরিক্ত অংশ 'টিকে' (টি নির্দেশক+কে বিভক্তি); সুতরাং কর্মকারকে বিভক্তি এখানে কে। (ঘ) আপনাদের খাবার দেওয়া হয়েছে। মূল শব্দ 'আপনি'+অতিরিক্ত অংশ 'দের'; অতএব এখানে সম্প্রদানে বহুবচনের বিভক্তি দের হইয়াছে।

পরীক্ষার উত্তরপত্রে কারকের নামটি সর্বদাই পুরাপুরি লিখিবে, বিভক্তিচিহ্নটি স্পষ্ট করিয়া উল্লেখ করিবে; কখনই প্রথমা বিভক্তি, দ্বিতীয়া বিভক্তি ইত্যাদি রূপে লিখিবে না।

অনুশীলনী

১। শব্দবিভক্তি কী? অনুসর্গের সহিত শব্দবিভক্তির তুলনা কর।

২। শূন্যবিভক্তি কাহাকে বলে? শূন্যবিভক্তির উপযোগিতা কী? উদাহরণদ্বারা বুঝাইয়া দাও।

৩। অনুসর্গ কাহাকে বলে? অব্যয় ও অসমাপিকা ক্রিয়া অনুসর্গরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে, দুইটি করিয়া উদাহরণ দাও। অনুসর্গের পূর্ববর্তী শব্দে বিভক্তিচিহ্ন যুক্ত হইয়াছে, এমন তিনটি উদাহরণ দাও।

৪। অনুসর্গ ও নির্দেশক, শব্দবিভক্তি ও নির্দেশক, শব্দবিভক্তি ও অনুসর্গের মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য দেখাও।

৫। কারক কাহাকে বলে? প্রত্যেক প্রকার কারকের একটি করিয়া উদাহরণ দাও।

৬। বিশেষণপদের কারক হইয়াছে এমন দুইটি উদাহরণ দাও। বিশেষণপদে শূন্যবিভক্তিযোগে কারক হইয়াছে, দুইটি উদাহরণ দাও।

৭। প্রত্যেকটি কারকে শূন্যবিভক্তি হয়, একটি করিয়া উদাহরণ দিয়া বুঝাইয়া দাও। কোন্ কোন্ কারকে শূন্যবিভক্তির ব্যাপক প্রয়োগ হয়, উদাহরণ দিয়া বুঝাও।

৮। এমন একটি বাক্য রচনা কর যাহাতে প্রত্যেকটি কারকের প্রয়োগ রহিয়াছে। রচিত বাক্যটিতে কোন্ কারকে কোন্ বিভক্তিচিহ্ন হইয়াছে, দেখাইয়া দাও।

৯। অধিকরণকারক কাহাকে বলে? অধিকরণ কয় প্রকার? প্রত্যেক প্রকারের একটি করিয়া উদাহরণ দাও।

১০। তির্যক্ বিভক্তি কাহাকে বলে? এ, কে, তে বিভক্তিচিহ্নের ব্যাপক প্রয়োগ উদাহরণসহ উল্লেখ কর।

১১। এ (য়), তে, দিয়া—প্রত্যেকটি বিভক্তিচিহ্ন বা অনুসর্গযোগে করণ ও অধিকরণকারকের উল্লেখ করিয়া দেখাও যে, করণ ও অধিকরণকারকের পার্থক্য বিভক্তিচিহ্নে নহে, কেবল অর্থে।

১২। কর্তৃকারক ও অধিকরণকারকে কোন্ কোন্ বিভক্তিচিহ্ন হয়, উদাহরণ দিয়া বুঝাও।

১৩। (ক) অপাদানকারক বুঝাইতে বিভিন্ন বিভক্তিচিহ্ন-প্রয়োগের উদাহরণ দাও।
(খ) বিভিন্নপ্রকার অপাদানকারকের উল্লেখ করিয়া উদাহরণসহ বুঝাইয়া দাও।

১৪। (ক) সম্বন্ধপদ ও সম্বোধনপদ কাহাকে বলে? প্রত্যেকটির উদাহরণ দাও। ইহাদের কারক বলা যায় কি না, আলোচনা কর।
(খ) প্রতিটি কারক-সম্বন্ধের একটি করিয়া উদাহরণ দাও।

১৫। পার্থক্য দেখাও : কারক ও সম্বন্ধপদ, ব্যতিহার কর্তা ও সহযোগী কর্তা, গৌণ কর্ম ও সম্প্রদানকারক, যোগ্যতা-সম্বন্ধ ও দক্ষতা-সম্বন্ধ, হেতু-সম্বন্ধ ও নিমিত্ত-সম্বন্ধ, উপাদান-সম্বন্ধ ও অঙ্গাঙ্গি-সম্বন্ধ, নিমিত্ত-সম্বন্ধ ও নিবারণ-সম্বন্ধ, বিশেষণ-সম্বন্ধ ও গুণধর্মাদি-সম্বন্ধ, সম্বন্ধপদ ও সম্বোধনপদ, মর্যাদা ও অভিবিধি।

১৬। (ক) বিভিন্ন কারকের একবচনের বিভক্তিচিহ্ন ও অনুসর্গের তালিকা সাধু ও চলিত ভাষারীতি-অনুযায়ী লিপিবদ্ধ কর।
(খ) বিভিন্ন কারকের বহুবচনের বিভক্তিচিহ্ন ও অনুসর্গের তালিকা সাধু ও চলিত ভাষারীতি অনুযায়ী লিপিবদ্ধ কর।
(গ) কখন 'এ' বিভক্তি য় (য়ে) হইয়া যায়? উদাহরণ দাও।

১৭। (ক) কোন্ কোন্ কারকে 'এ' বিভক্তিচিহ্ন হয়, একটি করিয়া উদাহরণ দাও।
(খ) 'কে' বিভক্তিচিহ্নযোগে কোন্ কোন্ কারক নিষ্পন্ন হয়, উদাহরণ দাও।
(গ) কর্মকারকে 'কে' বিভক্তিচিহ্নের যোগে ও লোপে অর্থের পরিবর্তন ঘটে, দুইটি উদাহরণ দিয়া বুঝাইয়া দাও।

১৮। (ক) কর্তৃকারক কাহাকে বলে? বিশেষ উল্লেখযোগ্য কয়েকপ্রকার কর্তৃ-কারকের উল্লেখ কর ও উদাহরণ দিয়া বুঝাইয়া দাও।
(খ) কর্মকারক কাহাকে বলে? বিভিন্নপ্রকার কর্মকারকের উল্লেখ করিয়া উদাহরণযোগে বুঝাইয়া দাও।
(গ) করণকারক কাহাকে বলে? উদাহরণ দিয়া বুঝাইয়া দাও। বিভিন্নপ্রকার করণের উল্লেখ করিয়া উদাহরণযোগে বুঝাইয়া দাও।
(ঘ) সম্প্রদানকারক কাহাকে বলে? উদাহরণযোগে বুঝাইয়া দাও। কর্মকারক ও সম্প্রদানকারকের পার্থক্য উদাহরণযোগে বুঝাইয়া দাও।
(ঙ) "আজি রজনীতে হয়েছে সময়, এসেছি বাসবদত্তা!"—দুইটি কর্তৃকারক, দুইটি অধিকরণকারক ও একটি সম্বোধনপদ চিহ্নিত করিয়া সেই পদগুলিতে কোন্ বিভক্তিচিহ্ন রহিয়াছে, বল।

(চ) "তোমার সবুজ আঁচল ফুলে ফুলে সোনার ধানে ভরব।"—একটি কর্মকারক, দুইটি করণ ও দুইটি সম্বন্ধপদ নির্দেশ কর; সম্বন্ধ দুইটি কোন্ প্রকার সম্বন্ধ?

১৯। উদাহরণযোগে বুঝাইয়া দাও : করণে 'তে' বিভক্তি; বিভক্তিচিহ্নের পরিবর্তে অনুসর্গ; অপাদানে 'এ' বিভক্তি; ব্যতিহার কর্তা; সমধাতুজ কর্ম; প্রযোজ্য কর্তা; গৌণ কর্ম; মুখ্য কর্ম; প্রযোজক কর্তা; বিভক্তিশূন্য অধিকরণ; বিধেয় কর্ম; সম্প্রদানকারক; উদ্দেশ্য কর্ম; সম্প্রদানে শূন্যবিভক্তি; বিষয়াধিকরণ; সমধাতুজ কর্তা; অপাদানে 'কে'; করণে 'য়' ও 'এতে'; অপাদানে শূন্যবিভক্তি; তির্যক্ বিভক্তি; সমধাতুজ করণ; কর্মকর্তৃবাচ্যের কর্তা; কর্মরূপে অসমাপিকা ক্রিয়ার প্রয়োগ; সাধনকর্তা; উপবাক্যীয় কর্ম; করণে 'এর' বিভক্তি; বিকৃতিবাচক অপাদান;

BANGODARSHAN.COM

সামীপ্যাধিকরণ; এক ক্রিয়ার বহু কর্তা; বহু ক্রিয়ার এক কর্তা; একদেশসূচক অধিকরণ; কর্মে বীপ্সা; নিরপেক্ষ কর্তা; কালবাচক অপাদান; ব্যাপ্তিমূলক স্থানাধিকরণ; ব্যাপ্তিমূলক কালাধিকরণ; কর্মে 'রে' বিভক্তি; প্রয়োজনার্থে 'কে'; অপাদান-সম্বন্ধ; সহযোগী কর্তা; অনুক্ত কর্তা; উদ্দেশ্য কর্মে শূন্যবিভক্তি; অকর্মিকা ক্রিয়ার ধাত্বর্থক কর্ম; উপায়াত্মক করণ; সম্প্রদান-সম্বন্ধ; কর্তৃকারকে 'তে' ও 'এতে'; সম্প্রদানে 'এ' ও 'তে'; বিশেষণ-সম্বন্ধ; অব্যয়রূপে সম্বোধনপদ; অভেদ-সম্বন্ধ; ক্ষণমূলক কালাধিকরণ; করণে শূন্যবিভক্তি; ব্যাপ্তি-সম্বন্ধ; বিধেয় বিশেষণরূপে সম্বন্ধপদ; অধিকরণে বীপ্সা; অধিকরণে 'কে' বিভক্তি; খন্ডাত্মক করণ; সম্প্রদানে 'রে' বিভক্তি; উহ্য কর্তা; করণে বিভক্তিচিহ্ন ও অনুসর্গের যুগ্মপ্রয়োগ; কর্তৃকারকে 'রে' বিভক্তি; করণে বীপ্সা; অপাদানরূপে অসমাপিকা ক্রিয়া; করণে 'হইতে' অনুসর্গ; অপাদানে 'দিয়া' অনুসর্গ; অধিকরণে 'দিয়া' অনুসর্গ; খাঁটী বাংলা সম্বোধনপদ; উপবাক্যীয় কর্তা; স্থানবাচক অপাদান; অধিকার-সম্বন্ধ; বাংলায় সংস্কৃত রীতির সম্বোধনপদ; আধার-আধেয়-সম্বন্ধ; বাক্যাংশ কর্ম; বাক্যাংশ কর্তা; অসম্ভব-সম্বন্ধ; দূরত্ববাচক অপাদান; বাক্যাংশ কর্ম; অধিকরণ-সম্বন্ধ; সম্বোধনরূপে অব্যয়ের প্রয়োগ; উপাদান-সম্বন্ধ; করণ-সম্বন্ধ; অবস্থানবাচক অপাদান; তারতম্য বুঝাইতে অনুসর্গের প্রয়োগ; মর্যাদা ও অভিবিধি বুঝাইতে অনুসর্গের প্রয়োগ; ব্যাপ্তি ও হেতু অর্থে শূন্যবিভক্তি; নিবারণার্থে 'য়'; ক্রিয়াবিশেষণে 'এ' বিভক্তি ও অনুসর্গ; উহ্য কর্ম; বিশেষণে শূন্যবিভক্তি।

২০। আয়ত্ত পদগুলির কারকবিভক্তি নির্ণয় কর অথবা কারক-ভিন্ন স্থলে বিভক্তি-প্রয়োগের কারণটি দেখাও : "ঝুলি হতে দিলেম তুলে একটি ছোটো কণা।" "আমি নয়নে-বসন বাঁধিয়া বসে আঁধারে মরি গো কাঁদিয়া।" "কল্পতরু, তুমি এ কোন্ খেয়ালে আমারে কাঙাল করিলে!" এতক্ষণে গাড়ি বর্ধমান ছাড়ল। বন্যাত্রাণ সমিতিতে তিনি চাঁদা দিলেন না। "নিশীথের তারা শ্রাবণগগনে ঘন মেঘে অবলুপ্ত।" "এ বাগানে ফুল তুলবে না বলছি।" পাণ্ডুলিপিতে কাটাকুটির আঁচড়েও রবীন্দ্রনাথ সুন্দরকে ধরে রেখেছেন। দুধের স্বাদ কি ঘোলে মেটে? "ফুলদল দিয়া কাঁটিলা কি বিধাতা শাল্মলী-তরুবরে!" রবীন্দ্রসংগীতে চিত্তশুদ্ধি ঘটে। রবীন্দ্রসংগীতে চিত্তশুদ্ধি ঘটায়। "হেরিয়া আজিকে ঘরে পরে সবে হাসিছে হেলার হাসি।" "তোমার আলোক পাখির বাসায় জাগিয়ে তোলে গান।" "মা, তোর রাঙা পায়ে কত ভ্রমর ঠাঁই পেয়েছে ফুলের সাথে।" "বেলাজুঁই ছড়িয়ে দেব বৈশাখের এই সন্ধ্যাবেলা।" "নতুন প্রভাত উঠবে জেগে রঙ ছড়াবে মেঘে মেঘে।" "মজিনু বিফল তপে অবরেণ্যে বরি।" খাদ্যের মিষ্টত্ব কি খাদ্যেই নিহিত? "এমনি করে কালো কাজল মেঘ জ্যৈষ্ঠমাসে আসে ঈশানকোণে।" "এমনি করে কালো কোমল ছায়া আষাঢ়মাসে নামে তমালবনে।" "সুখ জগতের কোথাও নেই, আছে নিজের মনে।" এ তথ্য রামায়ণে পেয়েছি। এ তথ্য রামায়ণে দেখেছি। "অন্ধকারে লুকিয়ে আপনমনে কাহারে তুই পূজিস সঙ্গোপনে?" কথাটা শুনেই তিনি আহারে বিরত হলেন। গা দিয়ে দরদর ঘাম ঝরছে যে! অন্ধজনে দয়া কর। সে কি এখনও তাস খেলছে? ছিঃ। ভাইয়ে ভাইয়ে ঝগড়া করে না। "মায়ের পায়ে জবা হয়ে ওঠ্ না ফুটে মন।" সব মেঘেই বৃষ্টি হয় না। ছেলেদের খাবার দিয়েছেন? টাকাতে কী না হয়? ডাক্তারে যা বলেন বলুন। হাতে মাথা কাটবে না কি? নতুন কলমে ভালো লেখা যায় না। মহাশয়ের থাকা হয় কোথায়? "তারে মোহমন্ত্র দিয়ে গেছে

কত ফুলের গন্ধ।" রঘুবংশে **পারস্যদেশকে বনায়ু** বলা হয়েছে। "**কর্মীরে** শিখালে তুমি যোগযুক্তচিতে সর্বফলস্পৃহা ব্রহ্মে দিতে উপহার।" "কালো মৌমাছি জানে মধুর খবর গুবরেপোকা জানে না।" "**বহ্নিশিখা একপলকে** মিলিয়ে দিল **সাদাকালো**।" "কৈলাসে পার্বতীহরে ভিক্ষা করে কাল হরে।" "**খোকা মাকে** শুধায় ডেকে, 'এলেম আমি কোথা থেকে।'" "**বিশ্বভুবন** আঁধার করে তোর **রূপে** মা সব ডুবালি।" "**ধূসায়** ধূপদী সত্তা, আকাশেরে কেন তবে ডর?" "তাহারা গরিব, তাই তাহাদের **বাড়ী** ভাল খাওয়াদাওয়া হয় না।" "এ বয়সে **গীতাপাঠ** ছেড়ে **ফুটবল** খেল।" **বীজে** গাছ জন্মে। "সেই ক্ষীণবায়ু দেবধূপের **সৌরভে** পরিপূর্ণ।" "**তীর্থদর্শনে** যেরূপ পরকালের কর্ম হয়, বাটী বসিয়াও সেরূপ হইতে পারে।" "বাঙালীর **খুনে** লাল হল যেথা ক্লাইবের খঞ্জর!" "**কীর্তনে** আর বাউলের গানে আমরা দিয়েছি খুলি মনের গোপনে নিভৃত ভুবনে দ্বার ছিল যতগুলি।" "এই **পাদুকা** সেই অপূর্ব রাজশ্রী ভরতকে প্রদান করিল।" "ছিঁড়ুক বস্ত্র, লাগুক ধূলাবালি।" "অট্টহাস্য হাসিয়া উঠিল পণ্ডিত অভিমানী।" **অকস্মাৎ** তিনি অধ্যাপনায় বিরত হলেন। মা নিজের হাতে শিশুটিকে ঝিনুকে খাইয়ে দিচ্ছেন। জনে জনে **প্রেম** বিলায়ে প্রেমের গোরা নেচে যায়। "আলোর নাচ নাচায় চাঁদ সাগরজলে যবে।" "**আলোকে** শিশিরে কুসুমে ধান্যে হাসিছে নিখিল অবনী।" "দুখিনীর দিন দুখেতে গেল।" "**হৃদয়ে** হৃদয়ে তবু ভিক্ষা মাগি ফির প্রভু।" "আমি **ঔরঙ্গজেবকে** ভজিয়াছি, যেমন বিড়ালে **ইন্দুর** ভজে।" "আমি আজ **পুকুরে** যাচ্ছি না, **তোলাজলেই** স্নান করব।" অজামিল **প্লুতস্বরে** উঠিল ফুকারে শুধু নারায়ণনাম। "রাবণনন্দন আমি না ডরি শমনে।" "ক্লান্তিহরণ হাসি হাসলেন ঠাকুর।" "জানি তুমি মোরে করিবে **অমল** যতই **অনলে** দহিবে।" সব ঘর ঘুরে এলে তবেই না ঘুঁটি চিকন ওঠে। "**চরকার দৌলতে** মোর দুয়ারে বাঁধা হাতি।" "**কোন্‌খেনে** তুই কুড়িয়ে পেলি **আমারে**।" এমন খোঁচানো রাস্তা দিয়ে **তাড়াতাড়ি** যাওয়া যায়? "**সম্পদে** কে থাকে ভয়ে, **বিপদে** কে একান্ত নির্ভীক।" "অন্যের **সুখেই** তো তোমার সুখের নিশ্চিন্ততা।" "কোন্ **আলোতে** প্রাণের প্রদীপ জ্বালিয়ে তুমি **ধরায়** আস!" **তোমাকে** দিয়ে এ কাজ হবে না দেখছি। খোদার এ **জীবে আহার** কে দিবে? "একদা **প্রভাতে** ভানুর প্রভাতে ফুটিল কমলকলি।" ইশ্! **ছোড়দায়** আবার ভয়! রাত্রির বোম্বাই মেলটা এলাহাবাদ দিয়ে যায়। "নূতন ধান্যে হবে নবান্ন তোমার **ভবনে** ভবনে।" "বেদবেদান্ত পায় না অন্ত, খুঁজে বেড়ায় **অন্ধকারে**।" **পাদস্পর্শে** কার এ পথের ধূলিকণা সোনা হয়ে গেছে! তখন চোখ দিয়ে দেখেছি, এখন চৈতন্য দিয়ে দেখছি। "মাছি করে রাখলি মাগো, মৌমাছি তো করলি না।" "মৃত্যুর পক্ষ থেকে চলেছি সেই **অমৃত-অক্ষে**।" প্রাণ মন বুদ্ধি বাক্য দিয়ে সর্বদা জীবের **কল্যাণসাধন** কর। "**বজ্রে** তোলো **আগুন** করে আমার যত কালো।" **বইগুলো** মেলায় কিনলাম। বালতির **জলে** হাত দিও না, কলের **জলে** ডালটুকু ধুয়ে নাও। "নিরন্তর ত্যাগের পুটপাকেই প্রেমের বিশুদ্ধি।" "যেথা সোনার কাঠির জাদুর **ছোঁয়ায়** ফুল ফোটে ডালে ডালে।" "আমি **রূপে** তোমায় ভোলাব না, ভালোবাসায় ভোলাব।" মায়ের পরিবেশিত মুষ্টিমেয় অন্নেই সন্তানের পুষ্টি। "তুমি মরণ ভুলে কোন্ অনন্ত প্রাণসাগরে আনন্দে ভাস।" "আমি অকৃতী অধম বলেও তো কিছু কম করে **মোরে** দাওনি।" আগামীকাল হরিদ্বার যাচ্ছি। বাবা কয়েক মাস হরিদ্বারে আছেন। এত টাকা **কার কাছ** থেকে এনেছ? চোখে চোখ পড়তেই সে **ফিক্**

BANGODARSHAN.COM

করে হেসে ফেলল। আমি **বিন্দুপুর** দিয়ে বাঁকুড়া যাচ্ছি, তুমি **দুর্গাপুর** হয়ে যাও। "এই **অকূল** সংসারে **দুঃখ-আঘাত** তোমার প্রাণে বীণা ঝঙ্কারে।" "গানের **ভিতর** দিয়ে যখন দেখি ভুবনখানি, তখন **তারে** চিনি আমি।" দিনেদুপুরে এ **পথে** কতবার যে চলেছি! এ পথে পরশপাথর কুড়িয়ে পেলাম। এই **পথেই** তিনি আসন পেতে বসেছেন। আমাদের **মুখের** কথায় বুকের **সায়** আছে কি? সমস্তটা পথ এমনি ধারা **ভিজে ভিজে** এসেছ? আমি **তোমার** চেয়ে মাথায় বড়ো, মগজে নই। "বেত মেরে কি মা ভোলাবে, আমি কি মার তেমন ছেলে?" "আমার **অহংকারের** মূল কেটে দে কাঠুরিয়ার মেয়ে।" "**সবাই** যারে সব দিতেছে **তার কাছে** সব দিয়ে ফেলি।" "তব পদতলে বসিয়া বিরলে শিখিব তোমার **শিক্ষা**।" "ঘোর **বিপদমাঝে** কোন্ জননীর মুখের হাসি দেখিয়া হাস।"

২১। আয়তাক্ষর পদগুলি সম্বন্ধপদ, না সম্বোধনপদ, দেখাও। সম্বন্ধ হইলে কোন্ শ্রেণীর সম্বন্ধ, তাহাও দেখাও: "দুলিতেছে **বিদ্যুতের** দুল।" "যেখানে **বিজ্ঞানের** শেষ সেইখানেই **ধর্মের** আরম্ভ।" "উচ্ছ্বাসে কহিলা কৃষ্ণ, '**অর্জুন**! অর্জুন! আমরা **বীরের** জাতি।'" "বুগেনভিলিয়া লতাটি **শিশিরের** নোলক পরেছে।" এই **বুবুলে**, তোর সব অঙ্ক হয়েছে? করেছ কি ঠাকুর! **ছানায়** পায়সে নুন দিয়েছ? বক্তাদের **বিবৃতির** মেঘ যত গর্জায় তত বর্ষায় না। **কর্তব্যের** দৃঢ় চিত্তে **দুঃখের** ঘুণ স্থান পায় না। "সে থাকিবে সুখে মার চেয়ে **আপনার মাসীমার** বুকে।" "হে **কাশী**! **কবীশ-**দলে তুমি পুণ্যবান্।" "জানি **প্রভু**, তব **পাণির** পরশে **ননীর** পুতলি জাগিবে হরষে।" "**বাঙালীর** কবি গাহিছে জগতে **মহামিলনের** গান।" "**কাণ্ডারী**! তুমি ভুলিবে কি পথ?" "কত রাজ্য, কত রাজ্য, গড়িছ নীরবে, হে **পূজ্য**!" "চির-ক্রন্দনময়ী গঙ্গে!" "পাতায় পাতায় হাসি, ও ভাই, পুলক রাশি রাশি।" "আয় জল ঝেঁপে, ধান দেব মেপে।" "রবীন্দ্রসংগীতের সুর বেজেছে **বৃষ্টির** সেতারে।" "তুমি অরূপ সরূপ সগুণ নির্গুণ দয়াল ভয়াল হরি হে!" "**তারার** অক্ষরে ঠিকানা তো লেখাই আছে।" "চিঠিখানার **ভিতর** টিকিটটা শুধু এঁটে দিয়ো।" "**প্রভু**, আমাকে তুমি অবসন্ন হতে দিও না।" "**সূর্য**, তোমার **সোনার** তোরণ খোল।" "**লোকাচারের** চশমা এঁটে কেবল চলি উলটো পথে।" "না চাহিতে প্রভু কত-না সুধায় হৃদয় দিয়েছ ভরে।"

২২। শব্দরূপ বলিতে কী বুঝায়? নীচের শব্দগুলির পূর্ণরূপ লিখ: আমি, তুমি, আপনি, তিনি, নিজ, ভূমি, মানুষ, নদী, কলম, মা, মেয়ে, কালি, তাহা, যিনি।

২৩। শূন্যস্থান পূর্ণ কর: যে+র=……; তিনি+দের=……; যিনি+র=……; সে+কে=……; আমি+দিগকে=……; তুমি+রে=……; সে+এ=……; আপনি+কে=……; যিনি+এ=……; তুই+দের=……; তিনি+রা=……; আমি+তে=……; তুমি+এ=……; সে+দিগকে=……; আপনি+এ=……; তুই+রা=……; আপনি+তে=……; সুতো+এ=……; ইনি+কে=……; উনি+দের=……; জগৎ+এর=……; ইন্দ্রজিৎ+কে=……; পর্বত+এর=……; কি+এ=……; উপনিষৎ+এর=……।

২৪। বিশেষণ-সম্বন্ধগুলিকে বিশেষণপদে পরিণত কর: **লজ্জার** ব্যাপার; **স্বপ্নের** দেশ; **দুঃখের** বাছা; **শান্তির** সংসার; **আনন্দের** সংবাদ; **অনুরোধের** আসর; **গুণের** মেয়ে; **আভিজাত্যের** কাজ; রসের আলোচনা।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

বিশেষণের শ্রেণীবিভাগ

বিশেষণপদ কাহাকে বলে তাহা তোমরা ৮৫ পৃষ্ঠায় প্রদত্ত ৬০নং সূত্রে পড়িয়াছ। **বিশেষণপদকে প্রধানতঃ তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়—(১) নাম-বিশেষণ, (২) ক্রিয়ার বিশেষণ ও (৩) বিশেষণের বিশেষণ।**

নাম-বিশেষণ

৯১। **নাম-বিশেষণ : যে পদ বিশেষ্যপদের গুণ, ধর্ম, অবস্থা, পরিমাণ, ক্রম, সংখ্যা ইত্যাদি জানাইয়া দেয়, তাহাকে নাম-বিশেষণ বলে।** চমৎকার ছেলে। বিদুষী বধূ। ঠাণ্ডা বরফ। কনকনে শীত। পড়তি দশা। দশহাজার টাকা। এতখানি দুধ। তৃতীয়া কন্যা। পয়লা কিস্তি। ডাকাবুকো লোক। "তার মধ্যে তরুণ বয়সের চটুল চাপল্য নেই।" নৃশংস সত্য অপেক্ষা তাহা মিথ্যাও ভালো।

সর্বনামপদ সকল শ্রেণীর নামের পরিবর্তে বসে বলিয়া নাম-বিশেষণ বলিলে সর্বনামেরও বিশেষণ বুঝিতে হইবে। এমন অধম আমি তাঁর করুণা কি পাব? তেমন জাঁদরেল তুমি, তোমাকেও ঘায়েল করেছে!

নাম-বিশেষণকে নিম্নলিখিত কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়।—

(ক) **গুণবাচক :** যে বিশেষণ বিশেষ্যের গুণটি নির্দিষ্ট করিয়া প্রকাশ করে তাহাকে গুণবাচক বিশেষণ বলে। "হেথায় নিত্য হেরো পবিত্র ধরিত্রীরে।" "তব অনুগামী দাস।" "স্নেহের এক গভীর বিশাল প্রবাহ কোন্ অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় দেশে বহিয়া চলিয়া গেল?" "অনেকে সমালোচনাকে রূঢ় মিথ্যা আর ভজনাকে কমনীয় সত্য বলিয়া মনে করেন।" "যেমন ঠাস দাসত্ব তেমনি নিবিড় ছুটি।" ঐন্দ্রিয়িক শক্তির প্রভাবকে প্রতিহত করা যায় নৈতিক শক্তির দ্বারা। সেইরূপ, টাটকা খবর, হাওয়াই প্রতিশ্রুতি, নির্বোধ অজুহাত, মৌলিক সন্দেহ, পরিশ্রমী ছাত্র, কৃতার্থ প্রীতি, পেলব স্পর্শ, প্রসন্ন যৌবন, পরুষ বল্কল, স্নিগ্ধ আলাপ, "হিংস্র প্রলাপ", তরল দর্শক, "কৃপণ আলো", "নিবিড় পাহারা", "অনুকূল প্রাপ্তি", মানী স্ট্রেন, রেওয়াজী কণ্ঠ, প্রীতিস্নিগ্ধ প্রতিমূর্তি, বহ্নিময় সন্ন্যাস, প্রজ্বলন্ত অনাসক্তি।

(খ) **অবস্থাবাচক :** যে বিশেষণ বিশেষ্যের অবস্থার পরিচয় দেয় তাহাকে অবস্থাবাচক বিশেষণ বলে। সেদিনের সুজলা সুফলা বঙ্গভূমি আজ প্রেতের লীলাভূমি। "ব্রাহ্মণের তপোবন অদূরে তাহার—নির্বাক গম্ভীর শান্ত সংযত উদার।" ঘুমন্ত ছেলেটাকে জ্বালাতন করছ কেন? সেইরূপ, পয়সাওয়ালা লোক, ধনী মহাজন, পীড়িত কর্মচারী, ফুটন্ত দুধ, চলন্ত ট্রেন, আহত অভিমান, বিরহবিধুর অধর, "উপলব্যথিত গতি", মিলনমধুর হাসি।

(গ) **পরিমাণবাচক বা মাত্রাবাচক :** যে বিশেষণ বিশেষ্যের পরিমাণটুকু বুঝাইয়া দেয় তাহাকে পরিমাণবাচক বিশেষণ বলে। বিশটা লোককে খাওয়াতে পাঁচসের কিলো পান্তুয়া উঠে গেল। "তাও বেশী দিনের জন্য নয়।" পরীক্ষায় সফলকাম হতে তোমাকে এর দ্বিগুণ পরিশ্রম চাই। ছাত্রের সাফল্যে কোন্ শিক্ষকের বুক না দশ হাত হয়?

BANGODARSHAN.COM

এমন অল্প আহারে চেহারা থাকে? "শুধু বিঘে-দুই ছিল মোর ভুঁই।" সেইরূপ, ভরিটাক আফিম, হাতদশেক ফিতা, কাঠা-চারেক পুকুর।

(ঘ) **সংখ্যাবাচক :** "বারো মাসে তেরো পার্বণ।" তিন-তিনটে প্রাণ অকালে ঝরে গেল! ছয় মাসের পথ এখন একদিনে যাওয়া যায়। সেইরূপ, পাঁচ ছেলে, তিন মেয়ে, চারি বেদ, হাজার সৈন্য, লক্ষ যুগ, "সাতশ কামান", দুটো ফুটো পয়সা।

(ঙ) **পূরণবাচক বা ক্রমবাচক :** "প্রথম মিলনে প্রলয়, দ্বিতীয় মিলনেই পরিত্রাণ।" মণিকুন্তলা আমার তৃতীয়া কন্যা। সেইরূপ, জ্যেষ্ঠ পুত্র, পঁচিশে বৈশাখ, ষোড়শ শতাব্দী, নবমী নিশি, দশমী দশা।

(চ) **বর্ণবাচক** (যে বিশেষণ বিশেষ্যের বর্ণটি নির্দিষ্ট করে) : "কালো মেয়ের পায়ের তলায় দেখে যা আলোর নাচন।" "খোকন নেচে যায় লাল জুতুয়া পায়।" সেইরূপ, সুস্মিত কমল, নীল পদ্ম, রঙিন চশমা, রাঙা গোলাপ, সাদা বক, ফেকাসে মুখ, কটাসে চোখ, সবুজ আলো, ধবধবে বিছানা, সোনালী রঙ।

(ছ) **সংজ্ঞাবাচক :** সংজ্ঞাবাচক বিশেষ্যের উত্তর তদ্ধিত-প্রত্যয়যোগে গঠিত বিশেষণকে সংজ্ঞাবাচক বিশেষণ বলে। ঢাকাই মসলিন ছিল ভারতের গৌরব। ভারতীয় সভ্যতাই পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যতা। সেইরূপ, পাটনাই লঙ্কা, বঙ্গীয় বণিক্‌সভা, ইওরোপীয় সমাজনীতি, কালিদাসীয় কাব্যরীতি, মোগলাই খানা, ঢাকাই পরটা, তোগলকী কাণ্ড।

(জ) **উপাদানবাচক** (বিশেষ্যটি কোন্ উপাদানে গঠিত যে বিশেষণ তাহা জানাইয়া দেয়) : বেতের চেআরের চেয়ে কেঠো চেআর ভালো। গ্রামের অধিকাংশ লোক মেটে বাড়িতেই বাস করেন। সেইরূপ, কাঁকুরে পথ, বেলে মাটি, কাগুজে নৌকা!

(ঝ) **প্রশ্নবাচক :** কোন্ বইখানা চাও? "কেমন মা তা কে জানে?" "আর কত দূরে নিয়ে যাবে মোরে, হে সুন্দরী।"

(ঞ) **বহুপদময় বিশেষণ :** দুই বা দুই-এর বেশী পদ সমাসবদ্ধ হইয়া বিশেষ্যপদের পূর্বে বসিয়া বিশেষণের কাজ করিলে তাহাকে বহুপদময় বিশেষণ বলে। আহা, এমন মা-মরা মেয়েকে একটু দেখো। মাথার উপরে রাত-জেগে-থাকা তারার তপস্যা। কোথায় মিলিয়ে গেল বাঙালীর সেই প্রাণ-কেড়ে-নেওয়া হাসি! হাসি-উপচিয়ে-পড়া সমুদ্র। এমন মায়ে-তাড়ানো বাপে-খেদানো ছেলে কোথাও তো আর দেখিনি বাপু। পিছনে-ফেলে-আসা দিনগুলো এখনও মনের কোণে উঁকি দেয়। "দূরের অস্পষ্ট আবছায়া-দেখিতে-পাওয়া বেলাভূমি……কুহকের সৃষ্টি করিত তাহার ভাবময় মনে।" "সে রইল জানলার বাইরের দিকে চেয়ে যেন কাছের-দিনের-ছোঁয়াচ-পার-হওয়া চাহনিতে।" সেই দারিদ্র্য-ফুটে-ওঠা মুখে অনেক-কষ্টের-টেনে-আনা হাসি বেশীক্ষণ টিকল না। "মর্তে থাক সুখে-দুঃখে অনন্ত-মিশ্রিত প্রেমধারা।" "বর্তমান বাংলা দেশের অনেক সাহিত্যিকই হইলে-হইতে-পারিত বনস্পতি।"

(ট) **সর্বনামীয় বিশেষণ :** সর্বনামপদকে বিশেষণরূপে প্রয়োগ করিলে তাহাকে সর্বনামীয় বিশেষণ বলে। "এত ঋণ, তবু হবে না সে ঋণী হবে না।" "যত মত তত পথ।" "অন্নচিন্তাই যার চমৎকারা, অন্য চিন্তা তার থাকে কি?" কোনো কোনো ছেলে ফাঁকি দেয় বইকি। নিজ সম্পত্তির সামান্যই তিনি বাঁচাতে পেরেছেন।

ত্বদীয়, তদীয়, মদীয়, ভবদীয়, অস্মদীয়, স্বীয়, স্বকীয়, মাদৃশ, ত্বাদৃশ, তাদৃশ

প্রভৃতি **সর্বনামজাত বিশেষণও সর্বনামীয় বিশেষণ।** মদীয় ভবন, তাদৃশী সিদ্ধি, **স্বকীয়** সাধনা।

সর্বনামের বিশেষণ ও সর্বনামীয় বিশেষণপদের পার্থক্যটি মনে রাখিও। সর্বনামের বিশেষণ হইতেছে সর্বনামপদের পূর্বস্থিত বা পরস্থিত কোনো বিশেষণপদ। আর কোনো সর্বনামপদ নিজেই যখন বিশেষণরূপে অন্য পদের গুণ অবস্থা ইত্যাদি প্রকাশ করে অথবা সর্বনাম হইতে প্রত্যয়যোগে গঠিত কোনো বিশেষণপদ অন্য কোনো পদের পূর্বে বসিয়া তাহাকে বিশেষিত করে, তাহাকে সর্বনামীয় বিশেষণ বলে। (১) "এমন কঠিন **পাষাণ** আমি, আমাকেও কাঁদিয়ে ছেড়েছ, মামা।" (সর্বনামের বিশেষণ) (২) **অপর** ছেলের খাতায় নজর দিও না। (সর্বনামীয় বিশেষণ) (৩) **স্বীয়** সম্পত্তি দেশবন্ধু দেশের কাজে সমর্পণ করিলেন। (সর্বনামীয় বিশেষণ)

(ঠ) **তদ্ধিতান্ত বিশেষণ :** বিশেষ্য শব্দের উত্তর তদ্ধিত-প্রত্যয়যোগে গঠিত বিশেষণপদকে তদ্ধিতান্ত বিশেষণ বলে। **শহুরে** জীবনে তহবিল অতি রিক্ত বলেই **আর্থনীতিক** সমস্যাও অতিরিক্ত। শরৎচন্দ্র, প্রভাতকুমার ও বিভূতিভূষণ প্রায় **সামসময়িক** শিল্পী। **জমিদারী** চাল আমাদের কাছে চালিও না। শকুন্তলা **ভারতীয়** কবির ধ্যানের সৃষ্টি। একলব্যের **ঐকান্তিকী** ভক্তিতে মৃন্ময় গুরুমূর্তি **চিন্ময়** হয়ে উঠত। সেইরূপ, **পঙ্কিল** পল্বল, **জলীয়** বাষ্প, **মেঠো** সুর, **বৈঠকী** মেজাজ, **বাদশাহী** কায়দা, **ঐতিহাসিক** সত্য, **দার্শনিক** তত্ত্ব, **ভৌগোলিক** তথ্য, **দৈনন্দিন** জীবন, **পুষ্পিত** বাণী, **মুখর** হাত, **স্নেহময়** স্পর্শ, "**আচ্ছিক** হৃৎকম্প", "**পাটনাই** বুট"। এই ধরনের বিশেষণটিকে **বিশেষ্যজাত বিশেষণও বলে। সংজ্ঞাবাচক বিশেষণ তদ্ধিতান্ত বিশেষণেরই একটি অঙ্গ।**

(ড) **কৃদন্ত বিশেষণ :** ধাতুর উত্তর কৃৎ-প্রত্যয়যোগে গঠিত বিশেষণপদকে কৃদন্ত বিশেষণ বলে। **চলন্ত** গাড়ি থেকে নামতে নেই। **অজানা** লোককে বাড়িতে ঠাঁই দিও না। "বৈশাখের **প্রশান্ত** প্রভাত।" সেইরূপ, **পতিত** জমি, **বাড়ন্ত** চেহারা, **ফুল্ল** পল্লব, **মুগ্ধ** আশা, **জীবন্ত** স্মৃতি। **এই ধরনের বিশেষণকে ক্রিয়াজাত বিশেষণও বলে।**

ক্রিয়াপদও নামবিশেষণ-রূপে ব্যবহৃত হয়। গেল (গত অর্থে সাধারণ অতীতকালের প্রথমপুরুষের ক্রিয়া) বছরে দিল্লিতে আপনার সঙ্গে আমার প্রথম দেখা। **আসছে** (আগামী অর্থে ঘটমান বর্তমানকালের প্রথমপুরুষের ক্রিয়া) মঙ্গলবার তাঁর এখানে আসার **কথা**। এমন **খাইয়ে** (খাওয়াইয়া অসমাপিকা ক্রিয়ার সকল পুরুষের চলিত রূপ) লোককে খাইয়েও আনন্দ আছে। এইপ্রকার বিশেষণকেও **ক্রিয়াজাত বিশেষণ** বলে।

(ঢ) **বীপ্সামূলক বিশেষণ :** ক্রিয়াজাত কোনো বিশেষণ একই সঙ্গে দুইবার ব্যবহৃত হইলে তাহাকে বীপ্সামূলক বিশেষণ বলে। **কাঁদোকাঁদো** মুখে ছেলেটা চলে গেল। সেইরূপ, **উড়ুউড়ু** মন, **ডুবোডুবো** অবস্থা, **নিবুনিবু** বাতি, **পড়পড়** বাড়ি।

(ণ) **অব্যয়জাত বিশেষণ :** কোনো অব্যয় নিজেই যখন বিশেষণের কাজ করে অথবা অব্যয় হইতে জাত বিশেষণ যখন অন্য কোনো পদকে বিশেষিত করে তখন তাহাকে অব্যয়জাত বিশেষণ বলে। সকল চাকুরেই কি আর **উপরি** পাওনার প্রত্যাশা করেন? **আচ্ছা** ঝামেলা বাধালে দেখছি! **হঠাৎ**-বাবুর দল ভদ্রতার ধার ধারে না। **আর** (গত অর্থে) বছরে ধানটা ভালোই ফলেছিল। সেইরূপ, **আকস্মিক** আবির্ভাব, **তদানীন্তন** শাসনকর্তা, **তত্রত্য** আদব-কায়দা।

(ত) **ধ্বন্যাত্মক বিশেষণ :** ধ্বন্যাত্মক অব্যয় যখন বিশেষ্যপদের গুণ বা অবস্থা

BANGODARSHAN.COM

প্রকাশ করে, তখন তাহাকে ধ্বন্যাত্মক বিশেষণ বলে। **গনগনে** আঁচে মাংস বসাতে নেই। "**নড়বড়ে** পাতার কুটিরে।" সেইরূপ, **চনচনে** খিদে, **কনকনে** শীত, **ঝরঝরে** লেখা, **ঝিরঝিরে** হাওয়া, **ফুরফুরে** বাতাস, **দগদগে** ঘা, **ভ্যানভেনে** মাছি, **প্যানপেনে** কান্না, **থমথমে** ভাব।

বিশেষ্যপদও অনেক সময় বিশেষ্যের বিশেষণ-রূপে ব্যবহৃত হয়। মহাত্মাজী জীবনে **মিথ্যা** বলেন নাই (বি)। **মিথ্যা** কথা বলা মহাপাপ (বিণ)। গঙ্গায় **লক্ষ পাপ** ক্ষয় করে (বি)। **পাপ** কার্যে হস্তক্ষেপ করিও না (বিণ)। রবীন্দ্রনাথ **সত্য** শিব ও সুন্দরের পূজারী (বি)। **সত্য** বার্তা শিশুতেই জানে (বিণ)। তার নেশার **ঘোর** (বি) এখনো কাটেনি। **ঘনঘোর** (বিণ) নিশীথিনী। আমার জীবনের সব **ভালোমন্দ** তোমাকেই সমর্পণ করলাম (বি)। দুর্বৃত্তকে **ভালো** কথা বললেও **মন্দ** লাগে (বিণ)। তাজমহল পৃথিবীর **সপ্তাশ্চর্যের** একটি (বি)। এমন **আশ্চর্য** মানুষ জীবনে দেখিনি (বিণ)। কোনোকিছুরই **বেশি** ভালো নয় (বি)। সে এখানে **বেশী** দিনের জন্যে আসেনি (বিণ)। "**গুরু**-কাছে (বি) লব **গুরু** (বিণ) দুখ।" সেই সভায় দেশ-প্রীতিমূলক **গীত** (বি) **সঙ্গীত** (বিণ) হইত। তোমাদের সকলের **শুভ** হোক (বি)। যাত্রা করবার এই তো **শুভ** ক্ষণ (বিণ)। আজকের শিশুরাই তো জাতির **ভবিষ্যৎ** (বি)। **ভবিষ্যৎ** (বিণ) কাল ক্ষণপরেই তো বর্তমান হয়ে পড়ে। "চন্দনকে ঘসিয়া ঘসিয়া তাহার দারুত্ব লোপ করিবেন, সবটুকু **সুরভিসার** (বি) হইয়া উঠিবে।" —মোহিতলাল। "সেই রসকেই **সুরভি** (বিণ) করিয়া তাহাতে একটি দিব্যস্বাদ দান করিয়াছে।"—মোহিতলাল।

বিশেষণপদও তেমনি অনেক স্থলে সমগ্রতা বুঝাইতে বিশেষ্যের অর্থে ব্যবহৃত হয়। বাংলায় বিশেষণপদের বিভক্তি সাধারণতঃ শূন্য অবস্থায় থাকে। কিন্তু বিশেষণপদ বিশেষ্যরূপে ব্যবহৃত হইলে তাহাতে কখনও বিভক্তির যোগ হয়, কখনও-বা তাহা বিভক্তি-শূন্য অবস্থাতেই থাকে। "**নীচ** যদি উচ্চ ভাষে, **সুবুদ্ধি** উড়ায় হেসে।" "নরকেও **সুন্দর** আছে, কিন্তু **সুন্দরকে** কেউ সেখানে বুঝতেই পারে না।" "**প্রাচীন** কহিলেন, 'কেনারাম পড়্!'" "আমি রব **নিষ্ফলের হতাশের** দলে।" "অদ্যাবধি **ভূতপূর্ব** বিসর্জন দিলাম।" "সংগ্রহ করছিলে **দুর্গমের** রহস্য।" "**উত্তম** নিশ্চিন্তে চলে **অধমের** সাথে।" কবিকে হৃদয়ের **গভীরে** প্রবেশ করতে হয়। লক্ষ লক্ষ **দরিদ্রের** মুখের গ্রাসে তৈরী হয় মুষ্টিমেয় **ধনীর** রাজভোগ। পৃথিবী কোনোদিনই **নির্বোধদের** জন্যে নয়। **বারো** থেকে **দশ** বিয়োগ কর। সেইরূপ, **তৃতীয়ার** চাঁদ, **ষষ্ঠীর** বোধন, **একাদশীর** উপবাস, "নিরুপায় অনাথের **অন্তিমের** ডাক" ইত্যাদি।

৯২। **বিধেয় বিশেষণ : বাক্যের বিধেয় অংশে বসিয়া যে বিশেষণ বাক্যের উদ্দেশ্য অংশে অবস্থিত কোনো বিশেষ্যকে বিশেষিত করে, সেই বিশেষণকে বিধেয় বিশেষণ বলে।** বিধেয় বিশেষণের পরে আর কোনো বিশেষ্যপদ থাকিবে না।

লাবণ্য বেশ **লক্ষ্মীমন্ত** ('লাবণ্য' পদের বিশেষণ)। কলকাতার জলবায়ু **স্বাস্থ্যপ্রদ** নয় ('জলবায়ু'র বিশেষণ)। "বসুন্ধরা **বীরভোগ্যা**, না **তদবির-ভোগ্যা**?" "**আঁধার** হল মাদার-গাছের তলা।" ('তলা'র বিশেষণ)। "নিখিলের আলো **কালো** হল আজ ওদের বিষোদ্গারে।"—'বিশ্বচক্র'। শিশুরা নিত্যকালের **মধ্যাসচী**।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বঙ্গভাষার **জনক**।—এই উদাহরণটি লক্ষ্য কর। **জনক** পদটি

বিশেষ্য, কিন্তু এখানে 'বিদ্যাসাগর' পদটির বিশেষ বিশেষণ হইয়াছে। অনুরূপ আরও কয়েকটি উদাহরণ দেখ: "তুমি যেন অমরার দুর্বা আর ধান।" (দুইটি বিশেষ্যই 'তুমি' সর্বনামের বিশেষ বিশেষণ হইয়াছে)। "মায়ের কোলটি খোকার রাজ্য।" সমগ্র বেদটি একখানি গ্রন্থ। "গদাধর যেন চিরন্তন সুপ্রভাত।" শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্তের মূর্ত প্রতীক। "জননীই সমস্ত ব্যথাবেদনার বিশল্যকরণী।" "মঙ্গলা আমার বিষ্ণুপদ, প্রসন্ন আমার ভগীরথ।" (প্রথমটি 'মঙ্গলা'কে এবং দ্বিতীয়টি 'প্রসন্ন'কে বিশেষিত করিতেছে)। "রঞ্জন বিধাতার সেই হাসি।" মানুষ ঈশ্বরের প্রতিভাস।

বিধেয় বিশেষণ এবং তাহার দ্বারা বিশেষিত বিশেষ্য সকর্মিকা ক্রিয়ার কর্ম হইলে সেই বিশেষ্যকে উদ্দেশ্য কর্ম ও বিশেষণটিকে বিধেয় কর্ম বলা হয়। (ক) পিতামাতাকে প্রত্যক্ষ দেবতা জানিবে। (পিতামাতাকে উদ্দেশ্য কর্ম, প্রত্যক্ষ দেবতা—বিধেয় কর্ম)। (খ) আমরা কর্ণকে মহাভারতীয় বীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করি। (কর্ণকে—উদ্দেশ্য কর্ম, শ্রেষ্ঠ—বিধেয় কর্ম)। (গ) জাদুকর দুধকে লাল করিয়া দিলেন। (দুধকে—উদ্দেশ্য কর্ম, লাল—বিধেয় কর্ম)।

ক্রিয়ার বিশেষণ

লেখাটা তাড়াতাড়ি সেরে নাও। মধুচ্ছন্দা মধুর গায়। এখন কী করবে, বল। ওখানে যেয়ো না।—

উদ্ধৃত উদাহরণগুলি লক্ষ্য কর। "সেরে নাও" ক্রিয়াটি কীরূপভাবে হইবে?—"তাড়াতাড়ি"। অতএব "তাড়াতাড়ি" পদটি "সেরে নাও" ক্রিয়াটিকে বিশেষিত করিতেছে। সেইরূপ "মধুর" পদটি "গায়" ক্রিয়াটি কীভাবে সম্পন্ন হয়, তাহা জানাইয়া দিতেছে। "এখন" পদটি "করা" ক্রিয়ার সময়নির্দেশ করিতেছে। শেষ বাক্যে "যাওয়া" কাজটি কোথায় নিষিদ্ধ তাহা "ওখানে" পদটির দ্বারা জানা যাইতেছে। অতএব তাড়াতাড়ি, মধুর, এখন, ওখানে—পদগুলি ক্রিয়াকে বিশেষিত করিতেছে বলিয়া ক্রিয়ার বিশেষণ।

৯৩। ক্রিয়ার বিশেষণ: কোনো ক্রিয়া কী অবস্থায় কোথায় কখন কীরূপে সম্পন্ন হয়, যে বিশেষণপদ তাহা জানাইয়া দেয় তাহাকে ক্রিয়ার বিশেষণ বলে।

ক্রিয়ার বিশেষণ ক্লীবলিঙ্গ একবচনান্ত হয়। সাধারণতঃ ইহা শূন্যবিভক্তিতে থাকে। তবে বিশেষ্যপদ যখন ক্রিয়ার বিশেষণ-রূপে ব্যবহৃত হয় তখন উহা "এ" বিভক্তিচিহ্ন গ্রহণ করে। "সুখে আছে সর্বচরাচর।" "যতনে হৃদয়ে রেখো আদরিণী শ্যামা মাকে।"

(ক) অবস্থাবাচক: "বিষ্টি পড়ে টাপুরটুপুর।" বিদেশ-বিভুঁই, সাবধানে থাকিস বাবা। "হাসিয়া বসন্তসহ করে চুপে মধুর আলাপ।" "আরম্ভিলা তারস্বরে চতুর্বেদগান।" "ত্বরিতে আসন ছাড়ি সসম্ভ্রমে নোয়াইয়া শির।" "উত্তম নিশ্চিন্তে চলে অধমের সাথে।" "পাচকিতে চাহিলা পশ্চাতে।" চমৎকার মানিয়েছে কিন্তু। প্রশ্নটি সহজেই মীমাংসা করা যায় কি?

(খ) কালবাচক: সর্বদা সত্য কথা বলিও। ইস্কুলে আসিবামাত্র ঘণ্টা পড়িল। আজকাল তুমি যে কখন কোথায় থাক, বোঝাই দায়। "একদা যাহার বিজয়সেনানী হেলায় লঙ্কা করিল জয়।" "এখনি আঁধার হবে বেলাটুকু পোহালে।"

(গ) স্থানবাচক: সিংহাসন তোমার যোগ্য স্থান নয়, নীচে নেমে এস শয়তান। "পশ্চাতে রেখেছ যারে সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে।" কোথায় এসেছি, যাব যে

কোথায়—বুঝিতে পারি না কিছু। "হেথায় হোথায় পাগলের প্রায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া মাতিয়া বেড়ায়।" গাভীগুলি ইতস্ততঃ চরিতেছে।

ক্রিয়াবিশেষণের গঠন-বৈচিত্র্য লক্ষ্য কর।—

(১) বিভক্তিশূন্য: পরশু আসছেন নিশ্চয়। আপনি কি আজই যাবেন? "শীঘ্র আসি নায়ে চড়।" রসগোল্লাগুলো টপাটপ গালে ফেল আর গপাগপ গিলে ফেল। একতারাটা গাবগুবাগুব বেজেই চলেছে। এভাবে এগুলে নির্ঘাত মারা পড়বেন।

(২) বিভক্তিচিহ্নযুক্ত: বিনোবাজী পদব্রজেই সাগরদ্বীপ চললেন। "রসাল কহিল উচ্চে স্বর্ণলতিকারে।" "নদীতীরে বৃন্দাবনে সনাতন একমনে জপিছেন নাম।" "পতঙ্গ যে রঙ্গে ধায়।" বড়ো বড়ো পণ্ডিতে যা পারেননি, এতটুকু শিশু অনায়াসে তার সমাধান করল। নলটা আড়ভাবে ধর।

(৩) অসমাপিকা ক্রিয়াযুক্ত: "মন দিয়া কর সবে বিদ্যা উপার্জন।" "এমন করে কি মরণের পানে ছুটিয়া চলিতে আছে!" কথাটা শুনিবামাত্র হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলাম। যা বলবে চেঁচিয়ে বল। ভার যখন নিয়েছ, পরের কাজ হলেও ভালো করে করবে। "পাটের ডগা লকলকিয়ে ওঠে।" ছোট তরী টলমলিয়ে চলে। লোকটা হনহনিয়ে রনরনিয়ে চলে গেল।

(৪) বীপ্সায় (একই পদ বা শব্দের পুনরাবৃত্তিতে): "ধীরে ধীরে মিশে কাল অনন্তের কোলে।" নেচে নেচে চলে নদীয়ার গোরা কেঁদে কেঁদে সবে নাম বিলায়। এখন থেকে ধরে ধরে লেখ, লেখা ফিরে যাবে। "আসে গুটিগুটি বৈয়াকরণ।" "গরবিনী হেসে হেসে আড়ে আড়ে চায়।" মধুপের দল চুপে চুপে আসি নীপে কী যে কথা কয়ে যায়! ললাটের স্বেদ ঝরিছে বিন্দু বিন্দু। ছেলেটা ঘুমন্ত অবস্থায় এখনও থেকে থেকে ককিয়ে ওঠে।

(৫) প্রত্যয়যুক্ত: ক্রমশঃ অগ্রসর হও। আমিষ ও নিরামিষ যেন একত্র রাখিও না।

ক্রিয়ার বিশেষণ মাঝে মাঝে নাম-বিশেষণ-রূপেও ব্যবহৃত হয়। একদিন তাঁর এখন-তখন (মুমূর্ষু অর্থে) অবস্থা গেছে।

এমন ভরদুপুরে মাঠে চলেছ? বিকালে হাটে যাচ্ছি না। এখানে ভরদুপুরে ও বিকালে বিশেষ্যপদ—কালবাচক অধিকরণ, ক্রিয়াবিশেষণ নয়। সেইরূপ মাঠে ও হাটে বিশেষ্যপদ—উদ্দেশ বুঝাইতে উপ-কারক পদ, ক্রিয়াবিশেষণ নয়।

বিশেষণের বিশেষণ

কনক বেশ বুদ্ধিমতী মেয়ে। এত জোরে হাঁটতে আর পারছি না, মা। স্লেট-খানাকে সামান্য একটু কাত করে ধর।

আমাদের দেওয়া উদাহরণগুলি লক্ষ্য কর। কনক কেমন মেয়ে?—বুদ্ধিমতী। সুতরাং "বুদ্ধিমতী" পদটি নাম-বিশেষণ। আবার, কী রকম, বুদ্ধিমতী?—বেশ। অতএব, "বেশ" পদটি "বুদ্ধিমতী" নাম-বিশেষণটিকে বিশেষিত করিতেছে। এইজন্য "বেশ" পদটি হইতেছে বিশেষণের বিশেষণ। দ্বিতীয় উদাহরণে "হাঁটতে" ক্রিয়াটিকে বিশেষিত করিতেছে বলিয়া "জোরে" পদটি ক্রিয়ার বিশেষণ। আবার, কী রকম জোরে?—এত। অতএব, "এত" পদটি "জোরে" ক্রিয়াবিশেষণটির প্রকৃতি বুঝাইয়া

BANGODARSHAN.COM

দিতেছে। সেইজন্য "এত" পদটিও বিশেষণের বিশেষণ। শেষ উদাহরণে "কাত করে" পদটি ক্রিয়ার বিশেষণ। "একটু" পদটি "কাত করে" ক্রিয়াবিশেষণটিকে বিশেষিত করিতেছে বলিয়া ইহা বিশেষণের বিশেষণ। আবার, কী রকম একটু কাত করে?—"সামান্য" একটু কাত করে। অতএব সামান্য পদটি "একটু" বিশেষণের বিশেষণটিকে আরও বিশেষিত করিতেছে। এজন্য "সামান্য" পদটি বিশেষণের বিশেষণ।

৯৪। **বিশেষণের বিশেষণ :** যে পদ নাম-বিশেষণের বা ক্রিয়াবিশেষণের গুণ, অবস্থা, প্রকার ইত্যাদি প্রকাশ করে তাহাকে বিশেষণের বিশেষণ বলে। বিশেষণের বিশেষণ যে পদটিকে বিশেষিত করে তাহার পূর্বে বসে।

আরও উদাহরণ—তার জন্য ধবধবে সাদা বিছানা, আর তুলতুলে নরম বালিশ ব্যবস্থা করো। একটা কুচকুচে কালো কুকুরছানা আমার চাই-ই। অবিরাম ধড়ফড়িয়েই প্রাণটা গেল। কী প্রচণ্ড গরম পড়েছে (সর্বনামীয় বিশেষণের বিশেষণ)।

আমরা দেখিলাম, বিশেষণপদ (নাম-বিশেষণই হউক আর ক্রিয়ার বিশেষণই হউক) বিশেষ্য, সর্বনাম, বিশেষণ ও ক্রিয়াপদকে বিশেষিত করে। অব্যয়পদকে বিশেষিত করে এমন বিশেষণও দেখা যায়।—তোমার একটু পরেই আমি এসেছি। আমাদের মাথার ঠিক উপরেই উড়ছিল একঝাঁক মশা। এখানে একটু ও ঠিক বিশেষণ দুইটি যথাক্রমে "পরেই" ও "উপরেই" অব্যয় দুইটিকে বিশেষিত করিতেছে। এইজন্য "একটু" ও "ঠিক" অব্যয়ের বিশেষণ।

৯৫। **অব্যয়ের বিশেষণ :** যে বিশেষণপদ অব্যয়পদকে বিশেষিত করে তাহাকে অব্যয়ের বিশেষণ বলে।

সংখ্যাবাচক ও পূরণবাচক বিশেষণ

(Cardinals and Ordinals)

৯৬। **সংখ্যাবাচক বিশেষণ :** যে বিশেষণপদ গণনাযোগ্য বিশেষ্যের সংখ্যা নির্দেশ করে তাহাকে সংখ্যাবাচক বিশেষণ বলে।

এক হইতে আরম্ভ করিয়া কোটি-অর্বুদের মধ্য দিয়া পরার্ধ পর্যন্ত গণনার রীতি সংস্কৃতে পাওয়া যায়। বাংলায় আমরা কোটিকেই বৃহত্তম সংখ্যা হিসাবে ধরি। তাহার বেশী গণনা করিতে দশ কোটি, পঁচিশ কোটি, হাজার কোটি বলিয়া নির্দেশ করি। অবশ্য বাংলায় অযুত ও নিযুতের প্রচলন বড়ো-একটা নাই। অযুতের স্থলে দশ হাজার, আর নিযুতের স্থলে দশ লক্ষ বলা হয়।

সংখ্যাবাচক বিশেষণের এক হইতেছে একবচন, তাহার অধিক যেকোনো সংখ্যা বা যেকোনো ভগ্নাংশ বহুবচন। "এক চন্দ্র আলো করে জগৎ-সংসার।" "সপ্তকোটি-কণ্ঠকলকলনিনাদকরালে, দ্বিসপ্তকোটিভুজৈর্ধৃতখর-করবালে।" "দুং হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী।" "আজি হতে শতবর্ষ পরে।" সগর রাজার ষাট হাজার ছেলে। সাড়ে আট ঘণ্টার কাজ। "আদিম মহাভারতে চতুর্বিংশতি সহস্র মাত্র শ্লোক ছিল।" —বঙ্কিমচন্দ্র।

অনেক সময় সংখ্যাবাচক বিশেষণের উত্তর টি, টা, খানি, খানা, খান, গাছি, গাছা, গাছ ইত্যাদি পদাশ্রিত নির্দেশক যোগ করা হয়। "একখানি ছোটো ক্ষেত।" "তিনখানা দিলে একখানা রাখে।" দশ-পনটা টাকা হারিয়ে ফেললি!

BANGODARSHAN.COM

সংখ্যাবাচক বিশেষণপদ বিশেষ্যরূপেও ব্যবহৃত হয়। "দশে মিলি করি কাজ হারি জিতি নাহি লাজ।" "হাজারে বেজার নেই, শ'য়ে নেই ভয়।"

৯৭। **পূরণবাচক বিশেষণ :** যে বিশেষণ বিশেষ্যের কোনো নির্দিষ্ট স্থান প্রকাশ করে তাহাকে পূরণবাচক বা ক্রমবাচক বিশেষণ বলে। পূরণবাচক বিশেষণ বিশেষ্যের ক্রমিক সংখ্যা বুঝায় বলিয়া সর্বত্রই একবচন। ছন্দা আমার দ্বিতীয়া কন্যা। অলোক এবার পঞ্চম স্থান অধিকার করেছে। গ্রন্থের প্রথম সংস্করণে কিছু কিছু ত্রুটি থাকা স্বাভাবিক।

সংখ্যাবাচক শব্দ ও পূরণবাচক শব্দের পার্থক্যটি মনে রাখিও। সংখ্যাবাচক শব্দে সমষ্টি বুঝায়, কিন্তু পূরণবাচক শব্দে নির্দিষ্ট একটি স্থানই বুঝায়। (ক) দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র অশ্বত্থামার হস্তে নিহত হয়। (পাঁচজনের সকলেই)। (খ) অনশনের আজ পঞ্চম দিবস। (চার দিনের পরের দিন—একটি নির্দিষ্ট দিন)।

"বাংলা ভাষায় নিজস্ব সংখ্যাবাচক শব্দ আছে, কিন্তু পূরণবাচক শব্দ সংস্কৃত হইতে লইতে হয়।" ছাত্রছাত্রীদের সুবিধার জন্য **সংস্কৃত সংখ্যাবাচক শব্দ ও বন্ধনীমধ্যে সংস্কৃত পূরণবাচক শব্দের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা দেওয়া হইল।—**

এক হইতে দশ পর্যন্ত : এক (প্রথম), দ্বি (দ্বিতীয়), ত্রি (তৃতীয়), চতুঃ (চতুর্থ), পঞ্চ (পঞ্চম), ষট্ (ষষ্ঠ), সপ্ত (সপ্তম), অষ্ট (অষ্টম), নব (নবম), দশ (দশম)।

এগারো হইতে আঠারো পর্যন্ত : একাদশ, দ্বাদশ, ত্রয়োদশ, চতুর্দশ, পঞ্চদশ, ষোড়শ (ষষ্ঠদশ ব্যাকরণসিদ্ধ নয়), সপ্তদশ, অষ্টাদশ—**সংখ্যাবাচক ও পূরণবাচক শব্দ একই আকারের।**

উনিশ হইতে আটাশ পর্যন্ত (সংখ্যাবাচক শব্দের শেষস্থ 'তি' লোপ করিতে হয় অথবা শব্দটির সঙ্গে 'তম' যোগ করিতে হয়) : ঊনবিংশতি (ঊনবিংশ, ঊনবিংশতিতম), বিংশতি (বিংশ, বিংশতিতম), একবিংশতি (একবিংশ, একবিংশতিতম), দ্বাবিংশতি (দ্বাবিংশ, দ্বাবিংশতিতম), ত্রয়োবিংশতি (ত্রয়োবিংশ, ত্রয়োবিংশতিতম), চতুর্বিংশতি (চতুর্বিংশ, -তিতম), পঞ্চবিংশতি (পঞ্চবিংশ, -তিতম), ষড়্‌বিংশতি (ষড়্‌বিংশ, -তিতম), সপ্তবিংশতি (সপ্তবিংশ, -তিতম), অষ্টাবিংশতি (অষ্টাবিংশ, -তিতম)।

উনত্রিশ হইতে আটচল্লিশ পর্যন্ত (সংখ্যাবাচক শব্দের শেষস্থ 'ৎ' লোপ পায় অথবা শব্দটির সঙ্গে 'তম' যোগ হয়) : ঊনত্রিংশৎ (ঊনত্রিংশ, -শত্তম), ত্রিংশৎ (ত্রিংশ, -শত্তম), ত্রয়স্ত্রিংশৎ (ত্রয়স্ত্রিংশ, -শত্তম), চতুস্ত্রিংশৎ (চতুস্ত্রিংশ, -শত্তম), অষ্টাত্রিংশৎ (অষ্টাত্রিংশ, -শত্তম), ঊনচত্বারিংশৎ (ঊনচত্বারিংশ, -শত্তম), চত্বারিংশৎ (চত্বারিংশ, -শত্তম), দ্বিচত্বারিংশৎ বা দ্বাচত্বারিংশৎ (দ্বি-, দ্বাচত্বারিংশ, -শত্তম), অষ্টা-, অষ্টচত্বারিংশৎ (অষ্টা-, অষ্টচত্বারিংশ, -শত্তম)।

ঊনপঞ্চাশ হইতে শত পর্যন্ত (সংখ্যাবাচক শব্দে 'তম' যোগ হয়) : ঊনপঞ্চাশৎ (ঊনপঞ্চাশত্তম), পঞ্চাশৎ (পঞ্চাশত্তম), অষ্টা-, অষ্টপঞ্চাশৎ (অষ্টা-, অষ্টপঞ্চাশত্তম), ঊনষষ্টি (ঊনষষ্টিতম), ষষ্টি (ষষ্টিতম), ত্রি-, ত্রয়ঃষষ্টি (ত্রি-, ত্রয়ঃষষ্টিতম), সপ্ততি (সপ্ততিতম), অষ্টা-, অষ্টসপ্ততি (অষ্টা-, অষ্টসপ্ততিতম), ঊনাশীতি (ঊনাশীতিতম), দ্ব্যশীতি (দ্ব্যশীতিতম), ত্র্যশীতি (ত্র্যশীতিতম), চতুরশীতি (চতুরশীতিতম), অষ্টাশীতি (অষ্টাশীতিতম), ঊননবতি (ঊননবতিতম), দ্বিনবতি বা দ্বানবতি

(দ্বি-, দ্বানবতিতম), ষন্নবতি (ষন্নবতিতম), অষ্টানবতি (অষ্টানবতিতম), নবনবতি বা ঊনশত (নবনবতিতম বা ঊনশততম), শত (শততম)।

সংস্কৃত পূরণবাচক শব্দগুলির মধ্যে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয়—এই তিনটির উত্তর 'আ' প্রত্যয়যোগে এবং অষ্টাদশ পর্যন্ত অবশিষ্টগুলির উত্তর 'ঈ' প্রত্যয়যোগে স্ত্রীলিঙ্গ করা হয়।—প্রথমা, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, চতুর্থী, অষ্টমী, একাদশী, পঞ্চদশী, ষোড়শী ইত্যাদি।

দ্বিতীয়া হইতে চতুর্দশী পর্যন্ত শব্দে তিথিও বুঝায়ঃ "সপ্তমী অষ্টমী গেল, নিষ্ঠুর নবমী এল।" "কহিলা কাতরে নবমীর নিশাশেষে গিরীশের রানী।"—মধুকবি। 'চতুর্দশী তিথি।·····আজ রাত্রে পথে লোক বাহির হওয়া নিষেধ।"

চতুর্দশী হইতে অষ্টাদশী পর্যন্ত শব্দে ক্রমও বুঝায় এবং সেই সেই বয়সের কিশোরী বা তরুণীও বুঝায়। **সপ্তদশী** তন্বী, **ষোড়শী** তরুণী।

সংস্কৃত সংখ্যাবাচক এবং পূরণবাচক শব্দগুলির উচ্চারণ ও বানান বেশ কষ্টসাপেক্ষ বলিয়া বাংলা ভাষার প্রকৃতি সংখ্যাবাচক শব্দগুলিকে যেমন দুই, পাঁচ, এগারো, পনরো, আঠারো, পঁচিশ, উনষাট প্রভৃতি সহজ রূপ দিয়াছে, তেমনি খাঁটী বাংলা সংখ্যাবাচক এইসব শব্দেরই উত্তর সম্বন্ধপদের বিভক্তি "র" যোগ করিয়া বাংলা পূরণবাচক শব্দেরও সহজ রূপ সৃষ্টি করিয়াছে। পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ, দ্বাত্রিংশ অধ্যায়, অষ্টাবিংশ অনুচ্ছেদ ইত্যাদি যেমন বলি, পনরোর পরিচ্ছেদ, বত্রিশের অধ্যায়, আঠাশের অনুচ্ছেদও তেমনি বুঝি। অনেক সময় বিভক্তিচিহ্নটির লোপও করিয়া দিই—অমুক বইয়ের **বিয়াল্লিশ** পৃষ্ঠায় দেখুন। বিশেষণ-সম্বন্ধে প্রাথমিক আলোচনা বইখানির **পঁচাশি** পাতায় আছে। তিনি আগে ছিলেন **তিন** তলার (তৃতীয় অর্থে) **একুশ** নম্বর (একবিংশ অর্থে) ঘরে, এখন আছেন **পাঁচ** তলার (পঞ্চম) **উনপঞ্চাশ** নম্বর (উনপঞ্চাশত্তম অর্থে) ঘরে।

মাসের তারিখ বুঝাইতে আমরা খাঁটী বাংলা পূরণবাচক শব্দ ব্যবহার করি—পহেলা (পয়লা), দোসরা, চৌঠা (চৌঠো), পাঁচই, বারোই, চোদ্দই, উনিশে, তিরিশে, বত্তিরিশে ইত্যাদি। আবার 'তারিখ' শব্দটি যুক্ত থাকিলে সাধারণ সংখ্যাবাচক শব্দই যথেষ্ট। আপনার ওখানে **ছয় তারিখে** যাচ্ছি।

পয়লা দোসরা প্রভৃতি কয়েকটি শব্দ তারিখ ছাড়া অন্য অর্থেও প্রয়োগ করি।—জোকটা পয়লা নম্বরের বদমাস। শুধু পয়লা ফর্মটাই ভালো করে ছাপবেন, তা নয়। এখানে সুবিধা হবে না, দোসরা জায়গায় দেখুন।

বিশেষণোক্ত তারতম্য

(ক) প্রশ্নটি **কঠিন** বটেকি। (খ) পঞ্চম অপেক্ষা সপ্তম প্রশ্নটি **কঠিনতর**। (গ) নবম প্রশ্নটি **কঠিনতম**।

উপরে প্রদত্ত (ক)-চিহ্নিত বাক্যে একটিমাত্র প্রশ্ন-সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করা হইতেছে। সেজন্য **'কঠিন'** বিশেষণপদটি নিজরূপেই ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু (খ)-চিহ্নিত বাক্যে পঞ্চম ও সপ্তম দুইটি প্রশ্নের মধ্যে তুলনা করা হইয়াছে বলিয়া **'কঠিন'** বিশেষণটির উত্তর 'তর' প্রত্যয় যোগ করিয়া **'কঠিনতর'** করিতে হইয়াছে। আবার (গ)-চিহ্নিত বাক্যে দুইয়ের বেশী প্রশ্নের মধ্যে তুলনা করা হইয়াছে বলিয়া 'কঠিন' বিশেষণটির উত্তর **'তম'** প্রত্যয় যোগ করিয়া **'কঠিনতম'** করিতে হইয়াছে। এখানে দেখিলে যে (খ)-চিহ্নিত বাক্যে **কঠিনতর** এবং (গ)-চিহ্নিত বাক্যে কঠিনতম বিশেষণ

BANGODARSHAN.COM

দুইটির মধ্য দিয়াই প্রশ্নগুলির মধ্যে তুলনা করা হইয়াছে। বিশেষণের সাহায্যে এইরূপ তুলনাকে বিশেষণের তারতম্য বলে।

৯৮। বিশেষণের তারতম্য ঃ বিশেষণের সাহায্যে দুই বা দুইয়ের বেশী ব্যক্তি বা বস্তুর মধ্যে গুণ অবস্থা বা পরিমাণগত তুলনা করাকে বিশেষণের তারতম্য বলে।

তারতম্য প্রকাশ করিতে হইলে বিশেষণপদটির কিছু পরিবর্তন হয়। দুইয়ের মধ্যে তুলনায় তৎসম শব্দে সাধারণতঃ **তর** এবং দুইটির বেশী ব্যক্তি বা বস্তুর মধ্যে তুলনায় **তম** যুক্ত হয়। **বিশেষণের মধ্য দিয়া তর-তম ভাবটি প্রকাশ পায় বলিয়া এইরূপ তুলনাকে বিশেষণের তারতম্য বলে। তারতম্য-দ্বারা দুই বা বহুর মধ্যে একটির উৎকর্ষ বা অপকর্ষ দেখানো হয়।**

বিশেষণের তারতম্যের কয়েকটি উদাহরণ দেখঃ "সকল গুণে **গরীয়সী** তুলনা যার নাই, সে আমাদের জন্মভূমি বঙ্গভূমি ভাই।" পাঁচ অঙ্কের **ক্ষুদ্রতম** সংখ্যা দশ হাজার, আর চার অঙ্কের **বৃহত্তম** সংখ্যা ন হাজার ন শ' নিরানব্বই। সমকোণী ত্রিভুজের সমকোণের বিপরীত বাহুটি **দীর্ঘতম**। শিক্ষকদের মধ্যে অক্ষয়বাবুই **প্রবীণতম**। এভারেস্ট হিমালয়ের **উচ্চতম** শৃঙ্গ। "নখ যাদের তীক্ষ্ণ তোমার নেকড়ের চেয়ে।" (এখানে সাধারণ বিশেষণটিই তারতম্য প্রকাশ করিতেছে)। "জননী ও জন্মভূমি স্বর্গাপেক্ষা **গরীয়সী**।" "অনিমিত্তা ভক্তি সিদ্ধির থেকে মুক্তির থেকে **গরীয়সী**।"

তর, তম ও ইষ্ঠ প্রত্যয়যুক্ত শব্দে আ এবং ঈয়স্-যুক্ত শব্দে ঈ যোগ করিয়া স্ত্রীবাচক শব্দ পাওয়া যায়।

তারতম্য প্রকাশ করিতে তৎসম বিশেষণের কী রূপান্তর ঘটে তাহা জানা দরকার। **নীচে তর-তম-যুক্ত কয়েকটি পদের দৃষ্টান্ত দেওয়া হইল।**—

মূল শব্দ	তর-যুক্ত	তম-যুক্ত	মূল শব্দ	তর-যুক্ত	তম-যুক্ত
ক্ষুদ্র	ক্ষুদ্রতর	ক্ষুদ্রতম	প্রিয়	প্রিয়তর	প্রিয়তম
বৃহৎ	বৃহত্তর	বৃহত্তম	মিষ্ট	মিষ্টতর	মিষ্টতম
গভীর	গভীরতর	গভীরতম	তিক্ত	তিক্ততর	তিক্ততম
উজ্জ্বল	উজ্জ্বলতর	উজ্জ্বলতম	স্বাদু	স্বাদুতর	স্বাদুতম
উচ্চ	উচ্চতর	উচ্চতম	হীন	হীনতর	হীনতম
দরিদ্র	দরিদ্রতর	দরিদ্রতম	সুন্দর	সুন্দরতর	সুন্দরতম

নিম্ন, তীক্ষ্ণ, ম্লান, দীর্ঘ, সহজ প্রভৃতি বিশেষণপদের তারতম্য এইভাবে দেখানো যায়।

যে-সমস্ত তৎসম বিশেষণে দুইয়ের মধ্যে তুলনায় ঈয়স্ প্রত্যয় এবং বহুর মধ্যে তুলনায় ইষ্ঠ প্রত্যয় যোগ হয়, তাহাদের কয়েকটির দৃষ্টান্ত দেওয়া হইল।—

মূল শব্দ	ঈয়স্-যুক্ত	ইষ্ঠ-যুক্ত	মূল শব্দ	ঈয়স্-যুক্ত	ইষ্ঠ-যুক্ত
লঘু	লঘীয়ান্	লঘিষ্ঠ	প্রশস্য	শ্রেয়ান্	শ্রেষ্ঠ
গুরু	গরীয়ান্	গরিষ্ঠ	বলী	বলীয়ান্	বলিষ্ঠ
পাপী	পাপীয়ান্	পাপিষ্ঠ	বৃদ্ধ	জ্যায়ান্ / বর্ষীয়ান্	জ্যেষ্ঠ / বর্ষিষ্ঠ
যুবা	যবীয়ান্ / কনীয়ান্	যবিষ্ঠ / কনিষ্ঠ	দীর্ঘ	দ্রাঘীয়ান্	দ্রাঘিষ্ঠ
অল্প					

কয়েকটি বিশেষণে তর ও ঈয়স্ এবং তম ও ইষ্ঠ দুইপ্রকার প্রত্যয়ই যুক্ত হয়।—

মূল শব্দ	তর ও ঈয়স্-যুক্ত	তম ও ইষ্ঠ-যুক্ত
গুরু	গুরুতর, গরীয়ান্	গুরুতম, গরিষ্ঠ
লঘু	লঘুতর, লঘীয়ান্	লঘুতম, লঘিষ্ঠ
পটু	পটুতর, পটীয়ান্	পটুতম, পটিষ্ঠ
প্রিয়	প্রিয়তর, প্রেয়ান্	প্রিয়তম, প্রেষ্ঠ
মহৎ	মহত্তর, মহীয়ান্	মহত্তম, মহিষ্ঠ

[৩০৯-৩১০ পৃষ্ঠায় তর, তম, ঈয়স্, ইষ্ঠ প্রভৃতি প্রত্যয়ের ব্যবহারবিধি দেখ।]

তর, তম বা ঈয়স্, ইষ্ঠ প্রত্যয়যুক্ত কয়েকটি বিশেষণ অনেক সময় সাধারণ বিশেষণের মতো ব্যবহৃত হয়; তুলনার কোনো ভাব তাহাতে থাকে না—মাত্র গুণের আধিক্যই প্রকাশ পায়। সমস্যাটি এত **গুরুতর** যে সমাধানের পথ খুঁজে পাচ্ছি না। "বন্দাদেবীকে **গরীয়সী** রমণীর ন্যায় মনে হইল।" অধমের এই **বলিষ্ঠ** বাহু দুইটি মাতৃভূমির সম্মানরক্ষায় নিযুক্ত রহিল।

জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ বিশেষণদ্বয় বহুর মধ্যে তুলনাতেও যেমন, দুইয়ের মধ্যে তুলনাতেও তেমনি ব্যবহৃত হয়। অমলা আমার **জ্যেষ্ঠা** কন্যা, রমলা **কনিষ্ঠা**। আমরা দুটি ভাই, আমি **জ্যেষ্ঠ**, রমেশ **কনিষ্ঠ**।

এইজন্য শ্যামাপদ চক্রবর্তীমহাশয় খুব সঙ্গতভাবেই বলিয়াছেন, "**পিতার দুই পুত্র থাকিলেও বড়টিকে জ্যেষ্ঠপুত্র বলাই আমাদের ধারা, কনিষ্ঠকে কনীয়ান্ কস্মিন্‌কালেও বলি না। আমাদের মতে অগ্রজই জ্যেষ্ঠ, অনুজই কনিষ্ঠ—সংখ্যা যাহাই হউক না কেন।**"

শ্রেষ্ঠ বিশেষণটি বাংলায় তারতম্যের ভাবটি হারাইয়া ফেলিয়াছে। তাই পদটিকে আমরা সাধারণ বিশেষণ-রূপেই প্রয়োগ করি। তুলনা করিতে হইলে ইহার উত্তর **তর** ও **তম** যুক্ত হয়। দরিদ্রের সেবায় অর্থদান নিঃসন্দেহে **শ্রেষ্ঠ** দান। কিন্তু জ্ঞানদান তদপেক্ষা **শ্রেষ্ঠতর**। আবার আধ্যাত্মিক জ্ঞানদান **শ্রেষ্ঠতম** দান। (প্রকৃষ্টের অধিকতর প্রকর্ষ বুঝাইলে সংস্কৃতেও double superlative হয়—"যুধিষ্ঠিরঃ শ্রেষ্ঠতমঃ কুরূণাম্"।)

॥ খাঁটী বাংলা রীতির তারতম্য ॥

খাঁটী বাংলায় দুই বা ততোধিক ব্যক্তি বা বস্তুর মধ্যে উৎকর্ষ-অপকর্ষের মাত্রা বুঝাইতে বিশেষণের উত্তর তুলনামূলক কোনো প্রত্যয় যুক্ত হয় না। কালো, কালোতর, কালোতম, বা ছোটো, ছোটীয়ান্, ছোটিষ্ঠ—এইপ্রকার প্রয়োগ বাংলায় চলে না। **বাংলায় তারতম্য-প্রকাশের নিয়মগুলি দেওয়া হইল।—**

(১) **দুইয়ের মধ্যে তুলনা করিতে হইলে প্রথম ব্যক্তি বা বস্তুর পর অপেক্ষা, চেয়ে, থেকে, হইতে প্রভৃতি অনুসর্গ ব্যবহৃত হয়।** আমার চেয়ে তুমি **পরিশ্রমী** বটই। কলিকাতা হইতে দিল্লিতে শীতও **বেশী** গ্রীষ্মও বেশী।

(২) **দুইটি ব্যক্তি বা বস্তুর মধ্যে উৎকর্ষ বা অপকর্ষের মাত্রা বেশী হইলে প্রথম ব্যক্তি বা বস্তুর পর অপেক্ষা, চেয়ে, হইতে, থেকে প্রভৃতি অনুসর্গ বসানো ছাড়াও বিশেষণটির পূর্বে অধিক, অনেক, বেশী, অত্যন্ত, অল্প, কম, একটু, খুব, অনেকটা প্রভৃতি বিশেষণপদ ব্যবহার করিতে হয়।** প্রেমাস্পদের চেয়ে প্রেম **অনেক বড়ো**। লতিকা মনীষা অপেক্ষা কম বুদ্ধিমতী নয়। অমলার চাইতে কমলার গলা **অনেক বেশী** মিষ্টি। সৌজন্য, না, সৌহার্দ্য—কোন্‌টি **বেশী** কাম্য? মূর্খ মিত্রের চেয়ে পণ্ডিত

BANGODARSHAN.COM

শত্রু অনেক ভালো। পরের দুঃখে দুঃখী হওয়া **অপেক্ষা** পরের সুখে সুখী হওয়া **অনেক বেশী শক্ত**। "শিল্পীর জগৎ সাধারণ লোকের জগতের **চেয়ে অনেক বড়ো, অনেক রহস্যময়, অনেক ঐশ্বর্যবত্তর**।"—প্রমথনাথ বিশী।

(৩) **বহুর মধ্যে একের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ বুঝাইতে হইলে বিশেষণের পূর্বে সব চেয়ে, সব থেকে, সকলের চাইতে, সর্বাপেক্ষা প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়।** পশুদের মধ্যে হাতিই **সব চাইতে বড়ো**। মেয়েদের মধ্যে মাধবীই **সবার চেয়ে ভালো** গায়। জলচর প্রাণীর মধ্যে তিমিই **সর্বাপেক্ষা বৃহৎ** (বিশেষণটি তৎসম হওয়া সত্ত্বেও তম যুক্ত হয় নাই। খাঁটী বাংলা রীতির নিকট তৎসম বিশেষণও আত্মসমর্পণ করিয়াছে)। ভারতীদি সহকারিণীদের মধ্যে **সবথেকে প্রবীণা**। গেরুয়ার অহংকার **সবচেয়ে সর্বনাশা**।

লক্ষ্য কর—'হইতে' অব্যয়টি কেবল সাধু ভাষায়, 'চাইতে' 'থেকে' 'হতে' চলিত ভাষায়, এবং 'অপেক্ষা' 'চেয়ে' 'সর্বাপেক্ষা' সাধু ও চলিত উভয় রীতির ভাষাতেই ব্যবহৃত হয়। নীচের তালিকাটি লক্ষ্য কর।—

মূল শব্দ	দুইয়ের মধ্যে তুলনায়	বহুর মধ্যে তুলনায়
ভালো	একটু ভালো	সবচেয়ে ভালো
মন্দ	আরও মন্দ	সব চাইতে মন্দ
মোটা	অনেক মোটা	সবচেয়ে মোটা
পাতলা	কম বা বেশী পাতলা	সবচেয়ে (কম / বেশী) পাতলা
বেশী	ঢের বেশী	সব চাইতে বেশী
হালকা	কম বা বেশী হালকা	সবচেয়ে (কম / বেশী) হালকা

অনুশীলনী

১। সংজ্ঞার্থ বল ও উদাহরণদ্বারা বুঝাইয়া দাও: বিধেয় বিশেষণ, সর্বনামীয় বিশেষণ, পূরণবাচক বিশেষণ, ভাববাচক বিশেষণ, গুণবাচক বিশেষণ, সংজ্ঞাবাচক বিশেষণ, বহুপদময় বিশেষণ, তদ্ধিতান্ত বিশেষণ, কৃদন্ত বিশেষণ, অব্যয়জাত বিশেষণ, অব্যয়ের বিশেষণ, বিশেষণের বিশেষণ, সংখ্যাবাচক বিশেষণ, বিশেষণের তারতম্য, ক্রিয়াজাত বিশেষণ।

২। উদাহরণদ্বারা বুঝাইয়া দাও: বিধেয় বিশেষণরূপে বিশেষ্যের প্রয়োগ, নাম-বিশেষণরূপে বিশেষ্যের প্রয়োগ, কালবাচক ক্রিয়াবিশেষণ, ক্রিয়াবিশেষণরূপে অসমাপিকা ক্রিয়ার প্রয়োগ, প্রত্যয়যোগে গঠিত ক্রিয়াবিশেষণ, বিভক্তিচিহ্নযুক্ত স্থানবাচক ক্রিয়াবিশেষণ, বিভক্তিচিহ্নযুক্ত কালবাচক ক্রিয়াবিশেষণ, নাম-বিশেষণরূপে ক্রিয়াপদের প্রয়োগ।

৩। বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম, অব্যয় ও ক্রিয়া—পাঁচপ্রকার পদেরই বিশেষণ থাকিতে পারে, উদাহরণযোগে বুঝাইয়া দাও।

৪। বিশেষ্য, সর্বনাম, ক্রিয়া ও অব্যয়পদকে বিশেষণরূপে প্রয়োগ কর।

৫। পার্থক্য দেখাও: সর্বনামীয় বিশেষণ ও সর্বনামের বিশেষণ, অব্যয়ের বিশেষণ ও অব্যয়জাত বিশেষণ, ক্রিয়াবিশেষণ ও ক্রিয়াজাত বিশেষণ, বিধেয় বিশেষণ ও বিধেয় কর্ম, সংখ্যাবাচক ও পূরণবাচক বিশেষণ।

৬। (ক) বিশেষণের তারতম্য কাহাকে বলে? এই তারতম্য বুঝাইবার বিবিধ উপায় উদাহরণদ্বারা বুঝাইয়া দাও।

(খ) 'তর' বা 'ঈয়স্' এবং 'তম' বা 'ইষ্ঠ' প্রত্যয়যুক্ত বিশেষণ তুলনা না বুঝাইয়া সাধারণ বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে এমন চারিটি দৃষ্টান্ত দাও।

(গ) খাঁটী বাংলা বিশেষণপদের তারতম্য বুঝাইবার নিয়মগুলি উদাহরণযোগে বুঝাইয়া দাও।

৭। (ক) পূরণবাচক বিশেষণ কাহাকে বলে? বাংলায় পূরণবাচক বিশেষণ-গঠনের উপায়গুলি উদাহরণযোগে বুঝাইয়া দাও। ঊনবিংশতি, ত্রিংশৎ, পঞ্চ, ষট্, দুই, পঞ্চশত—শব্দগুলির পূরণবাচক রূপ নিরূপণ কর।

(খ) চার, চব্বিশ, বত্রিশ, আটাশ, ছাপ্পান্ন—শব্দগুলিকে সংখ্যাবাচক বিশেষণ ও পূরণবাচক বিশেষণরূপে বাক্যে প্রয়োগ কর। ১২, ১৬, ২০, ২১, ২৮, ৩৬, ৫৯, ৭৮, ৮৫—সংখ্যাগুলির সংস্কৃত সংখ্যাবাচক ও পূরণবাচক রূপ দাও।

(গ) বন্ধনীমধ্যস্থ উপযুক্ত কথাটি নির্বাচন করিয়া তদ্দ্বারা শূন্যস্থানটি পূর্ণ কর:

(i) তাহার বয়স প্রায়……বৎসর হইবে। [পঞ্চবিংশ / পঞ্চবিংশতি]

(ii) "নদীর এক কূল……হস্তের মধ্যগত।" [পঞ্চাশত্তম / পঞ্চাশৎ]

(iii) আমরা……শতাব্দীর কাছাকাছি এসে গেছি। [একবিংশ / একবিংশতি]

(iv) ……শতাব্দীটি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে মধ্যযুগের স্বর্ণযুগ।

[ষষ্ঠদশ / ষোড়শ]

৮। পার্থক্য দেখাও: সপ্তম অধ্যায়, সপ্ত অধ্যায়; পঞ্চ কন্যা, পঞ্চমী কন্যা; একাদশ তনয়া, একাদশী তনয়া; পঞ্চ পাণ্ডব, পঞ্চম পাণ্ডব।

৯। বিভিন্ন শ্রেণীর বিশেষণের উল্লেখ করিয়া প্রত্যেকটির উদাহরণ দাও।

১০। গীত, গুরু, ভালো, ঘন, অজ্ঞান, দরিদ্র, শুভ, পুণ্য, মন্দ, পাপ, অথর্ব, অদৃষ্ট, সভ্য, উত্তর, সত্য, মিথ্যা, জোর, অসম্ভব, ভবিষ্যৎ, সুরভি, বন্ধুর, মন্দা, রক্ত, চরম, হলুদ, গরম, কালো—প্রত্যেকটিকে বিশেষ্য ও বিশেষণরূপে ব্যবহার করিয়া পৃথক্ পৃথক্ বাক্যরচনা কর (মোট চুয়াল্লিটি বাক্য)।

১১। বিশেষণপদগুলি নির্বাচিত করিয়া কোন্ শ্রেণীর বিশেষণ, বল: "মায়ের কোলটি আমার শেষ পৈঠা।" আর্টে রিআলিজম অপেক্ষা আইডিআলিজমের আদর বেশী। "লোকটা হচ্ছে লম্বমান শ্মশ্রুল গোসাঁইটির ব্যক্তিগত ভৃত্য।" "উদয়ন-কথা ভারতীয় সাহিত্যের প্রাচীনতম রোম্যান্স।" "মহেঞ্জোদড়ো একটি নগরমাত্র নয়, একটি সভ্যতা।" "উত্তম প্রতিভা চিরকালই মহত্তম অধমর্ণ।" কী আকাশচুম্বী ব্যক্তিত্ব! রাজধানী একসপ্রেস কী দারুণ বেগেই না চলে। "শকুন্তলার অধ্যাত্ম-সত্তাটি ভারতীয় জীবনচর্যারই শিল্পসুন্দর ফলশ্রুতি।" ডায়মনডহারবারের নিকট দেউলপোতা গ্রামে প্রাপ্ত তামার অলংকার থেকে প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ সহজেই অনুমান করছেন, চার হাজার বছর আগেকার ভারতীয় সভ্যতার সঙ্গে মিসরীয় সভ্যতার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। অমন ফাঁপাই টাকার ফড়ফড়ানি অনেক শুনেছি। আকাশটা তেমনই টলটলে নীল। পড়ার চেয়ে শোনা ভালো, শোনার চেয়ে দেখা। "ধনের ধার বড়ো ধার।" আমরা রাজনীতিক আজাদি পেয়েছি, এবার চাই সামাজিক আর আর্থনীতিক আজাদি। পরমহংসদেব বিশ্বের অবতারবরিষ্ঠ। অরুণের চেয়ে বরুণ ঢের বেশী বুদ্ধিমান্। অতীতের সব

BANGODARSHAN.COM

অলৌকিক ঘটনাকে অলীক বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় কি? "দোতলার চিলেকোঠা কলকাতার মধ্যবিত্ত জীবনের চেয়েও অন্ধকার।" "মধুর হল বিধুর হল মাধবী নিশীথিনী।" "ক্ষুণ্ণ হলেন নাকি?" "না, শূন্য হয়ে গেলাম।" "ছুটছে চিঠিপত্র নিয়ে হনহনিয়ে হনহনিয়ে।" আজকাল অনেকেই রাতারাতি বড়োলোক হতে চায়। "বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ আজ আর রক্তমাংসের মানুষ নন, শুধু নমস্য, বরণীয়, স্মরণীয়, তর্পণীয় নন, তাঁরা আইডিয়া, আদর্শ, ইতিহাস, কাহিনী প্রতীক।" "মহাপুরুষের চরিত্রের স্পর্শে লোহাও সোনা হয়।" আচ্ছা কাণ্ড ঘটালি বাবা! "বিবেকানন্দ ছিলেন সহস্রশীর্ষ পুরুষ। তাঁর সবচেয়ে বড়ো পরিচয় তিনি ছিলেন আত্মাজাগানিয়া—The awakener of souls." মুখ আমি নাহি জানি মন্ত্রতন্ত্র সাধনভজন। "স্বামী বিবেকানন্দের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণভক্ত দুর্লভ। তিনি নিজে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কাছে কতদিন রাধাকৃষ্ণের বিরহসংগীত অন্তরের গভীর ব্যাকুলতা নিয়ে গাইতেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেব শুনে সমাধিমগ্ন হয়ে যেতেন।……ওই সংগীতের আসরে কী আশ্চর্য আধ্যাত্মিক পরিবেশের সৃষ্টি হত তা আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি।"—স্বামী শ্রদ্ধানন্দ। "পাথর ডাগল, আতুর বারি, কাহে অভিসারিবি তুঁহু সুকুমারী।" "ঐ ড্যাবা-ড্যাবা-চোখ-মেলে-সর্বদা-তাকিয়ে-থাকা ছেলেটা বেশী কথা বলতে পারে না।" "কবে তৃষিত এ মরু ছাড়িয়া যাইব তোমার রসাল নন্দনে।" গেরুয়ার অহংকার সবচেয়ে সর্বনাশা। আর্টের আবেদন বুদ্ধির দ্বারে যতটা, তার অনেক বেশী বোধের দ্বারে। সহজ হওয়াই শক্তিমানের তপস্যা। বৈধী ভক্তি অপেক্ষা রাগানুগা ভক্তি গভীরতরা। "যৌবনের পুষ্পিত জোয়ার অঙ্গে অঙ্গে জাগেনি এখনও।"—'বিধিচক্র'। সর্বপ্রকার গানেই গায়কের ধ্রুপদী ভিত থাকা একান্ত আবশ্যক। সংসামান্য উপাদানেই অসামান্য উপভোগ। "ঈশ্বর আমাদের বাঁধা বরাদ্দের উপর উপরি পাওনা।" "মহৈশ্বর্যে আছে নম্র, মহাদৈন্যে কে হয় নি নত।" মেনকা বাৎসল্যের সুরধুনী। "মহাকাশ বিশ্বস্রষ্টার মহাকাব্য।" "অলকগন্ধ উড়ছে মন্দ বাতাসে।" "তোমার ওই শ্যামলবরন কোমল মূর্তি মর্মে গাঁথা।"

১২। কয়েকটি বিশেষ্যপদ ও তাহাদের বিশেষণগুলি বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে; বিশেষণ-শব্দটি বসাইয়া উপযুক্ত বিশেষ্যটিকে খুঁজিয়া আনিয়া তাহার ডানদিকে বসাও (যেমন হাওয়াই প্রতিশ্রুতি, ফাঁপাই টাকা ইত্যাদি): অস্তিত্ব, খসখসে, ভক্তি, স্পর্ধা, গণতন্ত্র, উত্তাপ, পল্লবিত, ছবি, পরিবেশন, মরমিয়া, মানুষ, প্রমাণ, পুষ্পিত, বিশ্বাস, অবিনাশী, আস্তানা, আনন্দসান্দ্রা, করুণা, প্রত্যক্ষ, গগনচুম্বী, প্রীতিময়, পাথুরে, পিচ্ছিল, বসুধা, নড়বড়ে, বিগলিত, যৌবন, কাননকুন্তলা, টগবগে, বোবা, আবির্ভাব, ফাঁপাই, আয়ুষ্মান্, আর্তিহরণ, শৌখিন, লাবণ্যময়, জঙ্গল, উদ্দীপ্ত, টাকা, নৃশংস, বুকজুড়ানো, সুখতন্দ্রাতুর, উলঙ্গ, অগ্নিশিখা, বক্তৃতা, উদ্দীপনাময়, হাসি, ডাহা, উন্মাদনা, সর্বহারা, লেলিহান, প্রাসাদ, মিথ্যা, সত্য, ভালোবাসা, নিরামিষ, অজুহাত, নৃত্য, কালাপাহাড়ী, বন্ধু, ভ্রমণ, নির্বোধ, বায়ু, হাওয়াই, জীবাণু, প্রতিশ্রুতি, আশ্বাস, জাতি, দরদী, আলাপী। (মোট ৩৫ জোড়া)

১৩। মধুর, বিষণ্ণ, ঠাণ্ডা, স্নেহময়, বিধুর, ভারী, তপ্ত, হাবা, বলবান্, সুন্দর, বড়ো—বিশেষণগুলির তারতম্য দেখাও।

নবম পরিচ্ছেদ

ক্রিয়াপদ

ক্রিয়াপদ কাহাকে বলে সে বিষয়ে তোমাদের একটু মোটামুটি ধারণা আছে। [৪৫ পৃষ্ঠায় ৬১ নং সূত্র দেখ]। ক্রিয়ার গঠন, প্রকৃতি ও রূপ-সম্বন্ধে এইটুকু বুঝিয়াছ যে (১) **ধাতুর উত্তর ধাতুবিভক্তিযোগে ক্রিয়াপদ গঠিত হয়**; (২) **ক্রিয়াপদ বাক্যের প্রধানতম উপাদান, ক্রিয়া ব্যতীত ক্ষুদ্রতম বাক্যও রচনা করা সম্ভব নয়**; এবং (৩) **পুরুষভেদে ক্রিয়ার রূপভেদ হয়**। [১১৯ পৃষ্ঠায় "পুরুষভেদে ক্রিয়ার রূপভেদ" দ্রষ্টব্য]

ধাতু ও প্রত্যয়

'কর' একটি ক্রিয়া। এই ক্রিয়াটি কাল ও পুরুষভেদে করি, করে, করিতেন, করিবে, করিলাম, করাইতেছে ইত্যাদি বিভিন্ন রূপে পরিবর্তিত হয়। এই রূপগুলি বিশ্লেষণ করিলে আমরা পাই।—

করি = কর্ ধাতু + ই বিভক্তি [উত্তমপুরুষের ক্রিয়া]
করে = কর্ ধাতু + এ বিভক্তি [প্রথমপুরুষের ক্রিয়া]
করিতেন = কর্ ধাতু + ইতেন বিভক্তি [প্রথম ও মধ্যমপুরুষের (গুরু) ক্রিয়া]
করিবে = কর্ ধাতু + ইবে বিভক্তি [প্রথম ও মধ্যমপুরুষের (সাধারণ) ক্রিয়া]
করিলাম = কর্ ধাতু + ইলাম বিভক্তি [উত্তমপুরুষের ক্রিয়া]
করাইতেছে = করা ধাতু (কর্ + আ প্রত্যয়) + ইতেছে বিভক্তি [প্রথমপুরুষের (সাধারণ) ক্রিয়া]

এই ছয়টি ক্রিয়ার একটি সাধারণ অংশ কর্। ইহাই ধাতু। কর্ ধাতুর অর্থ **কাজ করা**। বিভিন্ন ধাতুবিভক্তিযোগে কর্ ধাতুর যে-কয়েকটি রূপ দেখিলে তাহাদের প্রত্যেকটিরই মূল অর্থ কাজ করা। সুতরাং **একই ধাতু হইতে নিষ্পন্ন প্রত্যেকটি ক্রিয়াপদেই মূল ধাতুটির অর্থ অক্ষুণ্ণ থাকে।**

আবার, এই ধাতুটিকে অন্য কোনোপ্রকারে ভাঙা যায় না। বর্ণবিশ্লেষণ করা যায় বটে, কিন্তু তাহাতে ধাতুর মূল অর্থটি নষ্ট হইয়া যায়। সুতরাং **ধাতু অবিভাজ্য।**

৯৯। ধাতু : ক্রিয়ার মূল-অর্থপ্রকাশক অবিভাজ্য মৌলিক অংশই ধাতু।

নিছক শব্দ যেমন বাক্যে স্থান পায় না, ধাতুও তেমনি বাক্যে স্থান পায় না। শব্দকে শব্দবিভক্তিযোগে পদে পরিণত করিয়া যেমন বাক্যে স্থান দিতে হয়, ধাতুকেও তেমনি ধাতুবিভক্তিযোগে ক্রিয়াপদে পরিণত করিয়া তবে বাক্যে স্থান দিতে হয়। **ধাতুবিভক্তি** কাহাকে বলে, দেখ।—

১০০। ধাতুবিভক্তি : কাল ও পুরুষভেদে যে বর্ণ বা বর্ণসমষ্টি ধাতুর উত্তর যুক্ত হইয়া ক্রিয়াপদ গঠন করে, সেই বর্ণ বা বর্ণসমষ্টিকে ধাতুবিভক্তি বা ক্রিয়াবিভক্তি বলে।

পূর্বের উদাহরণগুলিতে ই, এ, ইতেন, ইলাম প্রভৃতি ধাতুবিভক্তি লক্ষ্য কর। ধাতুবিভক্তিগুলি ধাতুর মূল অর্থের গতি, প্রকৃতি, কাল, পুরুষ প্রভৃতি নির্দেশ করে।

১০১। ধাতুবয়ব প্রত্যয় : যে বর্ণ বা বর্ণসমষ্টি ধাতু বা শব্দের উত্তর যোগ

BANGODARSHAN.COM

করিয়া নূতন ধাতু গঠন করা হয়, সেই বর্ণ বা বর্ণসমষ্টিকে ধাতুবয়ব প্রত্যয় বলে। কর্ (ধাতু) + আ (ধাতুবয়ব প্রত্যয়) = করা (ধাতু—করানো অর্থে)। জ্ঞা (ধাতু) + সন্ (ধাতুবয়ব প্রত্যয়) = জিজ্ঞাস্ (ধাতু)। বিষ (শব্দ) + আ (ধাতুবয়ব প্রত্যয়) = বিষা (ধাতু—বিষাক্ত করা অর্থে)।

১০২। ক্রিয়া : মূল ধাতুর উত্তর কিংবা ধাতুবয়ব প্রত্যয়যোগে গঠিত ধাতুর উত্তর ধাতুবিভক্তি যোগ করিয়া যাওয়া, আসা, করা, থাকা, খাওয়া প্রভৃতি যে কার্যবাচক পদের সৃষ্টি হয় তাহার নাম ক্রিয়াপদ।

ধাতুবিভক্তি ও ধাতুবয়ব প্রত্যয়ের পার্থক্যটুকু মনে রাখিও। ধাতুবিভক্তিযোগে ধাতু ক্রিয়াপদে পরিণত হইয়া বাক্যে স্থানলাভের যোগ্যতা পায়; কিন্তু ধাতুবয়বযোগে ধাতু ধাতুই থাকে আর শব্দটি ধাতুতে পরিণত হয়, বাক্যে স্থানলাভের যোগ্যতা সে ধাতুর নাই। পুনরায় ধাতুবিভক্তি যোগ করিয়া সেই ধাতুকে ক্রিয়াপদে পরিণত না করা পর্যন্ত বাক্যে ব্যবহার্য পদগৌরব সে পায় না। প্রয়োজন হইলে ধাতু বা শব্দের উত্তর আগে ধাতুবয়ব যোগ করিয়া পরে ধাতুবিভক্তি যোগ করিতে হয়। কিন্তু ধাতুতে ধাতুবিভক্তি একবার যোগ করিবার পর তাহাতে আর প্রত্যয়যোগ চলে না।

উৎপত্তি ও প্রকৃতির দিক্ হইতে বিচার করিয়া **ধাতুকে চারিটি ভাগে ভাগ করা যায়। (১) সিদ্ধ বা মৌলিক, (২) সাধিত, (৩) সংযোগমূলক ও (৪) যৌগিক।**

১০৩। সিদ্ধ বা মৌলিক ধাতু : যে-সকল ধাতু স্বয়ংসিদ্ধ, যাহাদের বিশ্লেষণ করা যায় না, তাহাদিগকে সিদ্ধ বা মৌলিক ধাতু বলে। এই সিদ্ধ ধাতু হইতে অন্যপ্রকার ধাতু ও নানাবিধ শব্দ গঠিত হয়। সিদ্ধ ধাতুকে আবার উৎসের বিচারে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়।—

(ক) সংস্কৃত ধাতু : চল্, চর্, পাল্, ভজ্, লিখ্, জ্বল্, ফল্, যা, ঘট্, দুহ্, সাধ্, বাধ্, দুল্, পিষ্, শুষ্ ইত্যাদি। এই ধাতুগুলিতে সরাসরি বাংলা ধাতুবিভক্তি যোগ করিয়া বাংলা ক্রিয়াপদ পাই।

(খ) তদ্ভব ধাতু : কৃ > কর্, মৃ > মর্, ধৃ > ধর্, দা > দি, পঠ্ > পড়্, জ্ঞা > জান্, পত্ > পড়্, গৈ > গাহ্, খাদ্ > খা, বুধ্ > বুঝ্, জাগ্ > জাগ্, হন্ > হান্, যুধ্ > যুঝ্, স্থাপি > থো, রক্ষ্ > রাখ্, হস্ > হাস্, ক্রন্দ্ > কাঁদ্, শ্রু > শুন্, দৃশ্ > দেখ্, উদ্ + ড > উড়্, উদ্ + স্থা > উঠ্, স্ফুট্ > ফুট্, চর্ব্ > চিবা, সিচ্ > সিঞ্চ্, স্তনভ্ + আ > থামা, প্র + ভা > পোহা, বি + ক্রী > বিকা, পরি + ধা > পর্, আ + নী > আন্ ইত্যাদি।

(গ) অজ্ঞাতমূল খাঁটী বাংলা ধাতু : ভাস্, ডাক্, নড়্, হাঁট্, বাঁচ্, খাট্, এড়্, রুখ্, ফেল্, খুঁজ্, কাট্, বল্, ঠেল্, ঘির্, জুড়্, টুট্ ইত্যাদি।

(ঘ) সংস্কৃত বিশেষ্য বা বিশেষণ হইতে উৎপন্ন ধাতু : গর্ত > গাড়্, পাক > পাক্, ভ্রষ্ট > ভড়কা, মত্ত > মাত্ ইত্যাদি।

(ঙ) ধ্বন্যাত্মক ধাতু : ধুক্, ফুঁক্, হাঁচ্, ঠুক্, ফুঁস্ ইত্যাদি।

(চ) কেবল কবিতায় ব্যবহৃত ধাতু : বধ্, প্র + বিশ্ > পশ্, দহ্, বি-রাজ্ > বিরাজ্, দন্শ্, চুম্ব্, নম্, বন্দ্, হের্, নেহার্, কুহর্, ত্যজ্, স্মর্, প্র + স্মর্ > পাসর্ ইত্যাদি।

১০৪। মৌলিক ক্রিয়া : অন্য কোনো ধাতু বা প্রত্যয়ের সাহায্য না লইয়াই

সিদ্ধ ধাতুর উত্তর সরাসরি ধাতুবিভক্তি যোগ করিয়া যে ক্রিয়াপদ পাওয়া যায়, তাহাকে মৌলিক ক্রিয়া বলে।

ফল্ + ইল = ফলিল ; পোহা + এ = পোহায় ; যুঝ্ + ই = যুঝি ; খাট্ + ইতেছি = খাটিতেছি ; জুড়্ + ইয়া = জুড়িয়া ; ধুঁক্ + ইতেছিল = ধুঁকিতেছিল ; পাক্ + ইলে = পাকিলে ; মাত্ + ইতেন = মাতিতেন ; পশ্ + ইল = পশিল ; নেহার্ + এন = নেহারেন ; গা + ইল = গাইল ; সাধ্ + ইতে = সাধিতে ; স্মর্ + ইছে = স্মরিছে।

প্রয়োগ : "বাকি কী **রাখিলি** তুই বৃথা অর্থ-অন্বেষণে, সে সাধ **সাধিতে**?" "**পোহায়** রজনী।" **ত্যজ** লাজ ভয় ঘৃণা সংশয় উপাধি ও অভিমান। "কানে তাই **পশিতেছে** আসি।" "একবার বাল্মীকিরে আরবার সে ক্রৌঞ্চীরে **নেহারেন** ফিরে ফিরে যেন উন্মাদিনী।" "তুমি সদা যার হৃদে **বিরাজ** দুখজ্বালা সেই পাসরে।" "**স্মরিব** সত্যে।" "**দংশিল** কেবল ফণী।" "**উদিল** যেখানে বুদ্ধ-আত্মা মুক্ত করিতে মোক্ষদ্বার।" **কুহরিছে** বারে বারে। "সে আসি **নমিল** সাধুর চরণকমলে।"

১০৫। সাধিত ধাতু : কোনো সিদ্ধ ধাতু বা শব্দের সহিত এক বা একাধিক প্রত্যয় যোগ করিয়া যে ধাতু গঠিত হয়, তাহা সাধিত ধাতু।

সাধিত ধাতুকে বিশ্লেষণ করিলে মূলে একটি সিদ্ধ ধাতু বা বিশেষ্য, বিশেষণ, অব্যয় ইত্যাদি যেকোনো একটি নাম শব্দ এবং এক বা একাধিক প্রত্যয় পাওয়া যায়। **সাধিত ধাতুকে** আবার অর্থ ও সাধন-অনুসারে **তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়—(ক) প্রযোজক বা প্রেরণার্থক ধাতু, (খ) নামধাতু ও (গ) কর্মবাচ্যের ধাতু।**

(ক) প্রযোজক বা প্রেরণার্থক ধাতু : অন্যকে দিয়া কোনোকিছু করানো অর্থে সিদ্ধ ধাতুর উত্তর **আ** প্রত্যয়যোগে গঠিত ধাতুকে প্রযোজক ধাতু বলে। সিদ্ধ ধাতুটি স্বরান্ত হইলে **আ** প্রত্যয়টি **ওয়া** হইয়া যায়। √খা + আ = √খাওয়া (অর্থ—খাওয়ানো) ; √কর্ + আ = √করা (অর্থ—করানো) ; √পড়্ + আ = √পড়া (অর্থ—পড়ানো) ; √পাড়্ + আ = √পাড়া (অর্থ—পাড়ানো) ; √কম্ + আ = √কমা (অর্থ—কমানো) ; √বস্ + আ = √বসা (অর্থ—বসানো) ; √হাস্ + আ = √হাসা (অর্থ—হাসানো) ; √শুন্ + আ = √শুনা (অর্থ—শুনানো) ; √জ্বল্ + আ = √জ্বালা (অর্থ—জ্বালানো) ; √গা + আ = √গাওয়া (অর্থ—গাওয়ানো) ; √সাজ্ + আ = √সাজা (অর্থ—অন্যকে সাজানো) ; √দি + আ = √দেওয়া (অর্থ—দেওয়ানো) ইত্যাদি।

১০৬। প্রযোজিকা ক্রিয়া : যে ক্রিয়ার দ্বারা কাহাকেও কোনো কাজে প্রবৃত্ত করা বুঝায়, তাহাকে প্রযোজিকা ক্রিয়া বলে। প্রযোজক ধাতুর উত্তর ধাতুবিভক্তি যোগ করিয়া এই ক্রিয়াপদ পাওয়া যায়। প্রযোজিকা ক্রিয়ার গঠনপ্রণালী লক্ষ্য কর।—

সিদ্ধ ধাতু	প্রত্যয়	প্রযোজক ধাতু	ধাতুবিভক্তি	প্রযোজিকা ক্রিয়া
দেখ্	আ	দেখা	ইব	দেখাইব
কাঁদ্	আ	কাঁদা	ইয়াছেন	কাঁদাইয়াছেন
শুন্	আ	শুনা	ইল	শুনাইল
চর্	আ	চরা	ইবে	চরাইবে
খেল্	আ	খেলা	ইতেছিল	খেলাইতেছিল
দি	আ	দেওয়া	ইলেন	দেওয়াইলেন

BANGODARSHAN.COM

প্রয়োগ : স্বামীজীর একটি নূতন ছবি তোমাদের **দেখাইব**। শুধু শুধু ছেলেটাকে **কাঁদালেন** তো। "কেবা **শুনাইল** শ্যামনাম।" উপমন্যু আজ সূর্যাস্ত পর্যন্ত গোরু **চরাইবে**। সাপুড়ে সাপ **খেলাচ্ছিল**। "বলয় **বাজায়ে** বাক্স **সাজায়ে** গৃহিণী কহিল কাঁদি।" "ছুটেছে সমীর আঁচলে তাহার নবীন জীবন **উড়ায়ে**।" ঘুমেতে বিভোর জাতিরে তোমার **জাগাও** কবি **মাতাও** মায়ের নামে। "তুমি যেমন **নাচাও** তেমনি নাচি।"

ণিচ্ প্রত্যয়যোগে সংস্কৃতে প্রযোজিকা ক্রিয়া গঠিত হয় বলিয়া এই ধরনের ক্রিয়াকে সংস্কৃতে **ণিজন্ত ক্রিয়াও** বলে। কিন্তু বাংলায় ধাতুর উত্তর ণিচ্ প্রত্যয় যুক্ত হয় না। তবে ণিচ্ প্রত্যয়ের প্রভাব অর্থাৎ স্বরের বৃদ্ধি বাংলা ধাতুতেও কিছু কিছু মেলে। √নড়্ + আ = √নাড়া (নাড়ানো অর্থে—স্বরের বৃদ্ধি না হইলে √নড়া হইবে) ; √চল্ + আ = √চালা ; √জ্বল্ + আ = √জ্বালা। "যেমন **চালাও** তেমনি চলি।" আচ্ছা, পুতুলটা **নাড়াস** নে যেন। দিনরাত **জ্বালাও** কেন বল তো? "বিকাল বেলায় বিকায় হেলায় সহিয়া নীরব ব্যথা।"

(খ) নামধাতু : বিশেষ্য, বিশেষণ বা ধ্বন্যাত্মক অব্যয়—এই নাম-শব্দের উত্তর আ প্রত্যয়যোগে যে সাধিত ধাতু পাওয়া যায় তাহাকে নামধাতু বলে।

(১) **বিশেষ্য হইতে**—বিষ + আ = √বিষা (বিষানো অর্থে) ; হাত + আ = √হাতা (হাতানো অর্থে) ; ভয় + আ = √ভয়া (ভয় করা অর্থে) ; জুতা + আ = √জুতা (জুতানো অর্থে) ; ঘাম + আ = √ঘামা (ঘামানো অর্থে) ; বেত + আ = √বেতা (বেত মারা অর্থে) ; চোট + আ = √চোটা (চোট লাগানো অর্থে) ; লতা + আ = √লতা (লতার মতো প্রসারিত হওয়া বা এলাইয়া পড়া)।

(২) **বিশেষণ হইতে**—ঘন + আ = √ঘনা (ঘনানো অর্থে) ; বাঁকা + আ = √বাঁকা (বাঁকানো অর্থে) ; রাঙা + আ = √রাঙা (রাঙানো অর্থে) ; টক + আ = √টকা (টকানো অর্থে)।

(৩) **ধ্বন্যাত্মক অব্যয় হইতে**—ধিকধিক + আ = √ধিকধিকা ; ধড়ফড় + আ = √ধড়ফড়া ; টলমল + আ = √টলমলা ; ছলছল + আ = √ছলছলা। সেইরূপ √কনকনা, √লকলকা, √বকবকা, √ঝনঝনা ইত্যাদি।

১০৭। নামধাতুজ ক্রিয়া : নামধাতুর উত্তর ক্রিয়াবিভক্তিযোগে যে ক্রিয়াপদ পাওয়া যায়, তাহাকে নামধাতুজ ক্রিয়া বলে।

বিষা + ইল = বিষাইল ; হাতা + ইয়াছিল = হাতাইয়াছিল ; ঘনা + এ = ঘনায় ; রাঙা + ইব = রাঙাইব ; টকা + ইয়া = টকাইয়া ; কিলা + ইয়া = কিলাইয়া ; কড়মড়া + এ = কড়মড়ায় ; ছলছলা + ইয়া = ছলছলাইয়া ; ধিকধিকা + ইবে = ধিকধিকাইবে ; বকবকা + ইতেছে = বকবকাইতেছে।

প্রয়োগ : "যাহারা তোমার **বিষাইছে** বায়ু।" বাসে পেনটা কে যে **হাতাল** টেরই পেলাম না। বেটা ডাকুকে আচ্ছাসে **জুতিয়ে** দাও ; **কিলিয়ে** কাঁঠাল **পাকিয়ে** দাও। "**জড়াইবে** বক্ষে মোর।" "ইন্দু **নিষ্প্রভিলা**।" "চিন্তারাশি **ঘনায়** ললাটে।" "আমি কি **ডরাই** সখি ভিখারী রাঘবে?" "শুধু হরির রঙেই **রঙে** (উচ্চারণ রোঙে) আছি আমরা।" "শেফালির বৃন্ত দিয়া রাঙাইব রানী বসন বাসন্তী রঙে।" ফাঁকা হাওয়ায় চুলটা **শুকিয়ে** নে না, বাবা। ডিঙিখানা **টলমলিয়ে** ছুটেছে। সকাল থেকে **ধড়ফড়িয়ে**

মলাম। মেজাজটা এমন টকিয়েছে কেন? কথার উত্তর না দিয়েই ছেলেটা হনহনিয়ে চলে গেল। ঝাঁপির ভিতর সাপটা ফোঁসফোঁসাচ্ছে। "ঘরেতে ভ্রমর এল গুনগুনিয়ে।" ফুটপাথের হকারগুলো খদ্দের ধরবার জন্যে মুখিয়েই রয়েছে। এঞ্জিনটা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুধু ধোঁয়াচ্ছে। "ধ্বনিল আহ্বান ধ্বনিল রে!" "লোহসহ মিশি অশ্রুধারা আর্দ্রিল মহীরে।" "কপালে নেইকো ঘি ঠকঠকালে হবে কী?"

বাংলা সাহিত্যে যুগান্তর-সৃষ্টিকারী দত্তকবি শ্রীমধুসূদন বাংলা কাব্যে এক নূতন ধরনের নামধাতুজ ক্রিয়ার বহুল প্রয়োগ করেন। (অবশ্য তাঁহার পূর্বেও বাংলা কাব্যে নামধাতুর প্রয়োগ ছিল, তবে ক্বচিৎ।) সেখানে **নামপদের উত্তর কোনো প্রত্যয় তো যুক্ত হয়ই না, উপরন্তু শব্দের শেষ স্বরটিকে লোপ করিয়া দিয়া তবে ধাতুবিভক্তি যোগ করা হয়।** পবিত্র্ (শেষ স্বর লুপ্ত)+ইল=পবিত্রিল; ব্যয়্+ইল=ব্যয়িল; উত্তর্+ইব=উত্তরিব; ঝলমল্+ইয়া=ঝলমলিয়া। মধুকবির এই পদাঙ্ক বহু কবিই অনুসরণ করিয়াছেন।

মাইকেলী নামধাতুজ ক্রিয়ার প্রয়োগ: "উমার অঙ্গের ছায়া শীতলে শংকরকায়া।" "পবিত্রিলা আনি মায়ে এ তিন ভুবন।" "যশোলাভ-লোভে আয়ু কত যে ব্যয়িল হায়!" "উত্তরিলা কাতরে রাবণ।" "নীরবিলা তরুরাজ।" "আজ্ঞা কর দাসে, শাস্তি (শান্তি=শান্তি দিই) নরাধমে।" "ঝলমলি ঝলে অঙ্গে নানা আভরণ।" "পশিয়াছে কত যাত্রী যশের মন্দিরে, দমনিয়া ভবদম দুরন্ত শমনে।" "নড়িছে বিষাদে মর্মরিয়া পাতাকুল!" "আঁধারিয়া ওড়ে শূন্যে ঝোড়ো এলোচুল!" "বিস্ময়ের জাগরণ তরঙ্গিয়া চলিল আকাশে।" "ছিলে কিনা তুমি আমারি জীবনবনে সৌন্দর্যে কুসুমি।" "উঠিল বনাঞ্চল চঞ্চলিয়া।" হাসি মাতা আশিসিয়া তনয়ারে চুম্বিল বদন। উজলিল দশ দিশ অমল আলোয়। সাধিবেন্তে রাঘবের বীরগর্ব রণে। "কে তারে সহসা মর্মে মর্মে আঘাতিল বিদ্যুতের কশা।" "ক্রূর হাস্যে পাণ্ডবের বন্ধুগণ সবে ধিক্কারিল।" "ঝঙ্কারিব 'জয় জগদীশ' প্রাণের একতারাতে।" "দিশি সাহেবিত্ব লুড়িয়েছিল আর কি!"—স্বামীজী! "বৃথা গঞ্জ দশাননে।" "মনেরে বুঝায়ে বল, নয়নেরে দোষ (উচ্চারণ দোষো—দোষ দেওয়া অর্থে) কেন?"

বাংলা নামধাতুর প্রয়োগ কবিতার ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ। ক্যচ্ ক্যঙ্ প্রভৃতি ধাত্ববয়ব প্রত্যয়যুক্ত খাঁটী সংস্কৃত নামধাতুর প্রয়োগ বাংলায় নাই। তবে এইরূপ ধাতু হইতে জাত শানচ্ প্রত্যয়ান্ত দণ্ডায়মান, শ্যামায়মান, ঘনায়মান, ধূমায়মান, শব্দায়মান প্রভৃতি কৃদন্ত শব্দের সমাদর বাংলায় যথেষ্ট রহিয়াছে।

(**খ**) **কর্মবাচ্যের ধাতু:** মূল ধাতুর সহিত **আ** প্রত্যয়যোগে এই কর্মবাচ্যের ধাতু পাওয়া যায়। মান্+আ=মানা; দেখ্+আ=দেখা; শুন্+আ=শুনা ইত্যাদি। এইসমস্ত ধাতুর সহিত ধাতুবিভক্তি যুক্ত হইলেই কর্মবাচ্যের ক্রিয়া পাওয়া যায়। "মহামায়ায় যতই মানাক সিংহ এবং সিংহাসনে।" "বিকাল বেলায় বিকায় হেলায় সহিয়া নীরব ব্যথা।" কথাটা কি ভালো শোনাচ্ছে? দূরে থেকে চাঁদকে ছোট্ট দেখায়।

১০৮। সংযোগমূলক ধাতু: বিশেষ্য, বিশেষণ ও ধ্বন্যাত্মক অব্যয়ের সহিত কর্, হ, দি, পা প্রভৃতি কয়েকটি মৌলিক ধাতুর সংযোগে যে ধাতু গঠিত হয়, তাহাকে সংযোগমূলক ধাতু বলে।

BANGODARSHAN.COM

কর্ ধাতুর যোগে—জিজ্ঞাসা কর্, দর্শন কর্, পাস কর্, মানা কর্, বিরাজ কর্, তামাশা কর্, শ্রবণ কর্, গমন কর্, ভোজন কর্, বরখাস্ত কর্, মিশ্রিত কর্, টিকটিক কর্, আনচান কর্, টোটো কর্, টিপটিপ কর্, জ্বলজ্বল কর্, শব্দ কর্, ঘরসংসার কর্, সমবেত কর্, আঁচ কর্, ভয় কর্ ইত্যাদি।

হ ধাতুর যোগে—বড় হ, একমত হ, ছোটো হ, রাজী হ, ফেল হ, ধাবিত হ, শামিল হ, মানুষ হ, কাল হ, একত্র হ, প্রবাহিত হ, ভালো হ, মন্দ হ, সম্মিলিত হ, উদয় হ, হাওয়া হ ইত্যাদি।

পা ধাতুর যোগে—মন পা, সাজা পা, জবাব পা, ঘুম পা, ক্ষুধা পা, ব্যথা পা, লজ্জা পা, কান্না পা, ভুতে পা, প্রয়াস পা, বুদ্ধি পা, ক্ষয় পা, আলো পা, প্রমোশন পা ইত্যাদি।

দি ধাতুর যোগে—দোল দি, ডুব দি, লাফ দি, জ্বাল দি, তা দি, ঢেউ দি, তাল দি, দৌড় দি, ছুট দি, চম্পট দি, লম্বা দি, শিস দি, জবাব দি, উত্তর দি, শিক্ষা দি, মন দি, ধরা দি, সামাল দি, ব্যথা দি, শাস্তি দি, তালিম দি, চমক দি, গোল দি, সার দি, লজ্জা দি ইত্যাদি।

কাট্ ধাতুর যোগে—জিভ্ কাট্, সাঁতার কাট্, সুতো কাট্, তিলক কাট্, ছানা কাট্, চরকা কাট্ ইত্যাদি।

খা ধাতুর যোগে—মাথা খা, লাট খা, মার খা, কিল খা, ঘুষ খা, মিশ খা, ধাক্কা খা, নুন খা, চাকরি খা, হাবুডুবু খা, হিমশিম খা, খাবি খা ইত্যাদি।

মার্ ধাতুর যোগে—মুখ মার্, মটকা মার্, ছাপ মার্, ডুব মার্, চোট মার্, দাঁও মার্, মার্কা মার্, পকেট মার্, ঘাপটি মার্, লাফ মার্, উঁকি মার্, দাগ মার্, চুপ মার্ ইত্যাদি।

উত্তরাংশে বিবিধ ধাতুর যোগে—ভালো বাস্, মন্দ বাস্, পর বাস্, ভয় বাস্, অস্ত যা, তাল রাখ্, ওত পাত্, মারা পড়্, ঢোক গেল্, ঝাল ঝাড়্, গলা ছাড়্, হাঁফ ছাড়্, মুখ খোল্, জন্ম নে, সাক্ষী মান্, হার মান্ ইত্যাদি।

১০৯। সংযোগমূলক ক্রিয়া: বিশেষ্য, বিশেষণ বা ধ্বন্যাত্মক অব্যয়ের উত্তর কর্, হ, দি, পা প্রভৃতি মৌলিক ধাতু যখন ধাতুবিভক্তিযোগে একটিমাত্র ক্রিয়ার অর্থ প্রকাশ করে তখন তাহাকে সংযোগমূলক ক্রিয়া বলে।

প্রাচীন বাংলায় নিদ গেল (নিদ্রা গেল), ভান্তি ন বাসসি (ভুল করিস না), করঅ অহারা (আহার করে), করউ কংখা (আকাঙ্ক্ষা করে), কহন ন জাই (বলা যায় না)—প্রচুর উদাহরণ পাওয়া যায়। আধুনিক বাংলার নিজস্ব বাগ্‌ধারাতেও সংযোগমূলক ক্রিয়ার প্রচুর অবদান রহিয়াছে।—

"**বাহাল-বরখাস্ত করিলেন।**······ব্যবসায়ের পথ **কলাও করিলেন।**" তখন হেডমাস্টারমশায় ক্লাস নেবেন শুনে আমাদের বুক **ঢিপঢিপ করতে** লাগল। কেমন করে **টের পেল**, তাই ভাবছি। "**ডুব দে** না মন জয় কালী বলে।" "বল ক' বিষৎ নাকে **দিব খত**।" "**শাস্তি দেওয়া** তারেই সাজে **সোহাগ করে** যে।" তেলে জলে **মিশ খায়** না। পাঁচখানা লুচিতেই **মুখ মেরে দিল**? **গলা ছেড়ে** আবৃত্তি কর। **কিন্তু কিন্তু করো** না, **রাজী হয়ে যাও**। দশটা অঙ্ক নিয়েই যে **হাবুডুবু খাচ্ছিস** রে? কোনো মা-ই ছেলেকে **মন্দ বাসেন** না। পড়াশোনায় **ফাঁকি দিয়ে** যা পেয়েছ

তাতেই **সন্তুষ্ট হও**। বুড়ো লোকটাকে **সাক্ষী মেনে** ঝুটমুট ঝামেলায় ফেলবেন কেন? প্রথম চেষ্টা **ফলবতী** না হলেও **নিরাশ হয়ো** না। **চকচক করলেই** তো আর সোনা **হয় না**। নিজের **নাক কেটে** পরের **যাত্রাভঙ্গ করা** কারো কারো স্বভাব। "শিবের বুকে পা-টি দিয়ে বেটী আবার **জিবটি কেটেছে**!" "পীতাম্বর প্রজাদের দলে **নাম লেখালেন**।" "দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয় মরণে সে **বাসে** ভয় কালা যার হিয়া মাঝে রহে।" "**সন্ধ্যা পাওয়ার পায় নি অবকাশ**।" "মা, তোর রাঙা পায়ে কত ভ্রমর **ঠাঁই পেয়েছে** ফুলের সাথে।"

১১০। যৌগিক ধাতু: -ইয়া ও -ইতে বিভক্তিযুক্ত অসমাপিকা ক্রিয়ার সহিত সমাপিকা ক্রিয়ার ধাতুযোগে যে ধাতু গঠিত হয় তাহাকে যৌগিক ধাতু বলে। যৌগিক ধাতুর **উত্তরাংশে** পড়্, নে, থাক্, ফেল্, দি, লাগ্, রাখ্, পা, উঠ্ প্রভৃতি ধাতুরই **প্রয়োগ** বেশী হয়।

১১১। যৌগিক ক্রিয়া: -ইয়া বা -ইতে বিভক্তিযুক্ত অসমাপিকা ক্রিয়া যখন সমাপিকা ক্রিয়ার অব্যবহিত পূর্বে বসিয়া উভয়ে মিলিয়া একটিমাত্র ক্রিয়ার অর্থ প্রকাশ করে তখন তাহাকে যৌগিক ক্রিয়া বলে। যৌগিক ধাতুর উত্তরাঙ্গে ধাতুবিভক্তি যোগ করিলেই যৌগিক ক্রিয়া পাওয়া যায়। "অত বড়ো মোষটার মাথা এক কোপে **কেটে ফেলল**।" তোমরা **দাঁড়িয়ে আছ** কেন? **বসে পড়**। পিছনের ছেলেদের **বসিয়ে দাও**। "**ভিজে গেল** মন।" "কী **বলিতে চাই**, সব **ভুলে যাই**।" ছেলেরা সুর করে নামতা **পড়তে লাগল**। পাহাড়টা ভিতরে ভিতরে এত **ব্যথিয়ে উঠেছে**! তুমি এতদূরে **নেমে গেছ**। "রঞ্জার মুখ দেখব না" বলে প্রতিজ্ঞা **করে বসলেন** মহামদ। "খুশিতে **উছলে উঠল** গদাধর।" ক্রমে ক্রমে সে গলা কান্নায় **গলে পড়ল**।

প্রাচীন বাংলাতেও এই ধরনের ক্রিয়ার নিদর্শন মেলে। **দিল ভণিয়া** (বলিয়া দিল), **ছুটি গেল** (ছুটিয়া গেল); গুণিআ লেহু (গুনিয়া লই)।

যৌগিক ক্রিয়ার বৈশিষ্ট্যটি লক্ষ্য কর।—অসমাপিকা ও সমাপিকা—দুইটি বিভিন্ন ক্রিয়ার সংযোগে গঠিত বলিয়াই ইহার নাম **যৌগিক ক্রিয়া**। ইহা মৌলিক ক্রিয়ার ঠিক বিপরীত। দুইটি ক্রিয়া সম্মিলিতভাবে একটিমাত্র ক্রিয়ার অর্থই প্রকাশ করে। এখানে অসমাপিকা ক্রিয়াটিরই অর্থপ্রাধান্য লক্ষিত হয়; সমাপিকা ক্রিয়াটির নিজস্ব অর্থ কিছুই থাকে না। তবে, অসমাপিকা ক্রিয়াটির অর্থকে পূর্ণতা, বিশদতা, নিশ্চয়তা দিয়া বিশিষ্ট করাই ইহার একমাত্র কাজ।

সংযোগমূলক ক্রিয়া ও যৌগিক ক্রিয়ার পার্থক্যটুকু ভালো করিয়া লক্ষ্য কর। সংযোগমূলক ক্রিয়ার পূর্বাংশে কোনো বিশেষ্য, বিশেষণ বা ধ্বন্যাত্মক অব্যয়পদ এবং উত্তরাংশে একটি সমাপিকা বা অসমাপিকা ক্রিয়া থাকে। যৌগিক ক্রিয়ার পূর্বাংশে একটি নিত্য অসমাপিকা ক্রিয়া ও উত্তরাংশে একটি সমাপিকা (কচিৎ অসমাপিকা) ক্রিয়া থাকে। সংযোগমূলক ক্রিয়ার দুইটি অংশেরই অর্থপ্রাধান্য থাকে। কিন্তু যৌগিক ক্রিয়ার পূর্বাংশ অসমাপিকা ক্রিয়াটিরই অর্থ প্রধানভাবে বুঝায়। (ক) **সাঁতার কাটা** (সংযোগমূলক) **বন্ধ করে** (ঐ) একটু **জিরিয়ে নিলে** (যৌগিক) **ভালো হয়** (সংযোগমূলক)। (খ) একটা ছেলেকে **মানুষ করতেই** (সংযোগমূলক) **হিমশিম খাচ্ছেন** (ঐ)? (গ) শেষে **হাল ছেড়ে** (সংযোগমূলক) **বসে পড়বেন**

BANGODARSHAN.COM

(যৌগিক) নাকি? "তিনি **বলে বসতেন** (যৌগিক), '**ঢের হয়েছে** (সংযোগমূলক) ঢের হয়েছে!'"

দেখিলাম, **ধ্বন্যাত্মক ধাতু** কখনও **মৌলিক ধাতুরূপে**, কখনও আ-প্রত্যয়যোগে **সাধিত ধাতুরূপে**, কখনও-বা **সংযোগমূলক ধাতুর পূর্বাঙ্গরূপে ব্যবহৃত হইতেছে**।

(১) **মৌলিক:** কারো যাবার সময় এমন করে **হেঁচো** না। গোরুটা গরমে বড়ো **ধুঁকছে**। "মর্মে যবে মত্ত আশা সর্পসম **ফোঁসে**।"

(২) **সাধিত:** "বক্ষ তোর উঠে **রনরনি**।" বৃষ্টি আসে **ঝমঝমিয়ে** নূপুর বাজে পায়। "পায়স-পয়োধি **সপসপিয়া** পিণ্টকপর্বত **কচমচিয়া**......।"

(৩) **সংযোগমূলক:** খিদেয় পেট **চুঁইচুঁই করলে** পড়াশোনায় **মন লাগে**? রতন সিং **শিঙে ফুঁকেছে**, এতদিনে পাড়ার **হাড় জুড়িয়েছে**।

যৌগিক ধাতুরূপে ধ্বন্যাত্মক ধাতুর ব্যবহার কচিৎ দেখা যায়: বছর না **ঘুরতেই** বাপের লাখো টাকা **ফুঁকে দিয়েছ**? কিন্তু "**ঘরেতে** ভ্রমর এল **গুনগুনিয়ে**"—এখানে "গুনগুনিয়ে" পদটি "এল" ক্রিয়াটিকে বিশেষিত করিতেছে বলিয়া ক্রিয়াবিশেষণ। **গুনগুনিয়ে এল**—অসমাপিকা ও সমাপিকা ক্রিয়ার সমন্বয়ে গঠিত যৌগিক ক্রিয়া নয়। কারণ, **এল** সমাপিকার প্রাধান্য আদৌ হ্রাস পায় নাই, আর **গুনগুনিয়ে** এই অসমাপিকার প্রাধান্য মোটেই সূচিত হয় নাই। সেইরূপ **টলমলিয়ে**, **দপদপিয়ে** **প্রভৃতি ধ্বন্যাত্মক ক্রিয়াগুলি ক্রিয়াবিশেষণ-রূপেই ব্যবহৃত হয়, যৌগিক ক্রিয়ার পূর্বাঙ্গ হিসাবে নয়।**

ধাতু-নির্ণয়ের উপায়—ক্রিয়ার মূল অংশ ধাতু। এই **ধাতু**-নির্ণয় করিতে হইলে ক্রিয়াটিকে **আমি** কর্তার **সাধারণ বর্তমানে** রূপান্তরিত করিয়া শেষ স্বরটি লোপ করিয়া **দাও**। **অবশিষ্ট অংশই** ঈপ্সিত ধাতু। "করিতেছে" ক্রিয়াটিকে "আমি" কর্তার সাধারণ বর্তমানে রূপান্তরিত করিলে পাওয়া যায় "করি"। শেষ স্বর **ই** লোপ করার পর পাই **কর্**।—ইহাই ধাতু। করাইতেছিলেন (করাই > **করা**), ঝনঝনাইয়া (ঝনঝনাই > **ঝনঝনা**), শুয়েছেন (শুই > শু) ইত্যাদি। কয়েকটি ক্ষেত্রে অবশ্য ক্রিয়াটিকে তুচ্ছার্থক মধ্যমপুরুষের (তুই) বর্তমান অনুজ্ঞায় রূপান্তরিত করিলেও ধাতুটি পাওয়া যায়। **খেলাচ্ছিল** (**খেলা**), হাসালেন (**হাসা**)। কিন্তু **সব ক্ষেত্রে নয়**। শুলাম (শো—ধাতু কিন্তু **শু**); দিচ্ছেন (দে—ধাতু কিন্তু দি); **শেখাল** (শেখাস—ধাতু কিন্তু **শিখা**)।

ধাতু-নির্ণয়—(ক) মদনা, একছিলিম তামাক **সাজ** তো (√সাজ্—সকর্মক ধাতু)। (খ) তিনি এখন **সাজতে** (√সাজ্—অকর্মক) ব্যস্ত। (গ) **নাপিত** এখন বরকে **সাজাচ্ছে** (√সাজা—ণিজন্ত)।

সকর্মিকা, অকর্মিকা ও দ্বিকর্মিকা ক্রিয়া

গঠনভঙ্গীর দিক্ দিয়া আমরা **মৌলিক**, **প্রযোজিকা**, **নামধাতুজ**, সংযোগমূলক ও যৌগিক—**এই পাঁচপ্রকার ক্রিয়াপদের পরিচয় পাইয়াছি**। বাক্যে অন্য পদের **সহিত সম্পর্কের বিচারে ক্রিয়াকে আবার সকর্মকা, অকর্মকা ও দ্বিকর্মকা**—এই তিনটি ভাগে **ভাগ করা হয়**।

১১২। সকর্মকা ক্রিয়া : কর্মকে অবলম্বন করিয়া যে ক্রিয়া পূর্ণতা পায় তাহাই সকর্মকা ক্রিয়া।

"কুসুমটি তার ভুলতে নারি।" "শ্মশানের বুকে আমরা রোপণ করেছি পঞ্চবটী।" —এখানে প্রথম বাক্যে ভুলতে নারি ক্রিয়াটি কর্তা "আমরা"-কে (উহ্য) লইয়া সম্পন্ন হইতেছে না—কর্তা হইতে প্রসারিত হইয়া কর্ম কুসুমটি-কে অবলম্বন করিয়া সম্পন্ন হইতেছে। অতএব "ভুলতে নারি" সকর্মকা ক্রিয়া। দ্বিতীয় বাক্যে রোপণ করেছি ক্রিয়াটিও সেইরূপ কর্তৃপদ "আমরা"-কে লইয়া পূর্ণতা পাইতেছে না ; কর্ম পঞ্চবটী-কে অবলম্বন করিয়া সম্পন্ন হইতেছে বলিয়া ইহা সকর্মকা ক্রিয়া।

কোনো ক্রিয়া সকর্মকা কিনা জানিতে হইলে ক্রিয়াটিকে কী বা কাহাকে প্রশ্ন কর। প্রশ্নের যদি উত্তর পাও, তবে ক্রিয়াটি সকর্মকা জানিবে। "না জন্মিতে করিয়াছ মঙ্গলকামনা।" এক মনে ডাক ভগবানে। "তোমার প্রীতি বনে বনে ফুল ফোটায়।" এখানে আয়তাক্ষর ক্রিয়াগুলিকে প্রশ্ন কর। কী করিয়াছ ?—মঙ্গলকামনা। কাহাকে ডাক ?—ভগবানে। কী ফোটায় ?—ফুল। প্রতিটি প্রশ্নেরই উত্তর পাওয়া গেল। অতএব করিয়াছ, ডাক ও ফোটায়—সকর্মকা ক্রিয়া এবং মঙ্গলকামনা, ভগবানে ও ফুল যথাক্রমে ইহাদের কর্ম। "তোর সেই কিছু-না-দেওয়া আমি ললাটে পরে চলে যাব"—এই বাক্যে পরে (পরিয়া ক্রিয়ার চলিত রূপ) সকর্মকা ক্রিয়াটির কর্মের বৈশিষ্ট্যটুকু লক্ষ্য কর।

১১৩। অকর্মকা ক্রিয়া : যে ক্রিয়ার কর্ম নাই, যে ক্রিয়ার দ্বারা কেবল সত্তা, অবস্থান বা ঘটনা বুঝায়, তাহা অকর্মকা ক্রিয়া।

মেঘ ডাকে আর ময়ূর নাচে। "বীরসন্ন্যাসী বিবেকের বাণী ছুটেছে জগৎময়।" "তিষ্ঠ কেশরী, দোলা হতে এসো নেমে।" এখানে আয়তাক্ষর ক্রিয়াগুলি নিজ নিজ কর্তৃপদকে আশ্রয় করিয়াই সম্পন্ন হইতেছে—অন্য কোনো পদের অপেক্ষা করিতেছে না। এইজন্য ডাকে, নাচে, ছুটেছে, তিষ্ঠ ও নেমে এসো অকর্মকা ক্রিয়া।

মাঝে মাঝে অকর্মকা ক্রিয়া সমধাতুজ কর্মযোগে সকর্মকা হইয়া যায়। (ক) পাঠে অবহেলা করেছ, কি মরেছ (অকর্মকা)। এমন সুখের মরণ কে মরিতে পারে ? (মরণ সমধাতুজ কর্মযোগে মরিতে সকর্মকা হইয়াছে)। (খ) ছেলেটা ঘুমিয়েছে (অকর্মকা)। চমৎকার একটা ঘুম ঘুমিয়ে নিলাম। (সমধাতুজ কর্ম ঘুম—তাই ঘুমিয়ে আসলে অকর্মকা হওয়া সত্ত্বেও এখানে সকর্মকা)। সকর্মকা ক্রিয়ারও সমধাতুজ কর্ম থাকিতে পারে (১৩২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)।

সকর্মকা ক্রিয়াও তেমনি মাঝে মাঝে অকর্মকা হইয়া যায়। "মনমাঝি তোর বইঠা নে রে আমি আর বাইতে পারি না" (কর্ম দাঁড় উহ্য)। যে সহে সে রহে ! "ভয় করব না, ভয় করব না।" খাজাঞ্চীবাবু হিসেব মিলিয়ে (সকর্মকা) তাড়াতাড়ি হাওয়ায় মিলিয়ে গেলেন (অকর্মকা)। "তোমায় নতুন করে পাব বলে হারাই ক্ষণে ক্ষণ।" "পীড়িয়া পীড়িত হওয়া—এই কাঁদাইয়া কাঁদাই তো গভীর প্রেমের ধর্ম।" আয়তাকার পদগুলি আসলে সকর্মকা, কিন্তু এখানে কর্মশূন্য অবস্থায় রহিয়াছে। এত বেলা হল, এখনও খাননি ? (কর্ম ভাত বা রুটি উহ্য)। দেখ (অকর্মকা—কেবল মনোযোগ আকর্ষণ), আমরা সকলেই কি নিষ্ঠাবান্ ?

১১৪। দ্বিকর্মকা ক্রিয়া : যে-সমস্ত সকর্মকা ক্রিয়ার একটি প্রাণিবাচক ও অন্য

BANGODARSHAN.COM

একটি বস্তুবাচক কর্ম থাকে তাহাদের দ্বিকর্মকা ক্রিয়া বলে।—তিনি আমাকে তখন একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। কালীকৃষ্ণবাবু মনোরমাকে ইংরেজী পড়ান।—এখানে জিজ্ঞাসা করিলেন ও পড়ান দ্বিকর্মকা ক্রিয়া। প্রাণিবাচক কর্ম আমাকে ও মনোরমাকে গৌণ কর্ম এবং বস্তুবাচক কর্ম প্রশ্ন ও ইংরেজী মুখ্য কর্ম।

মনে রাখিও—দ্বিকর্মকা ক্রিয়ামাত্রই সকর্মকা, কিন্তু সব সকর্মকা ক্রিয়াই দ্বিকর্মকা নয়। মুখ্য ও গৌণ—এই দুই শ্রেণীর কর্ম থাকিলে তবে ক্রিয়াটি দ্বিকর্মকা হয়। কিন্তু একই শ্রেণীর দুইটি কর্ম থাকিলে সংশ্লিষ্ট ক্রিয়াটিকে আর দ্বিকর্মকা বলা চলে না। দীপেন আর নীরেনকে ডাক। কিছু লুচি, মিষ্টান্ন আর দই আনবে। প্রথম বাক্যে ডাক ক্রিয়ার দুইটি কর্ম, কিন্তু দুইটিই প্রাণিবাচক। সেইজন্য ডাক দ্বিকর্মকা ক্রিয়া নয়। দ্বিতীয় বাক্যে আনবে ক্রিয়ার তিনটি কর্ম—কিন্তু সবই অপ্রাণিবাচক। সেইজন্য আনবে দ্বিকর্মকা ক্রিয়া নয়।

ক্রিয়ার সকর্মকত্ব-বিধানে প্রযোজিকা ক্রিয়ার ভূমিকাটিও বিশেষ উল্লেখনীয়।

প্রযোজক ধাতুর উত্তর ধাতুবিভক্তিযোগে গঠিত ক্রিয়াকে প্রযোজিকা ক্রিয়া বলে। প্রযোজক কর্তার ক্রিয়া বলিয়াই নাম প্রযোজিকা ক্রিয়া। মেনকা উমাকে চাঁদ দেখাইতেছেন। দেখাইতেছেন প্রযোজিকা ক্রিয়া। কে দেখাইতেছেন ?—মেনকা। অতএব মেনকা হইতেছেন প্রযোজক কর্তা। কারণ, দেখা কাজটি তিনি নিজে করিতেছেন না, উমাকে দিয়া করাইতেছেন। আবার, দেখা কাজটি উমা করিতেছে বটে, কিন্তু নিজেই করিতেছে না, মেনকার প্রেরণায় করিতেছে। এইজন্য উমাকে প্রযোজ্য কর্তা।

অকর্মক, সকর্মক ও দ্বিকর্মক—তিনপ্রকার ধাতুকেই প্রযোজক ধাতুতে রূপান্তরিত করা যায়। অতএব অকর্মকা, সকর্মকা ও দ্বিকর্মকা—তিনপ্রকার ক্রিয়াই প্রযোজিকা ক্রিয়ায় রূপান্তরিত হয়।

(ক) অকর্মকা ক্রিয়া প্রযোজিকায় রূপান্তরিত হইলে সকর্মকা হইয়া যায়।—

অকর্মকা ক্রিয়া	প্রযোজিকা ক্রিয়া
শিশু হাসে।	মা শিশুকে হাসান।
খোকন নাচিতেছে।	কানন খোকনকে নাচাইতেছে।
রোগী শুইল।	ডাক্তারবাবু রোগীকে শোয়াইলেন।
ওটা হল।	"শরৎচন্দ্র যেভাবে ও যে-রূপে ওটাকে হইয়েছেন, সেটা আমার মনঃপূত নয়।" —শিশিরকুমার।

লক্ষ্য কর, অকর্মকা ক্রিয়ার কর্তা শিশু, খোকন, রোগী ও ওটা কর্মকারকের বিভক্তিযোগে যথাক্রমে শিশুকে, খোকনকে, রোগীকে, ওটাকে ইত্যাদি রূপ লইয়া প্রযোজিকা ক্রিয়ার কর্মরূপে অবস্থান করিতেছে।

(খ) সকর্মকা ক্রিয়া প্রযোজিকায় রূপান্তরিত হইলে দ্বিকর্মকা হইয়া যায়।—

সকর্মকা ক্রিয়া	দ্বিকর্মকা ক্রিয়া
দিব্যেন্দু ভাত খাইতেছে।	রমা দিব্যেন্দুকে ভাত খাওয়াইতেছে।
রঞ্জন ইংরেজী লিখেছে।	মা রঞ্জনকে ইংরেজী লিখিয়েছেন।
যোগীন্দ্র অঙ্ক শিখিবে।	রাজেন্দ্র যোগীন্দ্রকে অঙ্ক শিখাইবে।

লক্ষ্য কর, সকর্মিকা ক্রিয়ার কর্তা কর্মকারকের বিভক্তিযুক্ত হইয়া দ্বিকর্মিকা ক্রিয়ার গৌণ কর্মপদ পাইয়াছে।

(গ) দ্বিকর্মিকা ক্রিয়া প্রযোজিকা ক্রিয়ায় রূপান্তরিত হইলে দ্বিকর্মিকাই থাকিয়া যায়। (১) কঙ্কা আমাকে এই কথা বলল (দ্বিকর্মিকা)। চন্দ্রা কঙ্কাকে দিয়ে আমাকে এই কথা বলাল (প্রযোজিকা)। (২) মাখনবাবু পুলিসকে পাঁচশো টাকা দিলেন (দ্বিকর্মিকা)। তুমিই তো মাখনবাবুর দ্বারা পুলিসকে পাঁচশো টাকা দেওয়াইলে (প্রযোজিকা)—এখানে দ্বিকর্মিকা ক্রিয়ার কর্তা প্রযোজিকা ক্রিয়ার ক্ষেত্রে করণের বিভক্তি (বা অনুসর্গ)-যুক্ত হইয়াছে। (৩) প্রশ্নটা সে করেছে, না অন্য কেউ তাকে দিয়ে করিয়েছেন?

সমাপিকা ও অসমাপিকা ক্রিয়া

অর্থ-সম্পর্কের দিক্ দিয়া ক্রিয়াকে আমরা দুইটি ভাগে ভাগ করিতে পারি।—(১) সমাপিকা ও (২) অসমাপিকা। এবিষয়ে ৮৫-৮৬ পৃষ্ঠায় যথাক্রমে ৬২ ও ৬৩ নং সূত্রে কিছু কিছু পড়িয়াছ। এখানে বিস্তৃত আলোচনা দরকার।

ছুটিতে বাইরে যাচ্ছি না, বাড়িতেই থাকব, স্থির করলাম। আয়তাক্ষর ক্রিয়াগুলি এক-একটি ভাবের পরিসমাপ্তি ঘটাইতেছে বলিয়া সমাপিকা ক্রিয়া।

(ক) সমাপিকা অকর্মিকা: "এল মানুষ-ধরার দল।" "শিশুরা খেলছিল মায়ের কোলে।" "দাঁড়াও ওই মানহারা মানবীর দ্বারে।" আয়তাক্ষর পদগুলি কর্তৃনির্ভর বলিয়া অকর্মিকা সমাপিকা ক্রিয়া।

(খ) সমাপিকা সকর্মিকা: "বাঁধলে তোমাকে বনস্পতির নিবিড় পাহারায়।" "স্রষ্টা·····নতুন সৃষ্টিকে বারবার করছিলেন বিধ্বস্ত।" "সে লিখবে তোমাকে চিঠি রাগিণীর আবছায়ায় বসে।"

এইবার অসমাপিকা ক্রিয়া। একাধিক অসমাপিকা ক্রিয়া বাক্যে থাকিলেও অর্থ-সমাপ্তির জন্য অন্ততঃ একটি সমাপিকা ক্রিয়ার প্রয়োজন।—

"বিদারিয়া
এ বক্ষপঞ্জর, টুটিয়া পাষাণবন্ধ
সংকীর্ণ প্রাচীর·····হিল্লোলিয়া, মর্মরিয়া,
কম্পিয়া, স্পন্দিয়া, বিকিরিয়া, বিচ্ছুরিয়া,
শিহরিয়া, সচকিয়া আলোকে পুলকে,
প্রবাহিয়া চলে যাই সমস্ত ভুলোকে।" —রবীন্দ্রনাথ।

উপরের আয়তাক্ষর এগারোটি অসমাপিকা ক্রিয়াতেও ভাব পূর্ণতা পায় নাই। একটিমাত্র সমাপিকা ক্রিয়া চলে যাই ভাব-সমাপ্তি ঘটাইতেছে।

অসমাপিকা ক্রিয়াও সকর্মিকা ও অকর্মিকা—দুই-ই হইতে পারে। বিদারিয়া ও টুটিয়া সকর্মিকা অসমাপিকা, বাকীগুলি অকর্মিকা অসমাপিকা।

ধাতুর উত্তর -ইয়া, -ইলে, -ইতে (চলিতে যথাক্রমে -এ, -লে, -তে) ধাতু-বিভক্তিযোগে অসমাপিকা ক্রিয়া গঠিত হয়। কাল ও পুরুষভেদে অসমাপিকার রূপভেদ হয় না বলিয়া কোনো কোনো বৈয়াকরণ ইহাকে অব্যয়ধর্মী বলিয়া থাকেন। কবিতায় ছন্দের খাতিরে প্রয়োজন হইলে 'ইয়া' বিভক্তির স্থানে ই বিভক্তি বসে। যেমন, "আনিলা তোমায় স্বামী বাশ্মি নিজগুণে।" "একদিঠ করি ময়ূরময়ূরী-কণ্ঠ করে নিরীক্ষণে।" "কঠোরে গঙ্গায় পূজি ভগীরথ ব্রতী·····পবিত্রিলা আনি মায়ে এ তিন ভুবন।"

এখন অসমাপিকা ক্রিয়ার বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষ্য কর।—

(১) ধাতু+ইয়া (চলিতে এ):

(ক) যৌগিক ক্রিয়ার পূর্বাঙ্গ-রূপে—দাঁড়াইয়া রহিলে কেন? বসিয়া পড়। দারুণ গ্রীষ্মে পুষ্করিণীগুলি শুকাইয়া গিয়াছে।

(খ) সমাপিকা ক্রিয়ার পূর্বকালীনতা বুঝাইতে—ইস্কুল থেকে ফিরে, বইপত্র রেখে, হাতমুখ ধুয়ে, কিছু খেয়ে আবার পড়তে বসি (চারিটি অসমাপিকা ও একটি সমাপিকা ক্রিয়ার কর্তা মাত্র একটি—আমি)।

(গ) সমাপিকা ক্রিয়ার সমকালীনতা বুঝাইতে—"কোমর-জলে দাঁড়িয়ে কষে কাস্তে চালায় চাষী।" বসেই লেখ।

(ঘ) আতিশয্য, পৌনঃপুন্য ও বিরামহীনতা বুঝাইতে দ্বিত্ব-প্রয়োগ—তোমায় বলে বলে হয়রান হয়ে গেছি (অনেকবার বলিয়া)। লিখে লিখে হাত পাকাও। "ঘুরিয়া ঘুরিয়া কত তীর্থ হেরিলাম!" খেটে খেটে জীবনটাই তো গেল (বিরামহীন-ভাবে খাটিয়া)।

(ঙ) ক্রিয়াবিশেষণ-রূপে (সংযোগমূলক ক্রিয়ার উত্তরাঙ্গ হিসাবে অথবা অসমাপিকার দ্বিত্ব-প্রয়োগে)—"কেমন করে হরহৃদে দাঁড়িয়েছ মা পদ দিয়ে?" "এমন করে কি মরণের পানে ছুটিয়া চলিতে আছে!" নেচে নেচে চলে নদীয়ার গোরা কেঁদে কেঁদে সবে নাম বিলায়। ছেলেটিকে একটু দেখিস তো মা, আমি এলুম বলে (এত শীঘ্র আসব যে এসেই গেছি বলা চলে—এই অর্থে অতি-সত্বরতা-বোধক ক্রিয়াবিশেষণ)। "ঘনঘোর ঘূমে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া উড়িল।" ধরে ধরে লেখ, লেখার ডৌল ফিরে যাবে।

(চ) অনুসর্গ-রূপে—"আমার বঁধুয়া আন বাড়ী যায় আমার আঙিনা দিয়া।" "সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু অনলে পুড়িয়া গেল।" ট্রেনখানা অনভাল হয়ে যায়। দেরি হবার সম্ভাবনা থাকলে রিক্‌শা করে যেয়ো।

(ছ) অব্যয়-রূপে—এ ক্লাসে রাজকুমার পর্বত বলে (নামে অর্থে) কোনো ছেলে নেই। "পাতকী বলিয়া (হেতু অর্থে) কিগো ঠেলিবে চরণে?"

(জ) ক্রিয়াবাচক বিশেষ্যের পরিবর্তে (বিভিন্ন কারকে)—তুমি কি কেঁদেই (কান্না দিয়া—করণ) জিতবে ভেবেছ? শুয়েও (শয়নেও—অধিকরণ) স্বস্তি নেই, বসেও (উপবেশনেও—অধিকরণ) তাই। এবার মরেই (মরণেই—অধিকরণ) শান্তি। "মরিয়া হবে জয়ী আমার 'পরে এমনি করিয়াছ ফন্দি।"

(ঝ) ভাববাচক বিশেষ্যের পরিবর্তে—এমন সময়ে শুনে (শ্রুত অর্থে) আছ কেন? আমার নয়নমণি কি আর বেঁচে (জীবিত অর্থে) আছে মা! "হেরো এই ফনীর দুয়ারে দাঁড়াইয়া (দণ্ডায়মান) কাঙালিনী মেয়ে।"

(ঞ) কার্য-কারণ-সম্বন্ধ বুঝাইতে—বর্ষার স্পর্শ পেয়ে গাছপালা সব সতেজ হয়ে উঠেছে (অসমাপিকা ক্রিয়ার কর্তা ও বাক্যের সমাপিকা ক্রিয়ার কর্তা একই—গাছপালা)। আগুন লেগে বাজারের চালাঘরগুলো ছাই হয়ে গেছে (সমাপিকার কর্তা চালাঘরগুলো, কিন্তু অসমাপিকার কর্তা আগুন)।

BANGODARSHAN.COM

(ঠ) ইচ্ছা বিভক্তিযুক্ত অসমাপিকা ক্রিয়া কবিতায় ছন্দের খাতিরে 'আ'-শূন্য হয়। "হাসি হাসি পরব ফাঁসি দেখবে জগদ্‌বাসী।"

(২) ধাতু+ইলে (চলিতে লে) :

(ক) সমাপিকা ক্রিয়ার পূর্বকালীনতা বুঝাইতে (সমাপিকা ও অসমাপিকা ক্রিয়ার ভিন্ন কর্তা)—"চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে।" তুমি বললে তবে আমি আসব। কেবু ডাকলে খবরদার সাড়া দিবি না।

(খ) সমাপিকা ক্রিয়ার সমকালীনতা বুঝাইতে—বড়োবাবু খেতে বসলে পাখাটা একটু নাড়িস তো মাখন। "হালদে পরে মুক্তো ঝরে, কাঁদলে ঝরে মানিক।"

(গ) ইচ্ছা, সম্ভাবনা প্রভৃতি অর্থে—করলে (করিবার ইচ্ছা থাকিলে) কাজটা করা যেত। ভালো লাগলে (যদি ভালো লাগে) আবার চেয়ে নেবো। সময়মতো এলে একমুঠো শাকভাত পাবে বইকি। খাতকদের কাছে টাকা পেলে (যদি পাওয়া যায়) আপনাদের চাঁদা দেব।

(ঘ) কার্য-কারণ-সম্বন্ধ বুঝাইতে—পড়াশোনায় অবহেলা করলে ফল পাবে বইকি (সমাপিকা ও অসমাপিকা ক্রিয়ার কর্তা একই তুমি বা তোমরা)। আলো জ্বললে আঁধার দূরে যাবেই (সমাপিকা ও অসমাপিকার কর্তা বিভিন্ন)। অতিরিক্ত বৃষ্টি হইলে খেলা বন্ধ হইবেই (ভিন্ন কর্তা)।

(ঙ) ক্রিয়াবাচক বিশেষ্যের পরিবর্তে—"বেল পাকলে (পাকায়) কাকের কী?" এত ভাবলে (ভাবনায়) হবে না। দিনরাত শুধু খেললে (খেলায়) হবে কিছু? সে হঠাৎ এসে পড়লে (আসায়) আমায় আর যেতে হল না।

(৩) ধাতু+ইতে (চলিত ভাষায় তে) :

(ক) যৌগিক ক্রিয়ার পূর্বাঙ্গ-রূপে—"প্রভুর আদেশে সে সত্য, হায়, ভাসিতে হবে কি আজ?" পাখাটা এখন চলতে থাকুক। "দেখিতে পাও না তুমি মৃত্যুদূত দাঁড়ায়েছে দ্বারে?"

(খ) উদ্দেশ্য ও নিমিত্ত অর্থে—"কেমন সুখে সিরাজ রাজত্ব করছে তাই দেখতে এলাম।" "আপনারে লয়ে বিব্রত রহিতে আসে নাই কেহ অবনী 'পরে।" আমরা বাঁচতে চাই—বাঁচার মতো বাঁচা। নয়নচাঁদ বড়োবাবুকে বলতে একটা চেষ্টার দে। লেখাপড়া শিখতে চেষ্টা ও অধ্যবসায় চাই। "যাইতে মানস-সরে কারো না মানস সরে।"

(গ) কর্ম-রূপে—"মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে।" ('চাহি' ক্রিয়ার কর্ম)। বাবা ছবি আঁকতে ভালোবাসতেন। আপনি কি এখনই দেখতে চান? চোখের দেখা একবারটি দেখতে দাও। সংসারে সুখী হতে কে না চায়?

(ঘ) সামর্থ্য ও সম্ভাবনা অর্থে—আজ ঝড়বৃষ্টি হতে পারে। শুভদা চমৎকার গান গাইতে পারে। আপনি কি ছবি আঁকতে পারেন?

(ঙ) বিধি-নিষেধ ও বাধ্যতা বুঝাইতে—বয়োজ্যেষ্ঠদের সম্মান করতে হয়। গুরুজনদের সামনে এত জোরে হাসতে নেই। এমন করে কি নিজের পায়ে কুড়ুল মারতে আছে? আমাকে ভোরে উঠতেই হয়।

(চ) সমাপিকা ক্রিয়ার কারণ-রূপে—"আজ সেকথা ভাবতে মনে সুখের চেয়ে

ব্যথাই বেশী।" "স্মরিতে সে-সব কথা মরমে জনমে ব্যথা।" শক্তিমান্ হয়েও কী করতে অন্যের উপর নির্ভর করছ?

(ছ) সত্ত্বেও অর্থে—ঘর থাকতে বাবুই ভেজে। আমি থাকতে তোমার এমন দুরবস্থা হল! হাত থাকতে মুখে কেন? সুখে থাকতে ভূতে কিলোয়।

(জ) সমাপিকা ক্রিয়ার সমকালীনতা বুঝাইতে—"দাঁত থাকতে নির্বোধরা দাঁতের মর্যাদা বোঝে না।" "ঠগ বাছতে গাঁ উজাড়।" এখনো বাবার সামনে দাঁড়াতে ভয় লাগে।

(ঝ) সমাপিকার অল্প-পূর্বকালীনতা বুঝাইতে—জাতীয় সংগীত আরম্ভ হতেই সকলে উঠে দাঁড়ালেন। সভাপতিমশায় ভাষণ আরম্ভ করতেই সবাই চুপ করে গেল।

(ঞ) অসমাপিকার পরকালীনতা বুঝাইতে—সরকারী সাহায্য আসতে দেরি করে বইকি। পরীক্ষা আরম্ভ হতে আর সবে পাঁচদিন বাকী।

(ট) ভাববাচক বিশেষণের পরিবর্তে—আমি তাহাকে মধ্যাহ্নে পথে দাঁড়াইতে (দণ্ডায়মান) দেখিলাম। আমাকে লাঠি চালাতে (সঞ্চালনরত) কেউ দেখেছে কী?

(ঠ) বিরামহীনতা বুঝাইতে (দ্বিত্ব-প্রয়োগ)—"জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো।" ভাবতে ভাবতে শেষে পাগল না হয়ে যাই।

(ড) ক্রিয়াবিশেষণ-রূপে (দ্বিত্ব-প্রয়োগ)—তুমি তো হাসতে হাসতে বললে বেশ! লাফাতে লাফাতে কোথা চললি রে ফেলনা? "দেখিতে দেখিতে (খুব অল্প সময়ের মধ্যে) গুরুর মন্ত্রে জাগিয়া উঠেছে শিখ।"

(ঢ) বিশেষণের বিশেষণ-রূপে—"দেখতে শুনতে ভালো হলেই পাত্র হল—রাধে!" ('ভালো' বিশেষণটির বিশেষণ)।

ক্রিয়ার কাল

১১৫। ক্রিয়ার কাল : যে সময়ে ক্রিয়াটি অনুষ্ঠিত হয় তাহাকে ক্রিয়ার কাল বলে। কাল শুধু সমাপিকা ক্রিয়ারই হয়। ক্রিয়ার কাল প্রধানতঃ তিনটি—(১) বর্তমান, (২) অতীত ও (৩) ভবিষ্যৎ।

১১৬। বর্তমান কাল : যে ক্রিয়া চিরকালই ঘটে বা এখনও ঘটিতেছে, সেই ক্রিয়ার কালকে বর্তমান কাল বলা হয়। বর্তমানের চারিটি উপবিভাগ—

(ক) সাধারণ (নিত্য) বর্তমান—যে ক্রিয়ার কাজ সাধারণতঃ বা বরাবর ঘটিয়া থাকে, তাহার কালকে সাধারণ বা নিত্য বর্তমান বলে। "ঘুমায় অরুণ সুদূর অস্ত-অচলে।" "কেহ কাঁদে, কেহ গাঁটে কড়ি বাঁধে ঘরে ফিরিবার বেলা।" "ওরা চিরকাল টানে দাঁড়, ধরে থাকে হাল।" "দুঃখ সুখ দিবসরজনী মন্দ্রিত করিয়া তোলে জীবনের মহামন্ত্রধ্বনি।" "দিনেরাত্রে সুখেদুঃখে আলোয়-আঁধারে তুমি সাধো মৃত্যুহীন প্রাণের ঝঙ্কার।" ঈশ্বর আমাদের মনটুকুই দেখেন। "যামিনী জোছনামত্তা।" [হয় ক্রিয়াটি উহ্য।]

(খ) ঘটমান বর্তমান—যে ক্রিয়াটি এখন অনুষ্ঠিত হইতেছে তাহার কালকে ঘটমান বর্তমান বলে। "পরম এক চৈতন্যস্বরূপ সৃষ্টির মধ্য দিয়া, রূপে রূপে আপনাকে আস্বাদন করিতেছেন।" "দুলিতেছে বিদ্যুতের দুল।" "পশ্চাতে রেখেছ

BANGODARSHAN.COM

যারে সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে।" "তোমার মঙ্গল ঢাকি গড়িছে সে ঘোর ব্যবধান।" "ঘটে ঘটে **ক্ষরিতেছে** ক্ষীর।" "আমার হিয়ায় **চলছে** রসের খেলা।" "**ঝরিছে** মুকুল, **কূজিছে** কোকিল।"

আসছে বছর আপনাদের ওখানে একবার যেতেই হবে ('আগামী' অর্থে বিশেষণ-রূপে **ঘটমান বর্তমানের** বিচিত্র প্রয়োগ)।

(গ) **পুরাঘটিত বর্তমান**—কাজটি শেষ হইয়া গিয়াছে অথচ তাহার ফল এখনও বর্তমান রহিয়াছে বুঝাইলে ক্রিয়ার পুরাঘটিত বর্তমান হয়। "নৃপতির গর্ব **নাশি করিয়াছ** পথের ভিক্ষুক।" "কত রূপে **সাজায়েছ** এ ভুবন, কত রঙে **রাঙায়েছ** ফুলবন।" "মুকুলিত জীবনের রেণুগুলি **রয়েছে ছড়ানো** ও-পথের ধূলি 'পরে।" "বিজয়রথের চাকা **উড়ায়েছে** ধূলিজাল।" "সে যে প্রাণ **পেয়েছে** পান করে যুগ-যুগান্তরের স্তন্য।" অলংকারে কাহিনী রসবন্ত **হয়ে উঠেছে**। "**দেখেছি** নিত্যের জ্যোতি দুর্যোগের মায়ার আড়ালে।"

(ঘ) **বর্তমান অনুজ্ঞা**—ক্রিয়ার দ্বারা বর্তমান কালে কোনো আদেশ, অনুরোধ, প্রার্থনা, উপদেশ বা আশীর্বাদ বুঝাইলে বর্তমান অনুজ্ঞা হয়। "**উঠুক** চিত্ত করিয়া নৃত্য।" একটা গল্প **বলুন** না। "পুচ্ছটি তোর উচ্চে তুলে **নাচা**।" "মা, আমায় মানুষ **করো**।" সীতা-সাবিত্রীর মতো আদর্শ **হও** মা। "**এসো** যুগান্তের কবি ……**দাঁড়াও** ওই মানহারা মানবীর দ্বারে।" "জীবন-বীণার তার অশিথিল শক্তি দিয়ে **বাঁধো**।" **ধর ধর**, পেনটা এখনি পড়ে যাবে ('উৎকণ্ঠা' অর্থে বর্তমান অনুজ্ঞার দ্বিত্ব-প্রয়োগ)। "বজ্রে **তোলো** আগুন করে আমার যত কালো।" "একটি নমস্কারে সকল দেহ **লুটিয়ে পড়ুক** তোমার এ সংসারে।" নিখিলবিশ্বের প্রতি অমেয় প্রেমে **প্রসারিত হও**। বয়োধর্মে যেটা খুব স্বাভাবিক সেটাকে সইতে **শেখ**, ধীরে ধীরে-সংশোধনের **চেষ্টা কর**। "একবার আন্তরিক **ব্যাকুল হও** না মায়ের জন্য।"—শ্রীরামকৃষ্ণ।

১১৭। **অতীত কাল :** **যে ক্রিয়ার কাজ পূর্বেই শেষ হইয়া গিয়াছে তাহার কালকে অতীত কাল বলে।** অতীত কালেরও চারিটি উপবিভাগ—

(ক) **সাধারণ** বা **নিত্য অতীত**—কাজটি অল্পক্ষণপূর্বে শেষ হইয়াছে বুঝাইলে ক্রিয়ার সাধারণ বা নিত্য অতীত কাল হয়। "**করিলাম** বাসা, মনে **হল** আশা।" মহর্ষি **দেখলেন** নরেনের জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ভাগবতী দীপ্তি। "চারি চক্ষুর ধারায় **তিতিল** বৃন্দাবনের রজ।" "অপরিচিত **ছিল** তোমার মানবরূপ উপেক্ষার আবিল দৃষ্টিতে।" "অশ্রুধারা **আর্দ্রিল** মহীরে।"

গেল বছরেও ঠিক এরকমই ঝড়বৃষ্টি হয়েছিল ('গত' অর্থে বিশেষণ-রূপে সাধারণ অতীতের বিচিত্র প্রয়োগ)।

(খ) **ঘটমান অতীত**—অতীতে কিছু সময় ধরিয়া কাজটি চলিতেছিল বুঝাইলে ক্রিয়ার ঘটমান অতীত হয়। "**আঁকিতেছিল** সে যত্নে সিঁদুর সীমন্তসীমা-'পরে।" বিদ্রূপ **করছিলে** ভীষণকে……শঙ্কাকে **চাচ্ছিলে** হার মানাতে।" "শিশুরা **খেলছিল** মায়ের কোলে, কবির সঙ্গীতে **বেজে উঠছিল** সুন্দরের আরাধনা।"

(গ) **পুরাঘটিত অতীত**—কাজটি অতীত কালে শেষ হইয়াছে, তাহার কোনো ফলই বর্তমান নাই বুঝাইলে ক্রিয়ার পুরাঘটিত অতীত কাল হয়। "লর্ড লিটনের

BANGODARSHAN.COM

সময় **লিখিয়াছিলাম** পদ্যে।" "তাহার মধ্যে নানা বৈপরীত্যের সমাবেশ **ঘটিয়াছিল**।" "লোকটাকে কেমন ঠেসে **ধরেছিলুম**।" "নোবেল প্রাইজ **পেয়েছিলেন** ঋষি রবীন্দ্রনাথ, কবি রবীন্দ্রনাথ নন।" "খ্রীষ্টপূর্ব ১৪৩০ অব্দে মহাভারতের যুদ্ধ **হইয়াছিল**।"

(ঘ) **নিত্যবৃত্ত অতীত**—অতীতে কাজটি প্রায়ই হইত, কিংবা হওয়ার সম্ভাবনা ছিল বুঝাইলে নিত্যবৃত্ত অতীত হয়। (i) **অভ্যস্ত :** "রাজবধূ রাজবালা **আসিতেন** ফুল সাজায়ে ডালায়……আপনার হাতে **দিতেন জ্বালায়ে** কনকপ্রদীপমালা।" "বুড়োকে ভালো বলে **জানতুম**।" "**লাফাইত, উড়িত, জানিত** না কায়দাকানুন কাকে বলে।" (ii) **সম্ভাবনা :** যদি মন দিয়ে **পড়তে**, আরো ভালো **ফল পেতে**।" আশানুরূপ ফলের সম্ভাবনা না থাকলে তিনি কি সাধারণ সভার অধিবেশন এমন অসময়ে হঠাৎ **ডাকতেন** ? "আমি যদি তোমার অমঙ্গল কামনা **করিতাম**, তবে **বলিতাম**।" আপনিও তখন প্রতিবাদ করতে **পারতেন**।

১১৮। **ভবিষ্যৎ কাল :** **যে কাজ ভবিষ্যতে হইবে তাহার কালকে ভবিষ্যৎ কাল বলে।** ভবিষ্যতেরও চারিটি উপবিভাগ—

(ক) **সাধারণ ভবিষ্যৎ**—যে ক্রিয়া ভবিষ্যতে ঘটিবে, তাহার কালকে সাধারণ ভবিষ্যৎ বলে। "**দিবে** আর **নিবে**, **মিলাবে মিলিবে**, **যাবে** না ফিরে।" "**বরিব** সত্যে, **দূরিব** মিথ্যা ভয়।" "কোথায় **ভাসায়ে দেবে** সাম্রাজ্যের দেশ-বেড়াজাল।" "পণ্যবাহী সেনা……রেখামাত্র চিহ্ন **রাখিবে** না।" "মুক্ত **হইব** দেবঋণে মোরা।" "এইখানে পদাম্বুজ **পূজিব** তাঁহার।"

(খ) **ঘটমান ভবিষ্যৎ**—কাজটি ভবিষ্যতে হইতে থাকিবে বুঝাইলে ক্রিয়ার ঘটমান ভবিষ্যৎ হয়। সেই সুর কর্ণে মোর আমরণ **ধ্বনিতে থাকিবে**। আপনি **গাহিতে থাকিবেন**, আমি **বাজাইতে থাকিব**।

(গ) **পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ**—অতীতে কোনো কাজ হয়তো হইয়াছিল, বা বর্তমানে হয়তো হইয়াছে—এরূপ সন্দেহ বুঝাইলে ক্রিয়ার পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ কাল হয়। রূপে ভবিষ্যতের ক্রিয়া হইলেও অর্থে ইহা অতীতমুখী। আবার তাহাতে সন্দেহের ভাবটি বর্তমান। এইজন্য এই কালকে **সন্দিগ্ধ অতীতও** বলে। এতক্ষণে তারা স্টেশনে **পৌঁছে থাকবেন**। হয়তো আমিই কথাটা তোমাদের **বলে থাকব**। গেলাসটা মীরাই বোধ হয় ভেঙে **থাকবে**।

(ঘ) **ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা**—ভবিষ্যতের জন্য কোনো আদেশ, অনুরোধ, প্রার্থনা, উপদেশ ইত্যাদি বুঝাইলে ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা হয়। "সৌভাগ্যগর্বে গর্বিত **হইও না**।" দয়া করে একবারটি **আসবেন**। ওখানেই **অপেক্ষা করিস**।

অসমাপিকা ক্রিয়ার কাল—বাক্যের সমাপিকা ক্রিয়ার কালের উপরই অসমাপিকার কাল নির্ভর করে। বৃষ্টি **হলে** যাব না (ভবিষ্যৎ অর্থে)। ট্রেন **ছাড়লে** বাড়ি ফিরিলাম (অতীত অর্থে)। গালে হাত **দিয়ে** কী ভাবছ ? (বর্তমান অর্থে)।

মৌলিক কাল ও যৌগিক কাল

গঠনভেদে বা উৎপত্তির দিক্‌ দিয়া এই বারোটি কালকে দুইটি প্রধান ভাগে ভাগ করা হয়।—(১) **সরল বা মৌলিক কাল**, (২) **যৌগিক কাল**।

১১৯। **মৌলিক কাল :** **যে কালে ধাতু স্বয়ং বিভক্তিযোগে বা প্রত্যয় ও বিভক্তি-যোগে ক্রিয়াপদের সৃষ্টি করে—অন্য কোনো ধাতুর সাহায্যের আবশ্যক হয় না, সেই কালকে মৌলিক কাল বলে।** সাধারণ বর্তমান, সাধারণ অতীত, নিত্যবৃত্ত অতীত ও সাধারণ ভবিষ্যৎ—এই চারিটি কাল মৌলিক। ওই সঙ্গে বর্তমান অনুজ্ঞা ও ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা ধরিলে মৌলিক কালের সংখ্যা দাঁড়ায় ছয়।

সাধারণ বর্তমান : √কর্+ই (বিভক্তি)=করি; √করা (কর্+আ প্রত্যয়)+ও (বিভক্তি)=করাও; √খা+এ=খায়।

সাধারণ অতীত : √কর্+ইল+আম=করিলাম; √করা+ইল+এ=করাইলে; √খা+ইল+অ=খাইল।

নিত্যবৃত্ত অতীত : √কর্+ইত+আম=করিতাম; √করা+ইত+এন=করাইতেন; √খা+ইত+অ=খাইত।

সাধারণ ভবিষ্যৎ : √করা+ইব+অ=করাইব; √কর্+ইব+এ=করিবে; √খা+ইব+এন=খাইবেন।

বর্তমান অনুজ্ঞা : √খা+ই=খাই; √কর্+ও=করো; √করা+ন=করান।

ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা : √করা+ইব+অ=করাইব; √খা+ইব+এ=খাইবে; √কর্+ইব+এন=করিবেন।

[**দ্রষ্টব্য :** ইল+অ=ইল, ইত+এন=ইতেন, ইব+এ=ইবে প্রভৃতি স্থলে **পূর্বস্বরের লোপ হইয়াছে বুঝিতে হইবে।**]

১২০। **যৌগিক কাল : যে কালে 'ইয়া' বা 'ইতে' বিভক্তিযুক্ত মূল ধাতুটি 'আছ্' বা ক্ষেত্রবিশেষে 'থাক্' ধাতুর সহিত যুক্ত হইয়া প্রত্যয় ও বিভক্তি গ্রহণ করিয়া ক্রিয়াপদের সৃষ্টি করে, সেই কালকে যৌগিক কাল বলে।** ঘটমান বর্তমান, পুরাঘটিত বর্তমান, ঘটমান অতীত, পুরাঘটিত অতীত, ঘটমান ভবিষ্যৎ এবং পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ—এই ছয়টি যৌগিক কাল।

ঘটমান বর্তমান : (√কর্+ইতে)+(√আছ্+ই)=করিতেছি; (√খেলা+ইতে)+(√আছ্+অ)=খেলাইতেছ; (√যা+ইতে)+(√আছ্+এন)=যাইতেছেন।

পুরাঘটিত বর্তমান : (√খেল্+ইয়া)+(√আছ্+ই)=খেলিয়াছি; (√কর্+ইয়া)+(√আছ্+ইস)=করিয়াছিস; (√লিখ্+ইয়া)+(√আছ্+এন)=লিখিয়াছেন।

ঘটমান অতীত : (√খা+ইতে)+(√আছ্+ইল+আম)=খাইতেছিলাম; (√কর্+ইতে)+(√আছ্+ইল+এন)=করিতেছিলেন; (√লিখ্+ইতে)+(√আছ্+ইল+ই)=লিখিতেছিলি।

পুরাঘটিত অতীত : (√শুন্+ইয়া)+(√আছ্+ইল+আম)=শুনিয়াছিলাম; (√গাহ্+ইয়া)+(√আছ্+ইল+এ)=গাহিয়াছিলে; (√খেলা+ইয়া)+(√আছ্+ইল+এন)=খেলাইয়াছিলেন।

ঘটমান ভবিষ্যৎ : (√পড়্+ইতে)+(√থাক্+ইব+অ)=পড়িতে থাকিব;

BANGODARSHAN.COM

(√লিখ্+ইতে)+(√থাক্+ইব+এ)=লিখিতে থাকিবে; (√যা+ইতে)+(√থাক্+ইব+ই)=যাইতে থাকিবি।

পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ : (√গাহ্+ইয়া)+(√থাক্+ইব+অ)=গাহিয়া থাকিব; (√কর্+ইয়া)+(√থাক্+ইব+এন)=করিয়া থাকিবেন; (√শুনা+ইয়া)+(√থাক্+ইব+ই)=শুনাইয়া থাকিবি।

ক্রিয়ার কালনির্ণয়

ক্রিয়ার বারোটি কালের জন্যই নির্দিষ্ট বিভক্তিচিহ্ন রহিয়াছে। সেই বিভক্তিচিহ্ন দেখিয়া সাধারণতঃ ক্রিয়াপদের কালনির্ণয় করা হয়। কিন্তু সবসময় বিভক্তিগত এই বাহ্যরূপ দেখিয়া ক্রিয়ার কালনির্ণয় সহজ নয়। একই রূপের ক্রিয়া একাধিক কালের অর্থ প্রকাশ করে। সুতরাং **রূপ দেখিয়া নয়, ক্রিয়াটির অর্থের উপর নির্ভর করিয়া কালনির্ণয় করাই নিরাপদ্।**

॥ রূপে বর্তমান, অর্থে অতীত ॥

(১) সাধারণ বর্তমান কালের ক্রিয়ার দ্বারা কোনো ঐতিহাসিক বা পৌরাণিক ঘটনা বা বিবৃতির পুনরুক্তিকে **ঐতিহাসিক বর্তমান** বলে। ইংরেজ প্রায় দুশো বৎসর ভারতবর্ষ **শাসন করে** (করিয়াছিল অর্থে)। নেতাজী আজাদ হিন্দ্ বাহিনী **গঠন করেন** (করিয়াছিলেন অর্থে)। চাণক্য **বলেন**, "বিদ্বানের আদর সর্বত্র।" "প্রাচীন ফারসী ভাষা পহ্লবীর মাধ্যমে পঞ্চতন্ত্র প্রথমে ভারতের বাইরে **পদার্পণ করে**।" "পারস্য থেকেই ঈশপ নামে খ্যাত গ্রীক ক্রীতদাস হেরোডটাস একে ইওরোপে নিয়ে **যান**।" "কৃষ্ণলীলা ভাগবতে **কহে** বেদব্যাস।" ১৬৯০ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে অগস্ট জব চার্নক কলিকাতার **প্রতিষ্ঠা করেন**।

(২) বাক্যের আদিতে যেবার, যখন, যতক্ষণ, পাছে ইত্যাদি থাকিলে কিংবা অতীত কালের উল্লেখ থাকিলে সাধারণ বর্তমানের ক্রিয়ার দ্বারা অতীত ঘটনা বুঝায়। সেবার যখন খুব বন্যা **হয়** (হইয়াছিল অর্থে), আমি তখন কাশ্মীরে **থাকি** (ছিলাম অর্থে)। সে কথা যখন **শুনি** (শুনিলাম অর্থে) তখন বলবার কিছু ছিল না। অক্ষটা ও কেমন ক'রে **করে** (করিতেছিল অর্থে), তাই দেখছিলাম। সভাপতি-মহাশয় **যতক্ষণ বক্তৃতা করেন** (করিয়াছিলেন অর্থে), আমরা মন্ত্রমুগ্ধের মতো তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলাম। পাছে কেউ **মনঃক্ষুণ্ণ হয়**, এইজন্যে অপ্রিয় সত্য তিনি বড়ো-একটা বলতেন না। গত বৎসর সর্বজনীন পূজায় কাঙালীদের একখানা করে কাশ্মীরী কম্বল দেওয়া হয় (হইয়াছিল অর্থে)।

(৩) ঘটমান বর্তমানের দ্বারা ঘটমান অতীতের প্রকাশ হয়। "ঝড় যখন খুব জোরে **আসিতেছে** (আসিতেছিল অর্থে), তখন সেই পিপার সমস্ত তেল সমুদ্রের মধ্যে ঢালিয়া দিতে লাগিল।" রানার সৈন্যদল পিছু **হটিছে** (হটিছিল অর্থে), এমন সময় পৃথ্বীরাজ সসৈন্যে এসে পড়লেন।

(৪) রূপে সাধারণ বর্তমান অথচ অর্থে নিত্যবৃত্ত অতীত—"চেয়ে চেয়ে দেখতে বেলা **কাটে**।" (কাটত অর্থে)—অবনীন্দ্রনাথ।

(৫) অতীত কালের ক্রিয়া বুঝাইতে সাধারণ বর্তমানের উত্তর নিষেধার্থক 'নাই'

(চলিত রীতিতে 'নি') অব্যয়ের যোগ হয়। আমি সেখানে আদৌ **যাই নাই**। না ভাই, তোমার দাদু তো সকালে এখানে **আসেননি**।

(৬) সাধারণ অতীত অর্থে **পুরাঘটিত** বর্তমান—দশ বছর হল বাবা **মারা গিয়েছেন** (কদাপি মারা গিয়েছিলেন—লিখিবে না)।

॥ রূপে বর্তমান, অর্থে ভবিষ্যৎ ॥

(১) আসন্ন ভবিষ্যৎ বুঝাইতে ঘটমান বর্তমানের প্রয়োগ হয়। দিল্লি মেল—ভায়া গ্র্যানড কর্ড—**ছাড়ছে** (ছাড়বে অর্থে) কখন স্যার ? একটু দাঁড়াও, এখনই **আসছি** (আসব অর্থে)। তুমি যতক্ষণ **থাকবে**, এক পাও **নড়ছি** (নড়ব অর্থে) না।

(২) বাক্যে **যখন, যেমন, যেন, যদি, যতক্ষণ** ইত্যাদি **থাকিলে** কিংবা সংশয় বুঝাইলে সাধারণ বর্তমানের ক্রিয়ার দ্বারা ভবিষ্যৎ কাল বুঝায়। ইস্কুলে স্যারেরা যখন যেমন **বলেন** (বলবেন অর্থে) সেই মতো চলো। আশীর্বাদ করুন পরাজিত মুখ নিয়ে যেন ফিরতে না **হয়**। তিনি **যান** তো ভালোই, কিন্তু যাবেন বলে তো মনে হয় না। আপনি **বলেন** তো নিশ্চয়ই আসব।

(৩) অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ অর্থে পুরাঘটিত বর্তমানের প্রয়োগ হয়। সেও আর **এসেছে**, তোমারও যাওয়া **হয়েছে**। রাধাও **নেচেছে**, আর সাত মন তেলও **পুড়েছে**।

॥ রূপে অতীত, অর্থে বর্তমান ॥

(১) সাধারণ অতীতের ক্রিয়ার দ্বারা সাধারণ বা ঘটমান বর্তমানের প্রকাশ হয়। সংসারের ঠেলা সামলাতেই প্রাণটা **গেল** (যাইতেছে অর্থে)। ছেলেপিলেগুলো **রইল** ভাই, দেখো। এইতো **এলাম** দিল্লি থেকে (আসছি অর্থে)। শারীরিক শ্রম-সম্বন্ধে এই উন্নাসিক ধারণা **হইল** (হইতেছে অর্থে) এক ধরনের সংক্রামক ব্যাধি। বর্তমান **হল** (হইতেছে অর্থে) অতীত আর ভবিষ্যতের মধ্যে ছোটো একটা হাইফেন। চরিত্রগঠনের প্রথম পাঠ **হল** (হয় অর্থে) আনুগত্যের শিক্ষা। "মীরজুমলাকে তোমার সাহায্যে রেখে **গেলাম** (যাচ্ছি অর্থে)।" ইনি **হলেন** (হন অর্থে) আমাদের প্রিয় বন্ধু প্রিয়তোষ পোদ্দার।

(২) ঘটমান অতীতের দ্বারা ঘটমান বর্তমানের প্রকাশ হয়। এই যে আইভিদি, আপনার কথাই তো **ভাবছিলাম** (ভাবছি অর্থে) এতক্ষণ।

॥ রূপে অতীত, অর্থে ভবিষ্যৎ ॥

(১) আসন্ন ভবিষ্যৎ অর্থে সাধারণ অতীতের প্রয়োগ হয়। কাপড়চোপড় তুলে নাও, বৃষ্টি **এল** বলে। একটু অপেক্ষা কর ভাই, **এলাম** বলে। এখনও এলেন না, অহীনবাবু আমায় **ডোবালেন** (ডোবাবেন অর্থে) দেখছি। আমি না হয় তাঁকে গিয়ে **ধরলাম**, কিন্তু **ফল** কিছু হবে কি ?

(২) সম্ভাবনার বা নিশ্চয়তার ভাব থাকিলে ভবিষ্যৎ বুঝাইতে নিত্যবৃত্ত অতীতের প্রয়োগ হয়। তুমি অপেক্ষা করলে আমি যেতাম (যাওয়ার সম্ভাবনা অর্থে)। এ ঘটনা আজ ঘটেছে ভালোই হয়েছে, নইলে দুদিন পরে ঘটতই (নিশ্চয়তা অর্থে)।

॥ রূপে ভবিষ্যৎ, অর্থে অতীত ॥

(১) সাধারণ ভবিষ্যৎ-দ্বারা **অতীত কালের ক্রিয়া বুঝায়**। **আসবেন বলে** এলেন

BANGODARSHAN.COM

না কেন ? নিতান্ত গ্রহের ফের, নইলে সে সময় সেখানেই-বা **থাকব** (ছিলাম) কেন ? কাজে **বেরব**, এমন সময় মুসৌরীর মাসীমারা এসে গেলেন।

॥ রূপে ভবিষ্যৎ, অর্থে বর্তমান ॥

(১) সংশয় বুঝাইলে বর্তমানের অর্থে ভবিষ্যতের প্রয়োগ হয়। ঠাকুর যদি এমন দয়ালই হবেন (হন অর্থে), তাঁর প্রেমের রাজ্যে এমন হিংসার ঠাঁই হল কেন ?

ক্রিয়ার ভাব (Mood)

১২১। **ক্রিয়ার ভাব :** যে বিশিষ্ট ভঙ্গীর দ্বারা সমাপিকা ক্রিয়ার কাজটি কীভাবে ঘটিতেছে তাহা বুঝিতে পারা যায়, সেই বিশিষ্ট ভঙ্গীকে ক্রিয়ার ভাব বা প্রকৃতি (Mood) বলে।*

বাংলায় ক্রিয়ার তিনটি ভাব আছে—(১) **নির্দেশক ভাব** (**Indicative Mood**), (২) **অনুজ্ঞা ভাব** (**Imperative Mood**) ও (৩) **সংযোজক বা সম্ভাবক ভাব** (**Subjunctive Mood**)।

(১) **নির্দেশক ভাব :** কোনো সমাপিকা ক্রিয়ার দ্বারা কাজটি সাধারণভাবে নির্দিষ্ট হইলে সেই ক্রিয়ার ভাবকে নির্দেশক ভাব বলা হয়। যেমন,—শেফালীর মিষ্টি হাসি **বলে গেল**, মা **আসছেন**। গোলাপে যে নামে **ডাক**, গোলাপই সে **থাকে**। নামে কিবা **আসে যায়** বল ? ছাতাটাকে **সারলাম**, জুতোটাকে **সারালাম**।

বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ—তিনটি কালের ক্রিয়ারই নির্দেশক ভাব হয়। এই **নির্দেশক ভাবই বাংলা ক্রিয়াপদের নিত্য প্রকৃতি।**

(২) **অনুজ্ঞা ভাব :** ক্রিয়াটির দ্বারা বক্তার আদেশ অনুরোধ আমন্ত্রণ প্রার্থনা আশীর্বাদ উপদেশ উপেক্ষা ইত্যাদি সূচিত হইলে ক্রিয়ার সেই ভাবটিকে অনুজ্ঞা ভাব বলে। মাত্র বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কালেরই অনুজ্ঞা ভাব হয়। অনুজ্ঞা ভাবের প্রকাশবৈচিত্র্য লক্ষ্য কর।—

(ক) **প্রার্থনা**—"দাও হস্তে তুলি তোমার অমোঘ শরগুলি, তোমার অক্ষয় তূণ।" (খ) **আবেদন**—"একবার তোরা মা বলিয়া **ডাক্**।" (গ) **উদাত্ত আহ্বান**—"**জাগ জাগ** কুলকুণ্ডলিনী মূলাধারে সর্পতুল্য অপারশক্তি !" (ঘ) **আদেশ**—"আরে, ওরে দস্যু ছেলে, **নেমে আয়**।" দ্বিজেন্দ্রলালের 'ভারতবর্ষ' কবিতাটি **আবৃত্তি কর**। "আপনাকে এখনই একবার পাটনায় **যেতে হবে**, সেখানে রাজা জানকীরাম আছেন।" (ঙ) **অনুমতি-প্রার্থনা**—আপনারা তো এতক্ষণ অনেককিছুই বললেন, এবার আমি একটু **বলি** ? [উত্তমপুরুষের অনুজ্ঞায় অনুমতিপ্রার্থনায় বাক্যটি মৃদু প্রশ্নাত্মক রূপলাভ করে।] (চ) **অনুরোধ**—গরিবের বাড়িতে একদিন **আসবেন** কিন্তু। (ছ) **আমন্ত্রণ**—"**আয় আয় আয়**, আছ যে যেথায়, **আয়** তোরা সবে ছুটিয়া।" (জ) **উপদেশ**—মন দিয়ে পড়াশোনা **কর** (বর্তমান)। দিদিমণিরা যখন যা বলবেন, মন দিয়ে **শুনো** (ভবিষ্যৎ)। ঠিকানাটা **হারাস নে** যেন (ভবিষ্যৎ)। (ঝ) **আশীর্বাদ**—সীতাসাবিত্রীর মতো **হও**, মা। (ঞ) **অভিশাপ**—দেশদ্রোহীদের

* মহাত্মা রামমোহন রায় তাঁহার গৌড়ীয় ব্যাকরণে Mood-এর বাংলা প্রতিশব্দ হিসাবে প্রকৃতি কথাটি প্রয়োগ করিয়াছেন।

সর্বনাশ হোক। (ট) **উপেক্ষা বা অনাসক্তি**—চুলোয় **যাক** টাকাকড়ি, প্রাণে যে বেঁচেছ, এই ঢের। গোল্লায় যায় **যাক না**, তার জন্যে অত মাথাব্যথা কিসের ?

(৩) **সংযোজক ভাব :** কোনো ক্রিয়া একই বাক্যস্থিত অন্য একটি ক্রিয়ার উপর নির্ভরশীল হইলে, যে ক্রিয়াটির উপর নির্ভরশীল হয়, সেই ক্রিয়ার ভাবকে সংযোজক ভাব বলে। ঘটনান্তর অপেক্ষা করে বলিয়া ইহাকে **ঘটনান্তরাপেক্ষিত ভাবও** বলা হয়।

বাংলায় নির্দেশক ভাব ও অনুজ্ঞা ভাবের জন্য নির্দিষ্ট বিভক্তিচিহ্ন আছে। কিন্তু সংযোজক ভাবের কোনো নির্দিষ্ট বিভক্তিচিহ্ন নাই। **সংযোজক ভাবের বিভক্তি নির্দেশক ভাবেরই মতো। নির্দেশক ভাবের ক্রিয়ার সঙ্গে যদি যেন প্রভৃতি অব্যয় যোগ করিয়া সংযোজক ভাবের রূপ দেওয়া হয়।**

অভিলাষ সম্ভাবনা আক্ষেপ সংশয় ইত্যাদি বুঝাইলে **ক্রিয়াটি নিত্যবৃত্ত অতীতের রূপে থাকে।** এমন তিলে তিলে মরার চেয়ে **যদি** একেবারে **মরতে পারতাম**, বেঁচে যেতাম। ভগবান্ **যদি** ঠিক সময়ে **বৃষ্টি দিতেন**, তবে ফসল ভালোই হত। "লক্ষ্মণ ভাই **যদি** আমার **থাকত** সাথে সাথে !" [তাহা হইলে কী হইত সে সম্ভাবনাটি উহ্য রহিয়াছে।] হায়, সময় থাকতে **যদি সাবধান হতিস !** যদি লোভ জয় **করতে পার**, সসাগরা বসুন্ধরা তোমার হবে।

ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা বা আশঙ্কা বুঝাইলে ক্রিয়াটি সাধারণ বর্তমানের রূপে **থাকে।** যদি সুবিধে **বোঝ** একবারটি চলে এস। সময় **পাই** তো আসব। সে **যদি যায়** তো ভালোই হয়। ভগবান্, এমনটা যেন শত্রুরও কখনো **না হয়।** [ভবিষ্যৎ আশঙ্কা]

ক্রিয়ার রূপ

১২২। **ক্রিয়ার রূপ : পুরুষ ও কালভেদে** সমাপিকা ক্রিয়ার রূপ-**পরিবর্তনকেই ক্রিয়ার রূপ বলা হয়।**

উত্তমপুরুষের একটি রূপ, **মধ্যমপুরুষের** সাধারণ, তুচ্ছ ও সম্ভ্রম—এই তিনটি অর্থে তিনটি রূপ এবং প্রথমপুরুষের **সাধারণ ও সম্ভ্রম** এই দুইটি অর্থে দুইটি রূপ **—পুরুষভেদে ক্রিয়ার মোট এই ছয়টি রূপ।** ইহাদের মধ্যে **মধ্যমপুরুষ সম্ভ্রমার্থে ও প্রথমপুরুষ সম্ভ্রমার্থে ক্রিয়ার একই রূপ ব্যবহৃত হয়।** সুতরাং **পুরুষভেদে ক্রিয়ার রূপ হইতেছে পাঁচটি। এই পাঁচটি রূপই সকল লিঙ্গ ও বচনে ব্যবহৃত হয়।**

বারোটি কালের বিভিন্ন পুরুষের যেসব বিভক্তিযোগে ধাতু ক্রিয়াপদে পরিণত হয়, **সেই বিভক্তিগুলির মধ্যে মৌলিক-যৌগিক ভেদাভেদ না রাখিয়া শুধু বিভক্তিচিহ্ন** বলিয়া উল্লেখ করিলাম। সাধু রূপের ধাতুবিভক্তি ও চলিত রূপের ধাতুবিভক্তি পৃথক্ করিয়া দেখানো হইল। **যেকোনো ধাতুর উত্তর** ধাতুবিভক্তি-চিহ্নযোগে **সমাপিকা-অসমাপিকা-নির্বিশেষে ক্রিয়াটির সাধু রূপ পাইবে।** কিন্তু **ধাতুতে চলিত ধাতুবিভক্তি যোগ করিলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে (বিশেষভাবে স্বরান্ত ধাতুর ক্ষেত্রে)** ধ্বনির যে **লোপ-পরিবর্তনাদি ঘটিয়া থাকে, তাহা বিশেষভাবে লক্ষ্য কর।**

[**দ্রষ্টব্য :** কোনো ধাতুর ক্রিয়ারূপ সাধন করিতে বলিলে সাধু এবং চলিত দুইটি রূপই দেখাইতে হইবে। অবশ্য যেখানে সাধু কিংবা চলিত নির্দেশ করাই থাকে, সেখানে নির্দেশমতো রূপসাধন করিবে। **কিন্তু প্রতিক্ষেত্রেই অসমাপিকা ক্রিয়ার রূপটি উল্লেখ করিতে হইবে।**]

বিভিন্ন কালের জন্য নির্দিষ্ট বিভক্তিচিহ্ন

সাধু রূপ

কাল		প্রথমপুরুষ সাধারণার্থে	মধ্যমপুরুষ সাধারণার্থে	মধ্যমপুরুষ তুচ্ছার্থে	মধ্যম ও প্রথমপুরুষ সম্ভ্রমার্থে	উত্তমপুরুষ
বর্তমান	সাধারণ	এ (য়)	অ (ও)	ইস (স)	এন (ন)	ই
	ঘটমান	ইতেছে	ইতেছ	ইতেছিস	ইতেছেন	ইতেছি
	পুরাঘটিত	ইয়াছে	ইয়াছ	ইয়াছিস	ইয়াছেন	ইয়াছি
	অনুজ্ঞা	উক (ক)	অ (ও)	০ (শূন্য)	উন (ন)	ই
অতীত	সাধারণ	ইল	ইলে	ইলি	ইলেন	ইলাম
	ঘটমান	ইতেছিল	ইতেছিলে	ইতেছিলি	ইতেছিলেন	ইতেছিলাম
	পুরাঘটিত	ইয়াছিল	ইয়াছিলে	ইয়াছিলি	ইয়াছিলেন	ইয়াছিলাম
	নিত্যবৃত্ত	ইত	ইতে	ইতিস	ইতেন	ইতাম
ভবিষ্যৎ	সাধারণ	ইবে	ইবে	ইবি	ইবেন	ইব
	ঘটমান	ইতে থাকিবে	ইতে থাকিবে	ইতে থাকিবি	ইতে থাকিবেন	ইতে থাকিব
	পুরাঘটিত	ইয়া থাকিবে	ইয়া থাকিবে	ইয়া থাকিবি	ইয়া থাকিবেন	ইয়া থাকিব
	অনুজ্ঞা	ইবে	ইও	ইস (স)	ইবেন	ইব

অসমাপিকা—ইয়া, ইতে, ইলে

দ্রষ্টব্য : বন্ধনীমধ্যস্থ চিহ্নগুলি স্বরান্ত ধাতুর জন্য।

BANGODARSHAN.COM

বিভিন্ন কালের জন্য নির্দিষ্ট বিভক্তিচিহ্ন

চলিত রূপ

	কাল	প্রথমপুরুষ সাধারণার্থে	মধ্যমপুরুষ সাধারণার্থে	মধ্যমপুরুষ তুচ্ছার্থে	মধ্যম ও প্রথমপুরুষ সম্ভ্রমার্থে	উত্তমপুরুষ
বর্তমান	সাধারণ	এ (য়)	অ (ও)	ইস (স)	এন (ন)	ই
	ঘটমান	ছে	ছ	ছিস	ছেন	ছি
	পুরাঘটিত	এছে	এছ	এছিস	এছেন	এছি
	অনুজ্ঞা	উক (ক)	অ (ও)	০ (শূন্য)	উন (ন)	ই
অতীত	সাধারণ	ল	লে	লি	লেন	লাম
	ঘটমান	ছিল	ছিলে	ছিলি	ছিলেন	ছিলাম
	পুরাঘটিত	এছিল	এছিলে	এছিলি	এছিলেন	এছিলাম
	নিত্যবৃত্ত	ত	তে	তিস	তেন	তাম
ভবিষ্যৎ	সাধারণ	বে	বে	বি	বেন	ব
	ঘটমান	তে থাকবে	তে থাকবে	তে থাকবি	তে থাকবেন	তে থাকব
	পুরাঘটিত	এ থাকবে	এ থাকবে	এ থাকবি	এ থাকবেন	এ থাকব
	অনুজ্ঞা	বে	ও	ইস (স)	বেন	ব

অসমাপিকা—এ, তে, লে

দ্রষ্টব্য : বন্ধনীমধ্যস্থ চিহ্নগুলি স্বরান্ত ধাতুর জন্য।

BANGODARSHAN.COM

ব্যঞ্জনান্ত হাস্ ধাতু (সাধু)

	কাল	প্রথমপুরুষ সাধারণার্থে	মধ্যমপুরুষ সাধারণার্থে	মধ্যমপুরুষ তুচ্ছার্থে	মধ্যম ও প্রথমপুরুষ সম্ভ্রমার্থে	উত্তমপুরুষ
বর্তমান	সাধারণ	হাসে	হাস	হাসিস	হাসেন	হাসি
	ঘটমান	হাসিতেছে	হাসিতেছ	হাসিতেছিস	হাসিতেছেন	হাসিতেছি
	পুরাঘটিত	হাসিয়াছে	হাসিয়াছ	হাসিয়াছিস	হাসিয়াছেন	হাসিয়াছি
	অনুজ্ঞা	হাসুক	হাস	হাস্	হাসুন	হাসি
অতীত	সাধারণ	হাসিল	হাসিলে	হাসিলি	হাসিলেন	হাসিলাম
	ঘটমান	হাসিতেছিল	হাসিতেছিলে	হাসিতেছিলি	হাসিতেছিলেন	হাসিতেছিলাম
	পুরাঘটিত	হাসিয়াছিল	হাসিয়াছিলে	হাসিয়াছিলি	হাসিয়াছিলেন	হাসিয়াছিলাম
	নিত্যবৃত্ত	হাসিত	হাসিতে	হাসিতিস	হাসিতেন	হাসিতাম
ভবিষ্যৎ	সাধারণ	হাসিবে	হাসিবে	হাসিবি	হাসিবেন	হাসিব
	ঘটমান	হাসিতে থাকিবে	হাসিতে থাকিবে	হাসিতে থাকিবি	হাসিতে থাকিবেন	হাসিতে থাকিব
	পুরাঘটিত	হাসিয়া থাকিবে	হাসিয়া থাকিবে	হাসিয়া থাকিবি	হাসিয়া থাকিবেন	হাসিয়া থাকিব
	অনুজ্ঞা	হাসিবে	হাসিও	হাসিস	হাসিবেন	হাসিব

অসমাপিকা—হাসিয়া, হাসিতে, হাসিলে

স্বরান্ত খা ধাতু (সাধু)

	কাল	প্রথমপুরুষ সাধারণার্থে	মধ্যমপুরুষ সাধারণার্থে	মধ্যমপুরুষ তুচ্ছার্থে	মধ্যম ও প্রথমপুরুষ সম্ভ্রমার্থে	উত্তমপুরুষ
বর্তমান	সাধারণ	খায়	খাও	খাস	খান	খাই
	ঘটমান	খাইতেছে	খাইতেছ	খাইতেছিস	খাইতেছেন	খাইতেছি
	পুরাঘটিত	খাইয়াছে	খাইয়াছ	খাইয়াছিস	খাইয়াছেন	খাইয়াছি
	অনুজ্ঞা	খাউক	খাও	খা	খাউন	খাই
অতীত	সাধারণ	খাইল	খাইলে	খাইলি	খাইলেন	খাইলাম
	ঘটমান	খাইতেছিল	খাইতেছিলে	খাইতেছিলি	খাইতেছিলেন	খাইতেছিলাম
	পুরাঘটিত	খাইয়াছিল	খাইয়াছিলে	খাইয়াছিলি	খাইয়াছিলেন	খাইয়াছিলাম
	নিত্যবৃত্ত	খাইত	খাইতে	খাইতিস	খাইতেন	খাইতাম
ভবিষ্যৎ	সাধারণ	খাইবে	খাইবে	খাইবি	খাইবেন	খাইব
	ঘটমান	খাইতে থাকিবে	খাইতে থাকিবে	খাইতে থাকিবি	খাইতে থাকিবেন	খাইতে থাকিব
	পুরাঘটিত	খাইয়া থাকিবে	খাইয়া থাকিবে	খাইয়া থাকিবি	খাইয়া থাকিবেন	খাইয়া থাকিব
	অনুজ্ঞা	খাইবে	খাইও	খাস	খাইবেন	খাইব

অসমাপিকা—খাইয়া, খাইতে, খাইলে

BANGODARSHAN.COM

ব্যঞ্জনান্ত শুন্ ধাতু (চলিত)

	কাল	প্রথমপুরুষ সাধারণার্থে	মধ্যমপুরুষ সাধারণার্থে	মধ্যমপুরুষ তুচ্ছার্থে	মধ্যম ও প্রথমপুরুষ সম্ভ্রমার্থে	উত্তমপুরুষ
বর্তমান	সাধারণ	শোনে*	শোন*	শুনিস	শোনেন*	শুনি
	ঘটমান	শুনছে	শুনছ	শুনছিস	শুনছেন	শুনছি
	পুরাঘটিত	শুনেছে	শুনেছ	শুনেছিস	শুনেছেন	শুনেছি
	অনুজ্ঞা	শুনুক	শোন*	শোন্*	শুনুন	শুনি
অতীত	সাধারণ	শুনল	শুনলে	শুনলি	শুনলেন	শুনলাম
	ঘটমান	শুনছিল	শুনছিলে	শুনছিলি	শুনছিলেন	শুনছিলাম
	পুরাঘটিত	শুনেছিল	শুনেছিলে	শুনেছিলি	শুনেছিলেন	শুনেছিলাম
	নিত্যবৃত্ত	শুনত	শুনতে	শুনতিস	শুনতেন	শুনতাম
ভবিষ্যৎ	সাধারণ	শুনবে	শুনবে	শুনবি	শুনবেন	শুনব
	ঘটমান	শুনতে থাকবে	শুনতে থাকবে	শুনতে থাকবি	শুনতে থাকবেন	শুনতে থাকব
	পুরাঘটিত	শুনে থাকবে	শুনে থাকবে	শুনে থাকবি	শুনে থাকবেন	শুনে থাকব
	অনুজ্ঞা	শুনবে	শুনো	শুনিস	শুনবেন	শুনব

অসমাপিকা—শুনে, শুনতে, শুনলে

* ধ্বনি-পরিবর্তন লক্ষ্য কর।

স্বরান্ত ঘুমা ধাতু (সাধু)

কাল		প্রথমপুরুষ সাধারণার্থে	মধ্যমপুরুষ সাধারণার্থে	মধ্যমপুরুষ তুচ্ছার্থে	মধ্যম ও প্রথমপুরুষ সম্ভ্রমার্থে	উত্তমপুরুষ
বর্তমান	সাধারণ	ঘুমায়	ঘুমাও	ঘুমাস	ঘুমান	ঘুমাই
	ঘটমান	ঘুমাইতেছে	ঘুমাইতেছ	ঘুমাইতেছিস	ঘুমাইতেছেন	ঘুমাইতেছি
	পুরাঘটিত	ঘুমাইয়াছে	ঘুমাইয়াছ	ঘুমাইয়াছিস	ঘুমাইয়াছেন	ঘুমাইয়াছি
	অনুজ্ঞা	ঘুমাক	ঘুমাও	ঘুমা	ঘুমান	ঘুমাই
অতীত	সাধারণ	ঘুমাইল	ঘুমাইলে	ঘুমাইলি	ঘুমাইলেন	ঘুমাইলাম
	ঘটমান	ঘুমাইতেছিল	ঘুমাইতেছিলে	ঘুমাইতেছিলি	ঘুমাইতেছিলেন	ঘুমাইতেছিলাম
	পুরাঘটিত	ঘুমাইয়াছিল	ঘুমাইয়াছিলে	ঘুমাইয়াছিলি	ঘুমাইয়াছিলেন	ঘুমাইয়াছিলাম
	নিত্যবৃত্ত	ঘুমাইত	ঘুমাইতে	ঘুমাইতিস	ঘুমাইতেন	ঘুমাইতাম
ভবিষ্যৎ	সাধারণ	ঘুমাইবে	ঘুমাইবে	ঘুমাইবি	ঘুমাইবেন	ঘুমাইব
	ঘটমান	ঘুমাইতে থাকিবে	ঘুমাইতে থাকিবে	ঘুমাইতে থাকিবি	ঘুমাইতে থাকিবেন	ঘুমাইতে থাকিব
	পুরাঘটিত	ঘুমাইয়া থাকিবে	ঘুমাইয়া থাকিবে	ঘুমাইয়া থাকিবি	ঘুমাইয়া থাকিবেন	ঘুমাইয়া থাকিব
	অনুজ্ঞা	ঘুমাইবে	ঘুমাইও	ঘুমাস	ঘুমাইবেন	ঘুমাইব

অসমাপিকা—ঘুমাইয়া, ঘুমাইতে, ঘুমাইলে

BANGODARSHAN.COM

প্রেরণার্থক নাচা ধাতু (স্বরান্ত—চলিত)

কাল		প্রথমপুরুষ সাধারণার্থে	মধ্যমপুরুষ সাধারণার্থে	মধ্যমপুরুষ তুচ্ছার্থে	মধ্যম ও প্রথমপুরুষ সম্ভ্রমার্থে	উত্তমপুরুষ
বর্তমান	সাধারণ	নাচায়	নাচাও	নাচাস	নাচান	নাচাই
	ঘটমান	নাচাচ্ছে	নাচাচ্ছ	নাচাচ্ছিস	নাচাচ্ছেন	নাচাচ্ছি
	পুরাঘটিত	নাচিয়েছে*	নাচিয়েছ*	নাচিয়েছিস*	নাচিয়েছেন*	নাচিয়েছি*
	অনুজ্ঞা	নাচাক	নাচাও	নাচা	নাচান	নাচাই
অতীত	সাধারণ	নাচাল	নাচালে	নাচালি	নাচালেন	নাচালাম
	ঘটমান	নাচাচ্ছিল	নাচাচ্ছিলে	নাচাচ্ছিলি	নাচাচ্ছিলেন	নাচাচ্ছিলাম
	পুরাঘটিত	নাচিয়েছিল*	নাচিয়েছিলে*	নাচিয়েছিলি*	নাচিয়েছিলেন*	নাচিয়েছিলাম*
	নিত্যবৃত্ত	নাচাত	নাচাতে	নাচাতিস	নাচাতেন	নাচাতাম
ভবিষ্যৎ	সাধারণ	নাচাবে	নাচাবে	নাচাবি	নাচাবেন	নাচাব
	ঘটমান	নাচাতে থাকবে	নাচাতে থাকবে	নাচাতে থাকবি	নাচাতে থাকবেন	নাচাতে থাকব
	পুরাঘটিত	নাচিয়ে থাকবে*	নাচিয়ে থাকবে*	নাচিয়ে থাকবি*	নাচিয়ে থাকবেন*	নাচিয়ে থাকব *
	অনুজ্ঞা	নাচাবে	নাচিও*	নাচাস	নাচাবেন	নাচাব

অসমাপিকা—নাচিয়ে*, নাচাতে, নাচালে

*ধ্বনি-পরিবর্তন লক্ষ্য কর।

স্বরান্ত শু ধাতু (চলিত)

কাল		প্রথমপুরুষ সাধারণার্থে	মধ্যমপুরুষ সাধারণার্থে	মধ্যমপুরুষ তুচ্ছার্থে	মধ্যম ও প্রথমপুরুষ সম্ভ্রমার্থে	উত্তমপুরুষ
বর্তমান	সাধারণ	শোয়*	শোও*	শুস	শোন*	শুই
	ঘটমান	শুচ্ছে	শুচ্ছ	শুচ্ছিস	শুচ্ছেন	শুচ্ছি
	পুরাঘটিত	শুয়েছে	শুয়েছ	শুয়েছিস	শুয়েছেন	শুয়েছি
	অনুজ্ঞা	শুক	শোও*	শো*	শুন	শুই
অতীত	সাধারণ	শুল	শুলে	শুলি	শুলেন	শুলাম
	ঘটমান	শুচ্ছিল	শুচ্ছিলে	শুচ্ছিলি	শুচ্ছিলেন	শুচ্ছিলাম
	পুরাঘটিত	শুয়েছিল	শুয়েছিলে	শুয়েছিলি	শুয়েছিলেন	শুয়েছিলাম
	নিত্যবৃত্ত	শুত	শুতে	শুতিস	শুতেন	শুতাম
ভবিষ্যৎ	সাধারণ	শোবে*	শোবে*	শুবি	শোবেন*	শোব*
	ঘটমান	শুতে থাকবে	শুতে থাকবে	শুতে থাকবি	শুতে থাকবেন	শুতে থাকব
	পুরাঘটিত	শুয়ে থাকবে	শুয়ে থাকবে	শুয়ে থাকবি	শুয়ে থাকবেন	শুয়ে থাকব
	অনুজ্ঞা	শোবে*	শুয়ো	শুস	শোবেন*	শোব*

অসমাপিকা—শুয়ে, শুতে, শুলে

*ধ্বনি-পরিবর্তন লক্ষ্য কর।

BANGODARSHAN.COM

স্বরান্ত খাওয়া ধাতু (ণিজন্ত—চলিত)

কাল		প্রথমপুরুষ সাধারণার্থে	মধ্যমপুরুষ সাধারণার্থে	মধ্যমপুরুষ তুচ্ছার্থে	মধ্যম ও প্রথমপুরুষ সম্ভ্রমার্থে	উত্তমপুরুষ
বর্তমান	সাধারণ	খাওয়ায়	খাওয়াও	খাওয়াস	খাওয়ান	খাওয়াই
	ঘটমান	খাওয়াচ্ছে	খাওয়াচ্ছ	খাওয়াচ্ছিস	খাওয়াচ্ছেন	খাওয়াচ্ছি
	পুরাঘটিত	খাইয়েছে*	খাইয়েছ*	খাইয়েছিস*	খাইয়েছেন*	খাইয়েছি*
	অনুজ্ঞা	খাওয়াক	খাওয়াও	খাওয়া	খাওয়ান	খাওয়াই
অতীত	সাধারণ	খাওয়াল	খাওয়ালে	খাওয়ালি	খাওয়ালেন	খাওয়ালাম
	ঘটমান	খাওয়াচ্ছিল	খাওয়াচ্ছিলে	খাওয়াচ্ছিলি	খাওয়াচ্ছিলেন	খাওয়াচ্ছিলাম
	পুরাঘটিত	খাইয়েছিল*	খাইয়েছিলে*	খাইয়েছিলি*	খাইয়েছিলেন*	খাইয়েছিলাম*
	নিত্যবৃত্ত	খাওয়াত	খাওয়াতে	খাওয়াতিস	খাওয়াতেন	খাওয়াতাম
ভবিষ্যৎ	সাধারণ	খাওয়াবে	খাওয়াবে	খাওয়াবি	খাওয়াবেন	খাওয়াব
	ঘটমান	খাওয়াতে থাকবে	খাওয়াতে থাকবে	খাওয়াতে থাকবি	খাওয়াতে থাকবেন	খাওয়াতে থাকব
	পুরাঘটিত	খাইয়ে থাকবে*	খাইয়ে থাকবে*	খাইয়ে থাকবি*	খাইয়ে থাকবেন*	খাইয়ে থাকব*
	অনুজ্ঞা	খাওয়াবে	খাইয়ো*	খাওয়াস	খাওয়াবেন	খাওয়াব

অসমাপিকা—খাইয়ে*, খাওয়াতে, খাওয়ালে

*ধ্বনি-পরিবর্তন লক্ষ্য কর।

আছ্, থাক্ (পঙ্গু—সাধু)

কাল		প্রথমপুরুষ সাধারণার্থে	মধ্যমপুরুষ সাধারণার্থে	মধ্যমপুরুষ তুচ্ছার্থে	মধ্যম ও প্রথমপুরুষ সম্ভ্রমার্থে	উত্তমপুরুষ
বর্তমান	সাধারণ	আছে*	আছ*	আছিস*	আছেন*	আছি*
	ঘটমান	থাকিতেছে	থাকিতেছ	থাকিতেছিস	থাকিতেছেন	থাকিতেছি
	পুরাঘটিত	থাকিয়াছে	থাকিয়াছ	থাকিয়াছিস	থাকিয়াছেন	থাকিয়াছি
	অনুজ্ঞা	থাকুক*	থাক*	থাক্*	থাকুন*	থাকি*
অতীত	সাধারণ	ছিল*	ছিলে*	ছিলি*	ছিলেন*	ছিলাম*
	ঘটমান	থাকিতেছিল	থাকিতেছিলে	থাকিতেছিলি	থাকিতেছিলেন	থাকিতেছিলাম
	পুরাঘটিত	থাকিয়াছিল	থাকিয়াছিলে	থাকিয়াছিলি	থাকিয়াছিলেন	থাকিয়াছিলাম
	নিত্যবৃত্ত	থাকিত	থাকিতে	থাকিতিস	থাকিতেন	থাকিতাম
ভবিষ্যৎ	সাধারণ	থাকিবে	থাকিবে	থাকিবি	থাকিবেন	থাকিব
	অনুজ্ঞা	থাকিবে	থাকিও	থাকিস	থাকিবেন	থাকিব

অসমাপিকা—থাকিয়া, থাকিতে, থাকিলে

* সাধু ও চলিতে একই রূপ হয়।

BANGODARSHAN.COM

ক্রিয়ার রূপসাধনে শূন্যবিভক্তির অর্থ একেবারেই শূন্য (০) অর্থাৎ ধাতুটিতে কোনো বিভক্তি যুক্ত না হওয়া—ধাতুটি তখন নিজের চেহারাতেই থাকে। √খেল্ + শূন্যবিভক্তি = খেল্ ; √যা + শূন্যবিভক্তি = যা ; √সাজা (ণিজন্ত) + শূন্যবিভক্তি = সাজা ; √উলটা (ণিজন্ত—সাধু) + শূন্যবিভক্তি = উলটা ; √ওলটা (ণিজন্ত—চলিত) + শূন্যবিভক্তি = ওলটা।

একই কালে একই পুরুষে একই ক্রিয়ার দুইটি বিভিন্ন রূপ হইতে পারে—**সাধু রূপ** ও **চলিত রূপ**। সাধু রূপটি সুনির্দিষ্ট, কিন্তু চলিত রূপটি বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন রূপে প্রচলিত। কর্ ধাতুর সাধারণ অতীতের উত্তমপুরুষে সাধু রূপ 'করিলাম'। চলিতে কোথাও 'করলাম', কোথাও 'করলেম', আবার কোথাও-বা 'করলুম' হইয়া যায়। তবে চলিত রূপগুলির মধ্যে গ্রন্থাদিতে যে রূপটির প্রাধান্য লক্ষিত হয়, ক্রিয়া-রূপাদর্শে সেই 'লাম' বিভক্তিযুক্ত রূপটিকেই গ্রহণ করিয়াছি। তোমরা ইচ্ছা করিলে 'লেম' ও 'লুম' বিভক্তিযুক্ত বিকল্প রূপগুলিও দিতে পার।

অতীত কালের উত্তমপুরুষের অন্য তিনটি উপবিভাগেও এই ধরনের বিকল্প রূপ হইতে পারে। খাচ্ছিলাম (খাচ্ছিলেম, খাচ্ছিলুম), গিয়েছিলাম (গিয়েছিলেম, গিয়েছিলুম), খেলতাম (খেলতেম, খেলতুম) ইত্যাদি।

সকর্মক ক্রিয়ার সাধারণ অতীতে **প্রথমপুরুষে** চলিত রূপে 'ল' এবং 'লে' দুইটি বিভক্তিই হয়। সারাটা সকাল সে বই পড়ে **কাটাল / কাটালে** (সকর্মক), অথচ একবারের জন্যও বাজারে **গেল** (অকর্মক) না। বাড়ি থেকে বেরচ্ছি, হঠাৎ সে ভূতের মতো সামনে এসে **দাঁড়াল** (অকর্মক)। অধিকতর প্রচলিত বলিয়া আমরা 'ল' বিভক্তির রূপটিই দিলাম।

১২৩। অসম্পূর্ণ (পঙ্গু) ধাতু : যে-সকল ধাতুর সকল কালের ও সকল ভাবের রূপ পাওয়া যায় না, অন্য ধাতুর সাহায্যে সেই অসম্পূর্ণ রূপ সম্পূর্ণ করিয়া লইতে হয়, সেইসকল ধাতুকে অসম্পূর্ণ বা পঙ্গু ধাতু বলে। যেমন আছ্, যা, গ, বট্, আ, নহ্, নার্ ইত্যাদি। **আছ্** ধাতুর পরিপূরক হিসাবে **থাক্** ধাতু কাজ করে। পূর্বপৃষ্ঠায় প্রদত্ত **আছ্** ধাতুর পূর্ণ রূপটি দেখিয়া লও। **যা** ধাতুর পরিপূরক হিসাবে **গ** ধাতুর ব্যবহার হয়। নীচে রূপটি দেওয়া হইল—**বন্ধনী-মধ্যস্থ রূপটি চলিত ভাষার**।

যা ধাতুর **পুরাঘটিত বর্তমান**—গিয়াছে (গিয়েছে), গিয়াছ (গিয়েছ), গিয়াছিস (গিয়েছিস), গিয়াছেন (গিয়েছেন), গিয়াছি (গিয়েছি) ; **সাধারণ অতীত**—যাইল (গেল), যাইলে (গেলে), যাইলি (গেলি), যাইলেন (গেলেন), যাইলাম (গেলাম) ; **পুরাঘটিত অতীত**—গিয়াছিল (গিয়েছিল), গিয়াছিলে (গিয়েছিলে), গিয়াছিলি (গিয়েছিলি), গিয়াছিলেন (গিয়েছিলেন), গিয়াছিলাম (গিয়েছিলাম) ; **পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ**—গিয়া থাকিবে (গিয়ে থাকবে), গিয়া থাকিবে (গিয়ে থাকবে), গিয়া থাকিবি (গিয়ে থাকবি), গিয়া থাকিবেন (গিয়ে থাকবেন), গিয়া থাকিব (গিয়ে থাকব) ; **অসমাপিকা**—যাইয়া বা গিয়া (গিয়ে), যাইতে (যেতে), যাইলে (গেলে)। **অন্যত্র ধাতুটি নিজের রূপেই থাকে।**

বট্ (হওয়া) ধাতুর সাধারণ বর্তমানের রূপই মাত্র পাওয়া যায়—বটে, বট, বটিস,

বটেন, বটি। বট্ ধাতুর ব্যবহার অত্যন্ত কম। "একা দেখি কুলবধূ কে বট আপনি।" "গরিব ব্রাহ্মণ বটি, কিন্তু ভিখারী নই।" কে আসে? আমাদের নারান নয়?—সে-ই বটে। "হ্যাঁ, ইনিই সপ্তম এডওআর্ড বটেন।" "ই'হারা দেবকন্যাই বটেন।"

আ (আস্) ধাতুর চলিত রূপই পাওয়া যায়। **পুরাঘটিত বর্তমান**—এয়েছে, এয়েছ, এয়েছিস, এয়েছেন, এয়েছি; **বর্তমান অনুজ্ঞা**—আয়; **সাধারণ অতীত**—এল, এলে, এলি, এলেন, এলাম; **পুরাঘটিত অতীত**—এয়েছিল, এয়েছিলে, এয়েছিলি, এয়েছিলেন, এয়েছিলাম; **অসমাপিকা**—এলে। "আমি এলেম, তাইতো তুমি এলে" (সমাপিকা)। তুমি এলে তবে একসঙ্গে যাব (অসমাপিকা)।

প্রাচীন ও আধুনিক কবিতায় আইল (আইলা), আইলে, আইলি, আইলেন, আইলাম (আইনু) প্রভৃতি রূপ বেশ দেখা যায়।

প্রয়োগ: "জননীরা, আয় তোরা সব।" "এ ঘোর রজনী মেঘের ঘটা কেমনে আইল বাটে।" "মন্দির তেজি যব পদ চারি আওলুঁ নিশি হোর কম্পিত অঙ্গ।" "এ কথা শুনি আমি আইনু পূজিতে পা-দুখানি।"

নহ্ ধাতুর মাত্র **সাধারণ বর্তমানের** রূপেই প্রচলিত। নহে (নয়), নহ (নও), নহিস (নস), নহেন (নন), নাহি (নই); **অসমাপিকা**—নহিলে (নইলে)। নহ্ ধাতুর অন্য কালের রূপ নাই, ইহার কোনো পরিপূরক ধাতুও নাই। "গগন নহিলে তোমারে ধরিবে কেবা?" "আমি নইলে মিথ্যা হত সন্ধ্যাতারা ওঠা।" আমি রমেশ নই, উমেশ (নই<নাহি—'না' ও 'হই' এই দুইটি পদের সংহত রূপ)।

নার্—না অব্যয়ের সঙ্গে **পার্** ধাতুর ভাব-যোগে এই নার্ ধাতুর সৃষ্টি। **সাধারণ বর্তমান**—নারে, নার, নারিস, নারেন, নারি; **সাধারণ অতীত**—নারিল (নারল), নারিলে (নারলে), নারিলি (নারলি), নারিলেন (নারলেন), নারিলাম (নারলাম—নারিনু); **সাধারণ ভবিষ্যৎ**—নারিবে (নারবে), নারিবে (নারবে), নারিবি (নারবি), নারিবেন (নারবেন), নারিব (নারব)। নার্ ধাতুর প্রয়োগ কবিতাতেই হয়, গ্রামাঞ্চলের মৌখিক ভাষায় ক্বচিৎ দৃষ্ট হয়। "নারিলি হরিতে মণি।" "ফাগের দাগ যে তুলতে নারি।" "ভাগ্যহীন আমি, শেষ বেলা জননীরে নারিনু সেবিতে।"—'বিধিচক্র'। "নারিবে শোধিতে ধার কভু গৌড়ভূমি।"

নহ্ ও নার্ ধাতু "না" অর্থটি বহন করে বলিয়া ইহাদের **নঞর্থক ধাতু** বলে। নঞর্থক ধাতু বিভক্তিযুক্ত হইয়া ক্রিয়াপদে পরিণত হইলে তাহাকে **নঞর্থক ক্রিয়া** বলা হয়। নারিনু, নহিস, নারি ইত্যাদি নঞর্থক ক্রিয়া।

না (অব্যয়) এবং হয় ক্রিয়াটির সংযুক্ত রূপ হইল **নয়** ক্রিয়া। ইহার বিচিত্র প্রয়োগ লক্ষ্য কর।—

(ক) এসব ছবি ছোটোদের দেখা উচিত নয় (হয় না)—ক্রিয়াপদ। (খ) তিনি হয় কে নয় করতে ওস্তাদ—বিশেষ্যপদ। (গ) হয় তুমি নয় তোমার ভাই এর জন্য দায়ী—নিত্য-সম্বন্ধী অব্যয়।

নাই ক্রিয়াটির প্রয়োগ-বৈচিত্র্য লক্ষ্য কর।—

নাই (চলিতে নেই, কবিতায় নাহি) ক্রিয়াটি **অস্ত্যর্থক আছ্** (থাক্)-র বিপরীত **নাস্ত্যর্থক** বর্তমান কালের ক্রিয়া। তিন পুরুষেই ইহার একটিমাত্র রূপ। **নাহি মোর**

BANGODARSHAN.COM

পিতামাতা আত্মীয়স্বজন। আমার হাতে তবু কিছুটা কাজ আছে, দাদার হাতে কিছু নেই। জগতে তুমি নাই, আমি নাই, কেহ নাই, আছেন শুধু নিত্যলীলাময়। বাড়িতে তিনিও নেই, তাঁর ছেলেটিও নেই।

কবিতায় পাদপূরণে বা জোর দিবার সময় ক্রিয়াটির **ক**-যুক্ত **নাইক** (নাহিক বা নেইক) রূপটির প্রয়োগ বেশ মধুর। নাহি রাজ্য, নাহিক সম্পদ্। "আমার মনে নাইক কোনো দ্বন্দ্ব।" "নাকছাবিটি হারিয়ে গেছে সুখ নেইক মনে।"

'ইতে' বিভক্তিযুক্ত অসমাপিকা ক্রিয়ার সহিত **নাই** বসিলে **উচিত নয়** অর্থটি প্রকাশ পায়। ইহা বিধিবাচক হয়-এর বিপরীত। এমন রূঢ় কথা বলিতে নাই। এত তাড়াতাড়ি খেতে নেই, আস্তে আস্তে খেতে হয়।

পুরুষানুসারে সাধারণ বর্তমান কালের ক্রিয়ার সঙ্গে **নাই** (চলিতে নি) বসিলে নাস্ত্যর্থক অতীত কালের ক্রিয়া বুঝায়। সেদিন কিছুই তুমি খাও নাই (চলিতে নি)। আপনি এখনও খাননি? দীর্ঘকাল তিনি এখানে আসেননি। [এরূপ ক্ষেত্রে পুরাঘটিত অতীত বা পুরাঘটিত বর্তমান কালের ক্রিয়ার সহিত কদাপি নাই (নি) প্রয়োগ করিও না—তুমি খাইয়াছিলে না, আপনি খাইয়াছেন না, তিনি আসিয়াছিলেন না ইত্যাদি প্রয়োগ বাংলা ভাষার রীতিবিরুদ্ধ।]

নাই-এর বর্তমান কালের রূপ না। ইহা মূলতঃ অব্যয়। পুরাঘটিত বর্তমান ছাড়া অন্য তিনটি বর্তমানকালে সব পুরুষের ক্রিয়ার সহিত ইহার প্রয়োগ বেশ ব্যাপক। তিনি আমিষ খান না (সাধারণ বর্তমান)। তুমি তো এখন লিখছ না (ঘটমান বর্তমান)? একটা নতুন ধরনের জ্বর জাঁকিয়ে বসেছে, এখন এখানে এস না (নাস্ত্যর্থক)। কিন্তু,—এখানে একদিন এস না। আমার সঙ্গে একবারটি যাবি কিনা বল্ না। একটা গল্প বলুন না। পরীক্ষায় ভালো ফল করার জন্য একবারটি কোমর বেঁধে লাগ না। এমন চমৎকার আম, একটুখানি খান না। শেষের পাঁচটি বাক্যেই বর্তমান অনুজ্ঞার নঞর্থক অব্যয়টি কর্ম-পদ-করিবার মৌলিক দুর্বুদ্ধি হারাইয়া অনুরোধ বা উপদেশের গাঢ়ত্ব প্রকাশ করিতেছে।

চলিত রীতির ক্রিয়ার সব পুরুষেই না, কেবল উত্তমপুরুষে ও মাঝে মাঝে তুচ্ছার্থক মধ্যমপুরুষে বিকল্প রূপ নে-ও হয়। "দেহ স্নিগ্ধ হল বটে কিন্তু নির্মল হল বলতে পারি নে।" সাড়া দিবি নে সর্বনাশী?

পুরাঘটিত অতীত ছাড়া অন্য তিনটি অতীত কালের ক্রিয়ার সহিত না-এর প্রয়োগ কী সাধুতে কী চলিতে বেশ ব্যাপক। এত অনুরোধ করা সত্ত্বেও তিনি আসিলেন (এলেন) না। এমন চমৎকার আম একটু খাইলে (খেলে) না কেন? [এখানে ক্রিয়াটির অর্থ কিন্তু সাধারণ বর্তমানের দিকেই ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে।] উনি তখন লিখছিলেন না, ভাবছিলেন। উত্তরটা জানা থাকলেও বলতাম না। [এরূপ স্থলে কদাপি নাই ব্যবহার করিও না।]

১২৪। **পঙ্গু ক্রিয়া:** যে ধাতুর সকল কালের ও সকল ভাবের রূপ পাওয়া যায় না, সেই অসম্পূর্ণ (পঙ্গু) ধাতুর উত্তর ধাতুবিভক্তির যোগে যে ক্রিয়াপদ পাওয়া যায়, তাহাকে **পঙ্গু ক্রিয়া** বলে। গেলে, বট, আইনু, নারিবে, থাকব, নইলে, এলেন, নারিলি, নহ ইত্যাদি পঙ্গু ক্রিয়া। "তিনি চিন্ময়ও বটেন, আবার চিদ্ঘনও বটেন।"

অনুশীলনী

১। ক্রিয়াপদ কাহাকে বলে? ক্রিয়াপদ কীভাবে গঠিত হয়? ক্রিয়াকে বাক্যের প্রধান উপাদান বলা হয় কেন?

২। ধাতুবিভক্তি ও ধাতুবয়ব প্রত্যয় কাহাকে বলে? উভয়ের মধ্যে পার্থক্য কী? উদাহরণ দিয়া বুঝাইয়া দাও।

৩। ধাতু কাহাকে বলে? উদাহরণ-সাহায্যে বুঝাইয়া দাও। উৎপত্তি ও প্রকৃতির বিচারে ধাতুকে কয়টি ভাগে ভাগ করা যায়? প্রত্যেক প্রকারের দুইটি করিয়া উদাহরণ দাও।

৪। সিদ্ধ ধাতু কাহাকে বলে? উৎসের বিচারে সিদ্ধ ধাতুকে কয়টি ভাগে ভাগ করা যায়? প্রত্যেক ভাগের দুইটি করিয়া ধাতুর উল্লেখ করিয়া সেগুলিকে ক্রিয়াপদে পরিণত করিয়া বাক্যে প্রয়োগ কর।

৫। কেবল কবিতায় ব্যবহৃত হয় এমন চারিটি সিদ্ধ ধাতুর উল্লেখ করিয়া সেগুলি কবিতায় প্রযুক্ত হইয়াছে এমন নিদর্শন উল্লেখ কর।

৬। সাধিত ধাতু কাহাকে বলে? অর্থ ও সাধন-অনুসারে সাধিত ধাতুকে কয়টি ভাগে ভাগ করা যায়? প্রত্যেক ভাগের অন্ততঃ তিনটি উদাহরণ উল্লেখ কর।

৭। খাঁটী বাংলা ধাতু কাহাকে বলে? উহাদের উৎসমূল কী? চারিটি খাঁটী বাংলা ধাতুর উল্লেখ করিয়া তাহাদিগকে ক্রিয়াপদে পরিণত করিয়া স্বরচিত বাক্যে প্রয়োগ কর।

৮। প্রযোজিকা ক্রিয়া কাহাকে বলে? এই ক্রিয়াকে ণিজন্ত ক্রিয়া বলা চলে কি না? অকর্মিকা, সকর্মিকা ও দ্বিকর্মিকা ক্রিয়াকে প্রযোজিকা ক্রিয়ারূপে স্বরচিত বাক্যে প্রয়োগ কর।

৯। অকর্মিকা ক্রিয়া ও সকর্মিকা ক্রিয়ার সংজ্ঞার্থ বল। কখন অকর্মিকা ক্রিয়া সকর্মিকারূপে ব্যবহৃত হয়? উদাহরণ দাও। সকর্মিকা ক্রিয়া অকর্মিকারূপে ব্যবহৃত হইয়াছে, এমন উদাহরণ উল্লেখ কর।

১০। সমধাতুজ কর্ম কাহাকে বলে? সকর্মিকা অকর্মিকা উভয়প্রকার ক্রিয়ারই সমধাতুজ কর্ম থাকিতে পারে, উদাহরণ দিয়া বুঝাইয়া দাও।

১১। নামধাতু কাহাকে বলে? কোন্ কোন্ নামপদ হইতে নামধাতুর সৃষ্টি হয়? দুইটি উদাহরণ দিয়া বুঝাইয়া দাও। নামধাতুকে সাধিত ধাতু বলে কেন?

১২। মাইকেলী নামধাতুজ ক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য কী? বিশেষ্য, বিশেষণ ও ধ্বন্যাত্মক নামশব্দ হইতে মাইকেলী নামধাতুজ ক্রিয়ার উৎপত্তি হইয়াছে, একটি করিয়া উদাহরণ দাও।

১৩। যৌগিক ক্রিয়া ও সংযোগমূলক ক্রিয়ার সংজ্ঞার্থ বল। যৌগিক ক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য কী? যৌগিক ক্রিয়ার সহিত সংযোগমূলক ক্রিয়ার পার্থক্য প্রতিষ্ঠা কর।

১৪। ধাতু ও ক্রিয়াপদের সম্পর্ক কী? ক্রিয়াপদ হইতে কী প্রকারে ধাতুনির্ণয় করা যায়? উদাহরণ দাও।

১৫। সিদ্ধধাতু, নামধাতু ও সংযোগমূলক ধাতুরূপে ধ্বন্যাত্মক শব্দের প্রয়োগ দেখাও।

১৬। গঠনভঙ্গীর দিক্ দিয়া ক্রিয়াপদকে যে পাঁচটি ভাগে ভাগ করা হয় তাহাদের

BANGODARSHAN.COM

নাম বল এবং পাঠ-সংকলনের অদ্যকার পাঠ হইতে যত প্রকারের যতগুলি সম্ভব ক্রিয়াপদ সংগ্রহ কর।

১৭। বাক্যের অন্যান্য পদের সহিত সম্পর্কবিচারে ক্রিয়াপদকে কয়টি ভাগে ভাগ করা হয়? তাহাদের নাম বল। প্রত্যেকটির একটি করিয়া উদাহরণ দাও।

১৮। দ্বিকর্মিকা ক্রিয়া কাহাকে বলে? দ্বিকর্মিকা ক্রিয়াকে প্রেরণার্থক ক্রিয়ারূপে ব্যবহার করিলে ইহার কয়টি কর্ম থাকে? নিম্নলিখিত বাক্যগুলির ক্রিয়াপদকে সকর্মিকা বলা যায় কি না, কারণ দেখাও: (ক) বাবা প্রধানশিক্ষককে পত্র লিখিতেছেন। (খ) আমি তো বাজার থেকে শুধু আম আর লিচু আনলাম। (গ) বাবলুকে বাজারের টাকাটা দিয়ে দাও। (ঘ) শিক্ষকমাত্রই কি ভালো ছেলে আর মন্দ ছেলেকে সমান চোখে দেখেন? (ঙ) একটা ঠেলা আর দুটো রিক্‌শা ডাকবি।

১৯। (ক) ক্রিয়ার কাল কাহাকে বলে? ক্রিয়ার কাল বলিতে কোন্ ক্রিয়ার কাল বুঝায়—সমাপিকা, না অসমাপিকা? ক্রিয়ার প্রধান তিনটি কালের নাম কর ও প্রত্যেকটির দুইটি করিয়া উদাহরণ দাও। (খ) পাঠ-সংকলনের অদ্যকার পাঠ হইতে ক্রিয়ার প্রধান তিনটি কালের যতগুলি সম্ভব উদাহরণ সংগ্রহ কর। অসমাপিকা ক্রিয়ার কালনির্ণয়ের উপায় কী? উদাহরণ দিয়া বুঝাইয়া দাও।

২০। (ক) বর্তমান কালের ক্রিয়াপদের উপবিভাগগুলির নাম বল ও উদাহরণ দিয়া বুঝাইয়া দাও। (খ) ভবিষ্যৎ কালের ক্রিয়ার উপবিভাগগুলির নাম বলিয়া উদাহরণযোগে বুঝাইয়া দাও। (গ) নিত্য অতীত, নিত্যবৃত্ত অতীত, পুরাঘটিত অতীত, ঘটমান অতীত—এই চারিটি কালের পার্থক্য বুঝাইয়া প্রত্যেকটির একটি করিয়া উদাহরণ দাও।

২১। (ক) মৌলিক কাল ও যৌগিক কাল কী? কোন্ কোন্ কালকে কেনই-বা মৌলিক কাল এবং কোন্ কোন্ কালকে কেনই-বা যৌগিক কাল বলা হয়?

(খ) লিখিয়াছিস, ভালোবাসিও, ভেঙে থাকব, লিখিতেছে, খেলিয়াছেন, শুনিয়ে থাকবেন, চালাব, খাওয়াতেন, যাবেন, ধরলাম—কোন্‌টির কাল মৌলিক, কোন্‌টির যৌগিক বল।

২২। পার্থক্য দেখাও: মৌলিক ক্রিয়া ও যৌগিক ক্রিয়া; মৌলিক কাল ও যৌগিক কাল; যৌগিক ক্রিয়া ও সংযোগমূলক ক্রিয়া।

২৩। শূন্যস্থান পূর্ণ কর:

(i) যেকোনো পুরুষের একবচন ও বহুবচনে ক্রিয়াপদের রূপ……হয়।
(ii) সম্ভ্রমার্থক মধ্যমপুরুষ ও সম্ভ্রমার্থক প্রথমপুরুষের ক্রিয়ার রূপ……।
(iii) ……ক্রিয়ার রূপ সকল পুরুষে একই হয়।
(iv) ……কালের ক্রিয়ার দ্বারাও অতীত কালের ক্রিয়ার প্রকাশ হয়।
(v) অনুজ্ঞা……কালের ক্রিয়ায় হয় না।
(vi) ……ক্রিয়ার কাল……ক্রিয়ার কালের উপর নির্ভর করে।
(vii) পুরাঘটিত ভবিষ্যতের আরেকটি নাম……অতীত।
(viii) সংযোজক ভাবের আরেকটি নাম……ভাব।
(ix) দুই-একটি ক্রিয়াপদ……পদরূপেও ব্যবহৃত হয়।

২৪। প্রতিটি পঙ্‌ক্তিতে প্রদত্ত ক্রিয়াপদগুলির মধ্যে যে ক্রিয়াটি সেই পঙ্‌ক্তির বামদিকে নির্দেশিত ক্রিয়ার কালের সহিত মিলিতেছে না, সেটিকে বাতিল কর ; বাতিল ক্রিয়াটি কোন্ কালের ক্রিয়া, পৃথক্ অনুচ্ছেদে তাহাও লিখিয়া রাখ ঃ

ক্রিয়ার কাল	ক্রিয়াপদ
(১) ঘটমান বর্তমান	খেলিতেছে, খাচ্ছে, পড়াইতেছেন, হেসেছে, হাসছে
(২) পুরাঘটিত অতীত	খাইলেন, ঘটিয়াছিল, পড়েছিলাম, বলিয়াছিলেন
(৩) সাধারণ ভবিষ্যৎ	আসবে, খাইবেন, পড়িব, খেলিবে, খেও
(৪) ঘটমান অতীত	খেলছিল, খেলাচ্ছিলেন, হাসিয়াছিলাম, যাইতেছিলে
(৫) পুরাঘটিত বর্তমান	হেসেছে, লিখছেন, গিয়াছি, দেখেছেন, এনেছিস
(৬) নিত্যবৃত্ত অতীত	করতাম, খেলতেন, যেতে, এলেন, পড়তিস
(৭) ঘটমান ভবিষ্যৎ	খেলতে থাকব, লিখে থাকবেন, বলিতে থাকিবি
(৮) সাধারণ অতীত	বলিলেন, করলাম, ভাঙিলে, বলেছিলে, এলে
(৯) বর্তমান অনুজ্ঞা	করিস, করুক, খা, আসুন, বসাও, বল
(১০) ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা	খেলিস, খাবেন, যাস, হইও, বলাও

২৫। (ক) ক্রিয়ার ভাব কাহাকে বলে? ইহা কয় প্রকার? প্রত্যেক প্রকারের একটি করিয়া উদাহরণ দিয়া প্রত্যেকটি ভাবের বৈশিষ্ট্য বুঝাইয়া দাও।

(খ) ক্রিয়াপদগুলির ভাব নির্দেশ করঃ এবার যদি **বেঁচে ফিরি,** তোমার একদিন কি আমার একদিন। "**দর্শকমণ্ডলী** আপনাকেই **অভিনন্দন জানাচ্ছে।**" "**খাও** হে চক্রবর্তী।" "এখন **বসিয়াছি** দাঁড়ে—পায়ের শিকল **কাটিল না।**" এবার খেতে **বসি?** "**ওঠ মা ওঠ, মোছ** তোমার আঁখিজল।" "**মা তোর** রঙ্গ দেখে, রঙ্গময়ি, **অবাক্ হয়েছি।**" আপনার মুখে ফুলচন্দন **পড়ুক।**

২৬। উদাহরণযোগে ব্যাখ্যা করঃ অকর্মিকা ক্রিয়া, যৌগিক ক্রিয়া, ঘটমান অতীত, অনুজ্ঞা, পুরাঘটিত অতীত, মৌলিক ধাতু, মৌলিক ক্রিয়া, নিত্যবৃত্ত অতীত, নামধাতু, পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ, পুরাঘটিত বর্তমান, সিদ্ধ ধাতু, সাধিত ধাতু, ধ্বন্যাত্মক ধাতু, ঘটমান ভবিষ্যৎ, ধ্বন্যাত্মক ক্রিয়া, প্রযোজিকা ক্রিয়া, শিজন্ত ক্রিয়া, ঐতিহাসিক বর্তমান, দ্বিকর্মিকা ক্রিয়া, নিত্য অতীত, ধাতুবিভক্তি, ধাতুবয়ব প্রত্যয়, বাংলায় প্রচলিত পাঁচটি তৎসম ধাতু, চারিটি তদ্‌ভব ধাতু, পাঁচটি খাঁটী বাংলা ধাতু, ধ্বন্যাত্মক সিদ্ধ ধাতু, তৎসম বিশেষণ হইতে উৎপন্ন সিদ্ধ ধাতু, তৎসম বিশেষ্য হইতে উৎপন্ন নামধাতু, প্রযোজক ধাতু, অকর্মিকা ক্রিয়ার সকর্মিকাত্ব, সকর্মিকা ক্রিয়ার অকর্মিকাত্ব, প্রযোজিকা ক্রিয়ারূপে সকর্মিকার ব্যবহার, বিশেষণ হইতে নামধাতুজ ক্রিয়া, প্রযোজিকা ক্রিয়ারূপে দ্বিকর্মিকার ব্যবহার, প্রযোজিকা ক্রিয়ারূপে অকর্মিকার প্রয়োগ, ধ্বন্যাত্মক শব্দ হইতে নামধাতুজ ক্রিয়া, কর্মবাচ্যের ধাতু, উপসর্গযুক্ত তৎসম ধাতু হইতে উদ্ভূত তদ্‌ভব ধাতু, সংযোগমূলক ধাতু, সংযোগমূলক ধাতুর অঙ্গরূপে ধ্বন্যাত্মক শব্দ, মুখ্য কর্ম, গৌণ কর্ম, সকর্মিকা অসমাপিকা ক্রিয়া, অকর্মিকা সমাপিকা ক্রিয়া, ক্রিয়াবিশেষণরূপে অসমাপিকা ক্রিয়া, অব্যয়রূপে 'ইয়া' বিভক্তিযুক্ত অসমাপিকা, ভাববাচক বিশেষ্য ও বিশেষণের পরিবর্তে অসমাপিকা ক্রিয়া, কার্যকারণ-সম্বন্ধ বুঝাইতে অসমাপিকার প্রয়োগ, সমাপিকার পূর্বকালীনতা ও সমকালীনতা বুঝাইতে অসমাপিকা ক্রিয়া,

BANGODARSHAN.COM

অতীত-অর্থে সাধারণ বর্তমান, সন্দিগ্ধ অতীত, ঘটমান অতীত-অর্থে ঘটমান বর্তমান, ভবিষ্যৎ-অর্থে ঘটমান বর্তমান, অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ-অর্থে পুরাঘটিত বর্তমান, ঘটমান বর্তমান-অর্থে সাধারণ অতীত, ঘটমান বর্তমান-অর্থে ঘটমান অতীত, ভবিষ্যৎ-অর্থে নিত্যবৃত্ত অতীত, অতীত-অর্থে সাধারণ ভবিষ্যৎ, ভবিষ্যৎ-অর্থে সাধারণ অতীত, ভবিষ্যতের দ্বারা বর্তমানের প্রকাশ, অসম্পূর্ণ ক্রিয়া, নঞর্থক ধাতু, ঘটমান অতীত-অর্থে সাধারণ বর্তমান, বর্তমান কালের ক্রিয়া হিসাবে 'নাই', 'নয়' ক্রিয়াটিকে নিত্য-সম্বন্ধী অব্যয়রূপে, ঘটমান বর্তমান ও নিত্য অতীতের ক্রিয়াপদকে বিশেষণরূপে।

২৭। (ক) 'নাই' ক্রিয়াটির প্রয়োগবৈশিষ্ট্য দেখাও।

(খ) 'নাই' ক্রিয়াটির বর্তমান কালের রূপটি কী? ইহার বিচিত্র প্রয়োগ দেখাও।

২৮। আয়ত ক্রিয়াগুলি কোন্ শ্রেণীর ক্রিয়া উল্লেখ করিয়া উহাদের পুরুষ ও কাল নির্ণয় করঃ আজকাল প্রায়ই এখানে **আসছ শুনলাম।** "যদি এক যুগ পরে সে **ফিরে আসে,** আমি সেই এক যুগ পরের কথাই **ভাবছি।**" "**বাহিরিনু** হেথা হতে উন্মুক্ত অম্বরতলে।" যিনি সমস্ত দিক্ থেকে জগৎকে **প্রকাশিত করছেন** তিনি **হলেন** আকাশ। "মোর জীবনে বিচিত্র রূপ ধরে তোমার ইচ্ছা **তরঙ্গিছে।**" "দুবেলা মরার আগে মরব না, ভাই **মরব না।**" "সেই কথাটি কবি **পড়বে** তোমার মনে বর্ষামুখর রাতে, ফাগুন সমীরণে।" "মসমসিয়ে তারি মাঝে ডিঙা আমার **চলে।**" "পদযুগ ঘিরে জ্যোতিমঞ্জীরে **বাজিল** চন্দ্রভানু।" "বিশ্ব জুড়ে শুধু দেওয়ার দেওয়ালী **চলেছে।**" "ছি ছি চোখের জলে **ভেজাস নে** আর মাটি।" কুড়িতেই যে **বুড়িয়ে গেলি** রে! "প্রভুর কর্মে বীরের ধর্মে **বিরোধ বাধিল** আজ।" "ঊষা **রাঙাইছে** আঁখি পূর্বাশার দ্বারে।" ভাস্বতীও **গাইবে** না, আমরাও **ছাড়ব** না, শেষে সমাপ্তিদি ওকে **গাইয়ে** তবে ছাড়লেন। স্টোভ **ধরেছে?** না, এইমাত্র **ধরাচ্ছি।** "বিশ্বরূপের খেলাঘরে কতই **গেলেম** খেলে।" "ফাল্গুনে রাঙা ফুলের আবীরে **রাঙাও** নিখিল ধরণী।" "আজি **আসিয়াছ** ভুবন ভরিয়া গগনে **ছড়ায়ে** এলোচুল, চরণে **জড়ায়ে** বনফুল।" "তাহারে **নাচায়** প্রিয়া করতালি দিয়া দিয়া, রুনুরুনু **বাজে** তায় বালা।" তুই তো অবুঝ **নস,** বাবা। **চললাম** রে রেবতী, তাহলে রবিবারে আমাদের ওখানে **আসছিস,** কেমন? "নবীন গরিমা **ভাতিবে** আবার ললাটে তোর।" "মা, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও।" "**কহিল,** অবোধ কী সাহসবলে **এনেছিস** পূজা, এখনি **যা চলে।**" "কালো মায়ের রূপের আলোয় ঝরনাধারা **বয়।**" "জীবনের সব রাত্রিকে ওরা **কিনেছে** অল্প দামে।" "তালে তালে দুটি কঙ্কণ **কনকনিয়া** ভবনশিখীরে **নাচাও** গনিয়া গনিয়া।" "সখি, কেমনে জীব গো আর।"—চণ্ডীদাস। "তব লাগি ব্যথা ওঠে গো **কুসুমি।**" "সে বাণী মন্দ্রিল সুখতন্দ্রারত ভবনে।" "মহৈশ্বর্যে **আছে নম্র,** মহাদৈন্যে **কে হয়নি নত।**" "ওহে তুমি জানাও যারে, সেই **জানে।**" "যে দেশে রজনী **নাই,** সে দেশের এক লোক **পেয়েছি।**" হাড়মাস **জ্বালিয়ে খাচ্ছে।** গুজরাট এখন শিল্পের দিক্ দিয়ে পশ্চিমবঙ্গকে **টপকে** গিয়ে দ্বিতীয় স্থান **অধিকার করেছে।** "আকাশজোড়া প্রকাণ্ড প্রশ্নের একটিমাত্র উত্তর **হল**—ভালোবাসা।" ট্রয়ের যুদ্ধ **ঘটেছিল** খ্রীষ্টপূর্ব ১২০০ সালে। "লোহ-সহ মিশি অশ্রুধারা·····**আর্দ্রিল** মহীরে।" অবস্থা খারাপ দেখে আগেভাগেই **কেটে পড়লেন** যে! "তরুবর, কেহ নাহি তোমারে **বিরাগে।**" "জগৎকে জ্ঞানরূপে পাওয়া, শক্তিরূপে পাওয়া ও আনন্দরূপে পাওয়াকেই **মানুষ হওয়া**

বলে।" "তুমি আমাকে অবসন্ন হতে দিও না।" "চাহিয়া দেখ রসের স্রোতে রঙের খেলাখানি।" "দুঃখ জানে শরীর জানে, মন, তুমি আনন্দে থাক।" তোর প্রাণের ওই একতারাতে কোন্ সুরকার সুর ছড়াল!" মিষ্টি আমটা খেয়ে ফেলেছি। টকো আমটা একটুখানি খেয়ে ফেলে দিয়েছি। "তোমার রাগিণী ধ্বনিছে নিখিলে।" কার্থেজের সবচেয়ে বাড়বাড়ন্ত হয় খ্রীষ্টপূর্ব ৮৪০ সালে। সংকটকে সুযোগে রূপান্তরিত করতে সচেষ্ট হও। "বিষয়ী লোকেরা হচ্ছে দই-পাতা হাঁড়ি, দুধ রাখলেই নষ্ট।" "আমার হৃদয় তোমার বাসের যোগ্য করে তোল।"

২৯। চূড়ান্ত রূপ লিখ: √হ+ছিল; √কর্+ইয়া থাকিবে; √খেলা+শূন্যবিভক্তি (সাধু); √ধর্+শূন্যবিভক্তি (চলিত); √শিখ্+অ; √পড়া+এ; √লিখ্+এন; √শুন্+এ (অসমাপিকা); √দি+ও; √দি+ই; √ছ্+এছিল; √দেখ্+এ থাকব; √দেখা+ইলি; √যা+বেন; √কহ্+ছিলাম; √শিখা+ছ; √দৌড়া+ইয়াছেন; √শোয়া+এছি; √পাড়্+ইব।

৩০। নির্দেশমতো উত্তর দাও; (ক) কর্ ধাতুর পুরাঘটিত বর্তমান কালের সকল পুরুষের রূপ। (খ) হ অথবা শুন্ ধাতুর পুরাঘটিত বর্তমান, ঘটমান অতীত, বর্তমান অনুজ্ঞা, ঘটমান ভবিষ্যতের প্রথমপুরুষের সাধু ও চলিত রূপ। (গ) √শুন্ (সাধু) ঘটমান বর্তমান, পুরাঘটিত অতীত, ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞার রূপ। (ঘ) √পা (চলিত) পুরাঘটিত বর্তমান, ঘটমান ভবিষ্যৎ, নিত্যবৃত্ত অতীতের রূপ। (ঙ) √চল্ (সাধু) সাধারণ বর্তমান, পুরাঘটিত অতীত, ঘটমান ভবিষ্যতের রূপ। (চ) √ফল্ (চলিত) পুরাঘটিত বর্তমান, সাধারণ অতীত, সাধারণ ভবিষ্যতের রূপ। (ছ) √কহ্ (চলিত) সম্পূর্ণ রূপ। (জ) √গাহ্ (সাধু) সম্পূর্ণ রূপ। (ঝ) √উলটা (চলিত) বর্তমান অনুজ্ঞা, ঘটমান অতীত, সাধারণ ভবিষ্যতের রূপ। (ঞ) √পড়্ (সাধু) ঘটমান বর্তমান, সাধারণ অতীত, ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞার রূপ। (ট) √পড়া (চলিত) সাধারণ বর্তমান, পুরাঘটিত অতীত, ঘটমান ভবিষ্যতের রূপ।

৩১। নিম্নলিখিত ধাতুগুলির পূর্ণরূপ লিখ: (ক) √পাড়্ (সাধু); (খ) √পাড়া (চলিত); (গ) √গাহ্ (চলিত); (ঘ) √দাঁড়া (সাধু); (ঙ) √তলা (সাধু); (চ) √হারা (To lose); (ছ) √হারা (To defeat); (জ) √হার্ (পরাজিত হওয়া); (ঝ) √গালা (তরল করা); (ঞ) √চালা (চালনা করা)।

৩২। শুদ্ধ কর: সে এখানে আসিয়াছিল না। তুমি এখনও কেন যাইয়াছ না। তিনি এরূপ করিয়াছিলেন নাই। জানিলেও আমি উত্তরটা বলিতাম নাই। আপনি কি এই কথাটা আমাকে বলিয়াছিলেন নাই? এমন কাজ করিতে হয় না। তিনি পঁচিশ বছর পূর্বে মারা গিয়েছিলেন। উনি আমাদের কাহারোই জানাশোনা নয়।

———

BANGODARSHAN.COM